এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

রাখিব যতনে
মডার্ন গিনি হাউস প্রাঃ লিঃ
নতুন তুমি প্রতিক্ষণে
২০৮, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০০১২
ফোন- ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১, ০৩৩ ২২৪১ ৮২০৩

৩ সুদীপ-বিরোধী পোস্টারে কুণাল-তাপসের নাম
জমি মামলায় স্বস্তি বহাল অতীনের, রক্ষাকবচের মেয়াদ বাড়াল হাইকোর্ট ৩

কলকাতা ২৯ জুলাই ২০২৬ ১২ শ্রাবণ ১৪৩৩ বুধবার বিংশ বর্ষ ৪৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 29.07.2026, Vol. 20 Issue No. 49, 8 Pages, Price 3.00

দুর্নীতি বন্ধে টোল-ফ্রি নম্বর চালু, সিন্ডিকেট-কাটমানিতে হেল্পলাইন

নিয়োগ থেকে পরিকাঠামো, মুখ্যমন্ত্রীর নজর পুলিশেও

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্নীতি রুখতে টোল-ফ্রি হেল্পলাইন নম্বর চালু করল রাজ্য সরকার। কাটমানি থেকে শুরু করে অবৈধ টোল হোক বা মদের ঠেক, যে কোনও ধরনের দুর্নীতি বা অপরাধের ক্ষেত্রে রাজ্যের মানুষ এই টোল-ফ্রি নম্বর ব্যবহার করতে পারবেন অভিযোগ জানাতে।

মঙ্গলবার রাজ্য পুলিশের সদর দপ্তর ভবানী ভবনে চারটি টোল-ফ্রি নম্বর ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নবান্নে তৈরি করা হচ্ছে কন্ট্রোল রুম। সেখান থেকেই এই টোল-ফ্রি নম্বরে আসা অভিযোগ খতিয়ে দেখা থেকে শুরু করে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। সকাল ৮ টা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত ফোন করা যাবে এই চারটি নম্বরে। অভিযোগ জানানোর নম্বর ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী সতর্ক করেন, এই সুযোগের অপব্যবহার না-করতে। ব্যক্তিগত শত্রুতা বা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে মিথ্যা তথ্য দিলে আইনি পদক্ষেপ করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল জানিয়েছেন, টোল ফ্রি নম্বরে আসা সমস্ত ফোন রেকর্ড করা হবে। পরে সেই রেকর্ড প্রয়োজনে পুনরুদ্ধার করার ব্যবস্থা থাকবে। প্রাথমিক পর্যায়ে অভিযোগের শ্রেনিবিন্যাসের জন্য কৃত্রিম মেধার ব্যবহার করা হবে। এর পরের ধাপে পুলিশ আধিকারিকরা প্রত্যেকটি অভিযোগ খতিয়ে দেখবেন এবং সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর কত অভিযোগ নথিভুক্ত হল, তার কী ব্যবস্থা নেওয়া হল তার রিপোর্ট পাঠানো হবে মুখ্যমন্ত্রীকে। এ দিনও মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য এবং কলকাতা পুলিশের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের উপর জোর দেন এবং পুলিশের জন্য কল্যাণ পরিষদ গঠন করার আশ্বাস দেন। পুলিশে বর্তমান ৪৭ হাজার শূন্যপদ পূরণ সহ ১ লক্ষ নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় উত্তরপ্রদেশের মতো পুলিশের সংখ্যা পর্যায়ক্রমে ২০০ করাই লক্ষ্য বলে জানান শুভেন্দু অধিকারী। বর্তমানে রাজ্যে সেই সংখ্যা মাত্র ১০৬। ১৪ হাজার পুলিশ কনস্টেবল আগেই ট্রেনিং সম্পূর্ণ করে ফেলেছিলেন। কিন্তু ওবিসি দুর্নীতির জন্য ওই নিয়োগ করা যায়নি। এবার ওবিসি জট কেটে গিয়েছে। ওই ১৪ হাজার কনস্টেবল আগামী দুর্গাপুজোর মধ্যেই নিয়োগ হবে। এদিন সেই বড় বার্তা মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন।

পুলিশের পরিকাঠামো উন্নতিতে আধুনিক ইলেকট্রনিক সিস্টেম, সিসিটিভি, বডি ক্যামেরা প্রযুক্তি ব্যবস্থা আনা হচ্ছে। কন্ট্রোল রুমও আধুনিকীকরণ হবে। কলকাতা-সহ রাজ্যের পুলিশ থানাগুলিকেও আরও উন্নত করা হবে। গাড়ির ক্ষেত্রেও বড় বদল হতে চলেছে। অনেক গাড়িরই বয়স ১৫ বছর পেরিয়ে গিয়েছে। বহু গাড়ির কাগজপত্রও পুর্ণনবীকরণ হয়নি! ওইসব গাড়ি বদলে আধুনিক গাড়ি আগামী দিনে আনা হবে। সেই বড় বার্তাও মুখ্যমন্ত্রী এদিন দিলেন। কেবল থানাই নয়, পুলিশ আবাসনগুলির হালও ফেরানো হবে। রাজ্যের পুলিশ আবাসনগুলিকে বসবাসযোগ্য করে তোলার কথাও জানানো হয়েছে। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ-র মতো রাজ্যেও সিআইএ গঠন হবে। সেই বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

পুলিশকর্মীদের আরও ফিট রাখতে, আরও বেশি খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ করেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের ৫৫২টি থানার মধ্যে অন্তত ২৫০টি থানায় কেন্দ্রীয় সহযোগিতায় পরিকাঠামো উন্নয়ন করার কথা ঘোষণা করেন শুভেন্দু।

পুলিশকর্মীদের সুবিধার কথা ভেবে, ১৫ বছরের বেশি যাঁরা চাকরি করছেন তাঁদের নিজের জেলায় কাজ করতে সুযোগ দেওয়া যায় কি না তা নিয়ে সরকার ভাবছে বলেও আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সঙ্গে অক্টোবর মাস থেকে পুলিশের রেশন বরাদ্দের অর্থ ৫০০ টাকা বাড়িয়ে ২০০০ করার কথা ঘোষণা করেন তিনি।

নিটে সফল পড়ুয়াদের মুখ্যমন্ত্রীর সংবর্ধনা।

চিকিৎসা শিক্ষায় গুচ্ছ বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিট পরীক্ষায় রাজ্যের প্রথম ১০০ জন কৃতী ছাত্রছাত্রীকে মঙ্গলবার নবান্নে সংবর্ধনা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন নবান্ন সভাঘরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নিট-কৃতী পড়ুয়াদের হাতে ফুল, মিষ্টি এবং ল্যাপটপ তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে। তাঁদের অভিভাবক ও শিক্ষকদেরও অভিনন্দন জানান মুখ্যমন্ত্রী।

পড়ুয়াদের সাফল্যের পিছনে তাঁদের বাবা-মা এবং শিক্ষকদের অবদানের কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আপনাদের এই সাফল্যের প্রকৃত কারিগর আপনাদের বাবা-মা এবং শিক্ষকরা। তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।'

আগামী দিনে যাঁরা চিকিৎসক হবেন, তাঁদের মানুষের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করার বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের কথা স্মরণ করিয়ে মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'চরৈবেতি... এগিয়ে চলার মন্ত্র নিয়েই মানুষের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করুন। আপনাদের সরকার সবসময় আপনাদের পাশে থাকবে।'

পাশাপাশি রাজ্যের মেধাবী চিকিৎসকেরা যাতে পড়াশোনা শেষ করে অন্য রাজ্যে চলে না যান, সে বিষয়েও সরকারের পরিকল্পনার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, 'আমরা এমন হাসপাতাল, এমন স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এবং এমন কর্মপরিবেশ তৈরি করব, যাতে এ রাজ্যের মেধাবী চিকিৎসকেরা স্বেচ্ছায় পশ্চিমবঙ্গেই থেকে মানুষের সেবা করতে চান।' একই সঙ্গে শহরের পাশাপাশি গ্রাম ও প্রত্যন্ত এলাকাতেও চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য তরুণ চিকিৎসকদের কাছে আবেদন জানান তিনি।

অনুষ্ঠান থেকে রাজ্যের চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়ে একাধিক পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, পশ্চিম বর্ধমান এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে চারটি নতুন মেডিক্যাল কলেজ তৈরি করা হবে। উত্তরবঙ্গে আরও একটি এইমস তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। চিকিৎসা শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে এমবিবিএসে আসন বৃদ্ধির পরিকল্পনাও রাজ্য সরকারের রয়েছে।

এছাড়াও সরকারি পরিকাঠামোর পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগের কথাও এদিন জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, নিউটাউনে আদানি গোষ্ঠীর উদ্যোগে ২০০০ শয্যার একটি আন্তর্জাতিক মানের সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল তৈরি হবে। এই প্রকল্পের জন্য জমি হস্তান্তর ও চুক্তির কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। হাসপাতালের ১০০০টি শয্যা আর্থিক ভাবে দুর্বল রোগীদের জন্য বিনামূল্যে রাখা হবে বলে জানান তিনি।

এ ছাড়াও এসএসকেএম হাসপাতালে শয্যা ও আইসিইউয়ের সংখ্যা বাড়ানো এবং জেলা হাসপাতাল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে আধুনিক চিকিৎসা পরিকাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্ক্যান, এমআরআই, ডায়ালিসিস ইউনিট এবং অপারেশন থিয়েটারের সুবিধা বাড়ানোর পাশাপাশি চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের আবাসন এবং কর্মপরিবেশ উন্নয়নের উপরও জোর দেওয়া হবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমার বিজ্ঞপ্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্ষমতায় আসার পর কেন্দ্রের আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্য সরকার। তবে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের শর্তের কারণে বহু মানুষ তার বাইরে থেকে যাওয়ায় এবার তাঁদের জন্য পৃথকভাবে চালু হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা। এই প্রকল্পের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে নবান্ন। সেখানে উপভোক্তা নির্বাচনের জন্য একাধিক শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কোনও পরিবারের বার্ষিক আয় ৮ লক্ষ টাকা বা তার বেশি হলে সেই পরিবারের কোনও সদস্য এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন না।

স্বাস্থ্যদপ্তরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আয়ুষ্মান ভারতের নীতি এবং ২০১১ সালের সামাজিক-অর্থনৈতিক ও জাতিগত জনগণনার তথ্যের ভিত্তিতে উপভোক্তা নির্বাচন করা হবে। ফলে মূলত আর্থিকভাবে দুর্বল ও প্রান্তিক পরিবারের মানুষই এই প্রকল্পের আওতায় বছরে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকার নগদবিহীন স্বাস্থ্য বিমার সুবিধা পাবেন বলে প্রশাসনিক মহলের ধারণা।

পূর্বতন সরকারের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে রাজ্যের প্রায় সব বাসিন্দাই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু আয়ুষ্মান ভারতে বিভিন্ন যোগ্যতার শর্ত থাকায় বহু মানুষ সেই তালিকার বাইরে থেকে যাচ্ছেন। অনুমান করা হচ্ছে, যেখানে স্বাস্থ্যসাথীর আওতায় প্রায় ১০ কোটি মানুষ ছিলেন, সেখানে আয়ুষ্মান ভারতের আওতায় আসতে পারেন প্রায় ৭ কোটি মানুষ। এই পরিস্থিতিতে বাদ পড়া মানুষের চিকিৎসা সুরক্ষা নিশ্চিত করতেই রাজ্য সরকার নিজস্ব অর্থায়নে মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সাংবাদিক হেনস্থায় রাজপথে এবিভিপি

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে শুরু হওয়া আন্দোলন ঘিরে অশান্তি এবং সাংবাদিকদের উপর হামলার অভিযোগকে সামনে রেখে মঙ্গলবার কলকাতার রাজপথে নামল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)। 'শিক্ষা সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চ'-এর ব্যানারে আয়োজিত মিছিলে শিয়ালদহ ও হাওড়া থেকে সংগঠনের কর্মী-সমর্থকেরা ধর্মতলায় জমায়েত করেন। তাদের হাতে ছিল জাতীয় পতাকা।

এই মিছিল প্রসঙ্গে এবিভিপির অভিযোগ, ছাত্রস্বার্থের আন্দোলনকে সামনে রেখে কেউ কেউ ইচ্ছাকৃত ভাবে অশান্তি তৈরি করার চেষ্টা করছে। সেই প্রবণতার বিরুদ্ধেই তাঁদের এই কর্মসূচি। এদিনের মিছিলে ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মীদেরও দেখা যায়।

মঙ্গলবারের মিছিলে অংশ নেওয়া এক শিক্ষক বলেন, 'প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো ঘটনা আগেও ঘটেছে। আমরা কোনও ভাবেই তা সমর্থন করি না। কিন্তু সেই ঘটনার প্রতিবাদ করতে গিয়ে দেশকে অশান্ত করার চেষ্টা মেনে নেওয়া যায় না। দেশবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ।'

ইতিমধ্যেই নিট-সহ বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক সময়ে ছাত্র আন্দোলন ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর তীব্র হয়েছে। দিল্লির বিক্ষোভের রেশ কলকাতাতেও পৌঁছয়। গত শুক্রবার ধর্মতলায় বামপন্থী সংগঠনগুলির ডাকা সাম্প্রতিক কর্মসূচিকে ঘিরে অশান্তির অভিযোগ ওঠে।

অপরাধের ইতিহাস না-থাকলে নাবালক মুক্তির সুপ্রিম নির্দেশ

নিট-বিক্ষোভে নিরপেক্ষ তদন্তের ভাবনা

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই: নিট আন্দোলনে দেশ জুড়ে যে সব নাবালক বিক্ষোভকারীকে আটক বা গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও দমনমূলক নীতি প্রয়োগ করা যাবে না। শুধু তা-ই নয়, অপরাধের ইতিহাস নেই এমন নাবালক বিক্ষোভকারীদের আটক বা গ্রেপ্তার করে রাখা যাবে না। মুক্তি দিতে হবে সকলকেই। পাশাপাশি এই আন্দোলনে অশান্তির ঘটনায় নিরপেক্ষ এবং স্বচ্ছ তদন্তের পক্ষেও সওয়ালও করেছে সুপ্রিম কোর্ট। ইঙ্গিত দিয়েছে নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠনেরও।

আদালতের পর্যবেক্ষণ, কারা দায়ী, তা নির্দিষ্ট না হলে তদন্তের কোনও অর্থ হয় না। তাই যাঁরাই সীমা লঙ্ঘন করে থাকুন না কেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি জেভি মোহনার ডিভিশন বেঞ্চে নিট আন্দোলনে পুলিশের অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের মামলার শুনানিতে অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট।

নিট-বিক্ষোভে পুলিশ অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করেছিল বলে যে অভিযোগ উঠেছে, সেই ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্ত কেন করা হবে না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে আদালত। আদালতের পর্যবেক্ষণ, পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে। তবে সেই তদন্ত হতে হবে স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ। আদালত নির্দেশ দিয়েছে, আন্দোলনের সময়ের সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ, ড্রোন রেকর্ডিং, বডিক্যামের সমস্ত তথ্য সংরক্ষিত রাখতে হবে। আদালতের আরও নির্দেশ, বিক্ষোভকারী পড়ুয়াদের কোনও তথ্য জনসমক্ষে আনা যাবে না। সেই দিকটাও নজর রাখতে হবে। নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে সিট গঠন করা যেতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে আদালত। আর এ বিষয়ে কেন্দ্র, অসম, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং কেরল সরকারের কাছেও জবাব চাওয়া হয়েছে।

ধর্মতলায় ধৃত ১৬-র সুপ্রিম বার্তায় জামিন

■ ধর্মতলায় বাম ছাত্র সংগঠনের প্রতিবাদ মিছিলকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের স্মৃতি এখনও টাটকা। সেই তাণ্ডবের ঘটনায় ধৃত ১৬ জনের ভাগ্যে মঙ্গলবার দেখা গেল এক অভূতপূর্ব আইনি মোড়। আদালতের নির্দেশে কয়েক মিনিটের ব্যবধানে বদলে গেল ছবিটা। প্রথমে বিচারক ধৃতদের ৩০ জুলাই পর্যন্ত জেল হেপাজতের নির্দেশ দিলেও, সুপ্রিম কোর্টের এক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশের পরেই সেই রায় বদলে যায়। অবশেষে ৫০০ টাকার বন্ডে জামিন মঞ্জুর হয় সব অভিযুক্তেরই।

নিট প্রশ্ন ফাঁস কেলেঙ্কারির প্রতিবাদে সম্প্রতি শিয়ালদহ থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত এক বিরাট মিছিলের ডাক দিয়েছিল বাম ছাত্র সংগঠন। সেই মিছিলে বহু সাধারণ মানুষ ও অভিভাবকরাও পা মিলিয়েছিলেন। কিন্তু মিছিলের শেষভাগে ধর্মতলায় বেনজির অশান্তির সৃষ্টি হয়। কর্তব্যরত সাংবাদিকদের ওপর হামলার পাশাপাশি পুলিশকে লক্ষ্য করে উড়ে আসে জুতো, জলের বোতল ও ইট। পরিস্থিতি সামাল দিতে অ্যাকশনে নামে পুলিশ।

ছাত্র-বিক্ষোভে মারধরে শাহের ক্ষমা দাবি বিরোধীদের

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই: ছাত্রবিক্ষোভের জেরে পদত্যাগ করতে হয়েছে শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে। যন্তর মন্তর থেকে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র অবস্থানও উঠে গিয়েছে। কিন্তু সেই আন্দোলন কেন্দ্রের শাসকদলকে যে অস্বস্তিতে ফেলেছে, তা পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগানোর কৌশল নিয়েছে বিরোধী দলগুলি। ছাত্রবিক্ষোভে পুলিশি মারধরের প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ক্ষমা চাইতে হবে বলেছেন বলে দাবি করেছেন বিরোধী সাংসদেরা। বিরোধী সাংসদদের হইহট্টগোলের জেরে মঙ্গলবার দুপুর ২টো পর্যন্ত সংসদের দুই কক্ষের অধিবেশনই মুলতুবি করে দেওয়া হয়।

দিল্লিতে পড়ুয়াদের 'শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ' ঠেকাতে কেন ছররা গুলি বা পেলেট গানের মতো অস্ত্র ব্যবহার করা হল, তা নিয়ে পুলিশ এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে নিশানা করেছে বিরোধী দলগুলি। গত ২০ জুলাই সিজেপি-র সংসদ অভিযানের সময় দিল্লির বিভিন্ন জায়গায় নিরাপত্তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সিআরপিএফ-এর আওতাধীন র‍্যাফকে। তাদের বিরুদ্ধেই ছররা গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে।

সোমবারের পর মঙ্গলবারও আন্দোলনরত পড়ুয়াদের উপর পুলিশি 'দমনপীড়নের' প্রতিবাদে সংসদের ভিতরে-বাইরে সুর চড়ান বিরোধীরা। পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁসের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের লক্ষ্যে সোমবার সংসদে সংশোধনী বিল এনেছে কেন্দ্র। মঙ্গলবার এই বিল নিয়ে লোকসভায় আলোচনা হওয়ার কথা। তবে সকাল থেকেই বিরোধী-বিক্ষোভে উত্তাল হয় সংসদ। সংসদ চত্বরে পঞ্জাবের শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফার দাবিতে পাল্টা বিক্ষোভ দেখান বিজেপির নেতৃত্বাধীন শাসকজোট এনডিএ-র সাংসদেরা। আপ-শাসিত পঞ্জাবেও প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠেছে। এনডিএ-র সাংসদেরা এই বিষয়ে আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জবাব দাবি করেন। বিক্ষোভে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত রাজ্যসভার দুই বিজেপি সাংসদ সুস্মিতা দেব, রাহুল সিন্‌হাকে।

দানের রক্তেও পাচার-দুর্নীতি

হাওড়া-বর্ধমানের ব্লাড ব্যাঙ্কে স্বাস্থ্য দপ্তরের হানা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে সংগৃহীত বিপুল পরিমাণ রক্ত ও প্লাজমা বেআইনি ভাবে ভিন্ রাজ্যে পাচারের অভিযোগ। হাওড়া, বর্ধমান এবং অন্ডালের একাধিক বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কে হানা দেন রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকেরা। কারণ, প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, কেবল হাওড়ার একটি বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকেই প্রায় ১০ হাজার ইউনিট রক্ত ও প্লাজমা রাজ্যের বাইরে পাচার করা হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রের খবর, বেশ কিছু দিন ধরেই নজরে ছিল রাজ্যের একাধিক বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্ক। অভিযোগ, জেলা জুড়ে

প্রয়োজনের অতিরিক্ত রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে রক্ত সংগ্রহ করা হত। তার পর তা চড়া দামে অন্য রাজ্যে বিক্রি করে দেওয়া হত। সূত্রের দাবি, দেড় হাজার টাকার রক্তের উপাদান বেআইনি বাজারে বিক্রি হত প্রায় সাড়ে ছ'হাজার টাকায়।

এদিকে সূত্রে খবর, কলকাতা-দিল্লি ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে বর্ধমানের একটি ব্লাড ব্যাঙ্ক এবং অন্ডালের একটি বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কেও বিশেষ দল পাঠায় স্বাস্থ্য ভবন। বাজেয়াপ্ত করা হয় বেশ কিছু নথিপত্র, স্টক রেজিস্টার এবং সংগ্রহ-সরবরাহের রেকর্ড। এই প্রসঙ্গে একটি তথ্য দিয়ে রাখা প্রয়োজন, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের স্পষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে; এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে বিপুল পরিমাণ রক্ত বা প্লাজমা পাঠাতে গেলে 'স্টেট ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাউন্সিল' (এসবিটিসি) এবং 'ন্যাশনাল ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাউন্সিল' (এনবিটিসি); দুই সংস্থারই লিখিত ছাড়পত্র নেওয়া বাধ্যতামূলক।

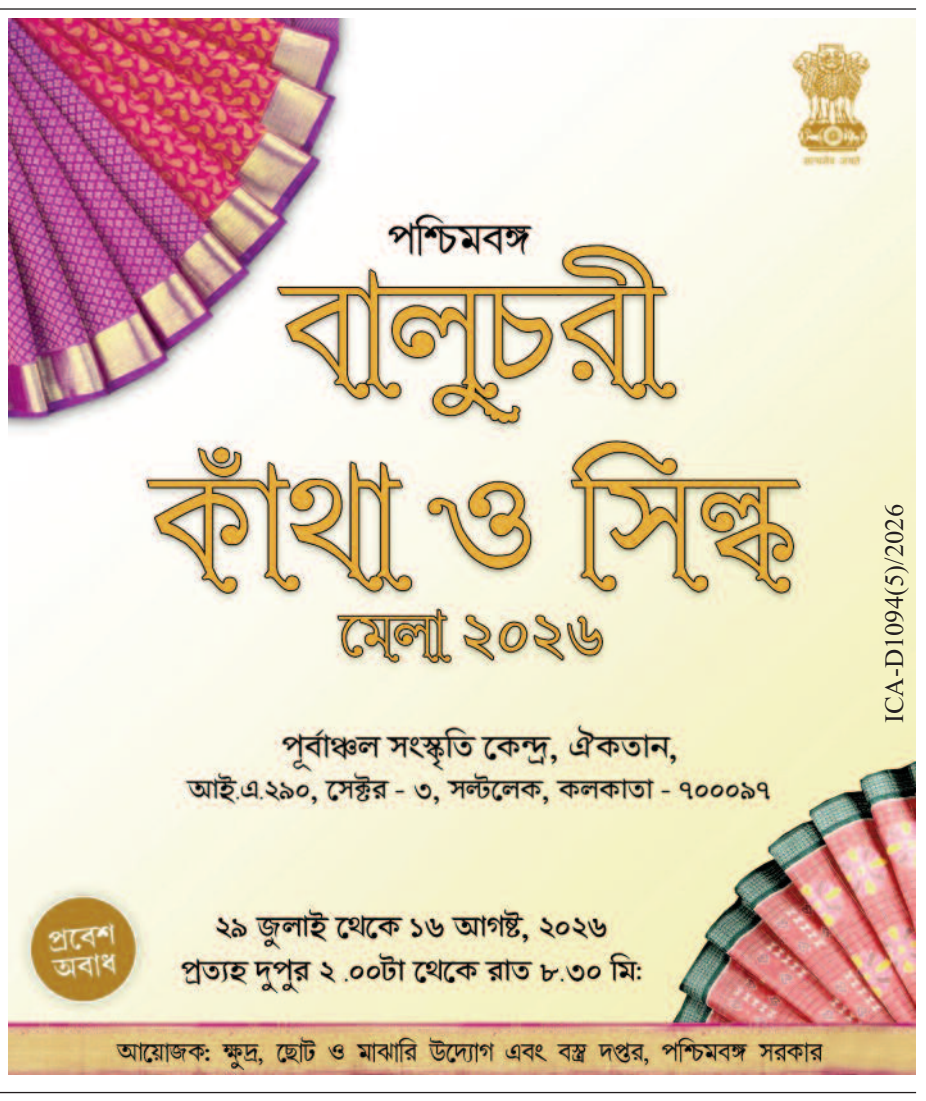

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **স্বপ্না সরকার**, পিতা- সমীর সরকার, সাং ও পোঃ গোয়ালদহ, থানা- কোতয়ালী, জেলা-নদীয়া, গত ইংরাজীর ২৯.০৭.২০১৬ তারিখে A.D.S.R কৃষ্ণনগর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত IV-159/2016 নং একখানি আমমোক্তারনামা দলিলবলে মালিক যথাক্রমে - **(১) বাপী দাস**, পিতা- ৺সুবোধ দাস ও **(২) ফেলনা দাস**, স্বামী - ৺সুবোধ দাস, সাং ও পোঃ গোয়ালদহ, কোতয়ালী, নদীয়া মহাশয়/মহাশয়া দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়াছেন। এক্ষণে আমার মক্কেল **স্বপ্না সরকার, (১) নৃপেন বিশ্বাস**, পিতা- ৺অনিল বিশ্বাস, **(২) শর্মিলা বিশ্বাস (বাওয়ালী)**, স্বামী- শ্রী নৃপেন বিশ্বাস-এর নিকট গত ইং ২৮.০৮.২০১৮ তারিখে A.D.S.R কৃষ্ণনগর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৭৪৬৪নং দলিলে, জে.এল. নং ৯২ কৃষ্ণনগর, RS ৭৪৪, LR ১৭৮৫৮ নং খতিয়ানে, RS ১৭২৮৫, LR ২১৩৯৫ নং দাগে মোট ৫.৮০ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। যদি এই সম্পর্কে কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর-১ BL & LRO অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

সমরজিৎ পাল, এ্যাডভোকেট, কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।

নাম-পদবি

আমি Manotosh Mondal, পিতা- Mahitosh Mondal, গত 23/07/2026 বহরমপুর নোটারী পাবলিক এফিডেভিট বলে আমি Manotosh Mondal এবং Monotosh Mondal এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম-পদবি

আমি সম্বিত মন্ডল আমার পিট দলিলে No- I-4849/2016 সাশ্বত মন্ডল আছে ও I 2902/26 নং দলিলে সম্বিত মন্ডল আছে। ২৪-৭-২৬ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে (12220 নং) সম্বিত মন্ডল ও সাশ্বত মন্ডল উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

নাম-পদবি

LICI পলিসি নং 424862555 এতে আমার নাম Yousuf Sk পিতা- Hojimuddin Sk আছে। গত 13/07/2026 ডোমকল SDEM কোর্টের এফিডেভিট বলে Ichhab Ali Mandal এবং Yousul Sk এবং পিতা Hajimuddin Mandal এবং Hojimuddin Sk এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল।

নাম-পদবি

আমি আশা রায় আমার স্বামীর জমির দলিলে নাম্বার I-15, 2-1-1978 সালে রেজিষ্ট্রিকৃত, আমার শশুর এর নাম প্রানকৃষ্ণ রাজবংশী আছে। রেকর্ডে নাম রামকৃষ্ণ রাজবংশী আছে ২৪-০৭-২৬ (12040 নং) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে প্রানকৃষ্ণ রায় ও প্রানকৃষ্ণ রাজবংশী ও রামকৃষ্ণ রাজবংশী উভয়ে একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইল। আমার শশুর বর্তমানে মৃত।

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of the District Delegate, Kharagpur.
LAD Case No.04/2024
Ritwick Guha@ Pritam...Petition
=VS =
Bidita Basu & others.....O.Ps

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারনগনকে জানানো যাইতেছে যে, জেলা পশ্চিম মেদনীপুর, পোঃ - খড়্গপুর, থানা -খড়্গপুর (টাউন), জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর এর অন্তর্গত সাঁজোয়াল, পুরাতন বাজার সাকিনে বসবাসকারী মলয়েন্দ্র নাথ গুহ, পিতা- ৺শচীন্দ্র নাথ গুহ তাহার জীবদ্দশায় তাঁহার খড়্গপুর টাউন থানার অন্তর্গত মৌজা-সাঁজোয়াল, জে.এল নং- ৩১২, আর.এস. খতিয়ান নং- ৩৫, আর.এস দাগ নং - ১৩২ মধ্যে ৪.১৩ ডেঃ বাস্তু জমি ও তদ-পরিস্থিত দ্বিতল পাকা বাড়ী এবং ঐ মৌজায় আর.এস খতিয়ান নং- ২৮৮, আর.এস দাগ নং - ১৩৩ মধ্যে ৫০ বর্গফুট এবং দাগ নং - ১৩৪ মধ্যে ২৫ বর্গফুট মোট ৭৫ বর্গফুট অর্থাৎ ১/৬ ডেঃ বাস্তু জমি তিনি গত ১৭.০৭.২০১৪ তারিখে যে উইল করিয়াছেন তাহার Letter of Administration লইবার জন্য দরখাস্তকারী অত্র মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় উপরোক্ত মোকর্দ্দমা একতরফা শুনানী হইবে। মোকর্দ্দমার পরবর্ত্তী ধার্য্য তারিখ ০১.০৯.২০২৬। আদেশানুসারে

Nur Huda Mandal, সেরেস্তাদার,
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, খড়্গপুর

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রীমত্যা নিভা সিংহরায়**, স্বামী ৺মলয় সিংহরায়, সাকিম চক অনন্ত, হরিপাল, হুগলী, **২)শ্রীমতী সাধনা সিংহ**, স্বামী শ্রী বিমানেন্দ্র সিংহ, সাকিম সুখসনাতনতলা, চন্দননগর, হুগলী, মহাশয়াদ্বয় বিগত ইং ২০০৫ সালে এ.ডি.এস. আর., হরিপাল, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00016/2005 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **শ্রী জয়দীপ সিংহরায়**, পিতা ৺মলয় সিংহরায়, সাকিম চক অনন্ত, হরিপাল, হুগলী, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে শ্রী জয়দীপ সিংহরায় সম্পত্তির অপর শরিকগণ **১)শ্রী কনক কুমার সিংহরায়, ২)শ্রী অর্চন কুমার সিংহরায় ও ৩)শ্রী অলোক কুমার সিংহরায়**, সকলের পিতা ৺মলয় সিংহরায়, সকলের সাকিম চক অনন্ত, হরিপাল, হুগলী, মহাশয়গণের সহিত যৌথ ভাবে নিম্ন তপশীল ভুক্ত সম্পত্তি বিগত ইং ১৪/০৯/২০০৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-04800/2006 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রীমতী ঝর্না ঘর**, স্বামী শ্রী দিলীপ ঘর, সাকিম চক অনন্ত, হরিপাল, হুগলী, মহাশয়াকে বিক্রয় করিয়াছেন। <u>তপশীল</u> - জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা রঘুনাথপুর, ৫৪ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ১০৮ নং খতিয়ান হইতে ১)আর.এস. তথা হাল এল.আর. ১১৪ নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ২১ শতকের মধ্যে ০.৫০০০ অংশে ১০ ½ (সাড়ে দশ) শতক এবং ২)আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৮০ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ২৪ শতক, একুনে দুইটি দাগে মোট ৩৪ ½ (সাড়ে চৌত্রিশ) শতক সম্পত্তি আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্দ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী ঝর্না ঘর**, স্বামী শ্রী দিলীপ ঘর, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও হরিপাল ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। **ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),**
চন্দননগর আদালত, হুগলী

দলিল হারানোর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **Smriti Gupta** W/o. Yashoda Nandan Gupta মহাশয়া বিগত **ইং ২০১১ সালে A.D.S.R. শ্রীরামপুর, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-8662/11 নং বিক্রয় কোবালা দলিল** মূলে বীরেশ্বর ব্যানার্জ্জী স্ট্রীট-এ অবস্থিত একটি 2 BHK Flat ক্রয় করেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত **Smriti Gupta** W/o. Yashoda Nandan Gupta মহাশয়া বিগত ইং ১০/০৫/২০২৫ তারিখে পরলোক গমন করেন এবং আমার মক্কেল, **Yashoda Nandan Gupta**, S/o. Jagdish Prasad Gupta, R/o. 5a, Dwarik Jungle Road, Bhadrakali, VTC Uttarpara Kotrung M, Hooghly-712232, মহাশয় বর্তমানে উক্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হন। আরো প্রকাশ থাকে যে, স্ত্রীর মৃত্যুর পর উক্ত সম্পত্তির অরিজিনাল দলিলটি মক্কেলের নিকট হইতে হারাইয়া গিয়াছে, এই মর্মে আমার মক্কেল স্থানীয় **উত্তরপাড়া থানায়** একটি জেনারেল ডায়েরী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যাহার **জি.ডি.ই নং ২৬৪/২৬ তারিখ ০৪/০৭/২০২৬**, এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, কোন সহৃদয় ব্যক্তি উক্ত দলিলটি পাইয়া থাকিলে বা উক্ত দলিলটি সম্পর্কে কোন ব্যক্তি, ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোন বক্তব্য, দাবী দাওয়া বা অভাব অভিযোগ থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে তথ্য প্রমান সহ লিখিত ভাবে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানাইতে হইবে নতুবা পরবর্তী কালে কাহারোও কোন দাবি দাওয়া বাতিল ও নামাঞ্জুর বলিয়া গন্য হইবে। উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিলটি দিয়ে কেহ কোন লেনদেন করিলে তাহা সর্ব আদালতে নামঞ্জুর হইবে।

Ananda Charan Barik,
Advocate
Serampore Court

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৯ শে জুলাই, বুধবার, ১২ ই শ্রাবণ। পূর্ণিমা তিথি। জন্মে মকর রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি ও বিংশোত্তরী রবির ম মহাদশা। মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : গ্রহ অবস্থান যা তাতে আজকের দিনটি খুব সাবধান ভাবে কাটাবে। যারা ইলেকট্রিক্যাল ব্যবসা করেন যারা মেকানিক্যাল ব্যবসা করেন, বাণিজ্যের সুযোগ আসবে--তবে আজকে নয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ দলের হয়ে মত প্রকাশ, না করা শুভ। সকালে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকবে। ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : বিদ্যাযোগে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ে যাদের কথা পাকা হওয়ার ছিল, তাদের সু-সম্পর্ক বজায় থাকবে। প্রেমিক যুগল শুভদিন। বাণিজ্য অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা বিশেষত যারা জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে কাজ করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। দুর্গা মায়ের নামকরণ শুভ হবে।

মিথুন রাশি : বেতনভুক কর্মচারীদের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া কাজ, শেষ করার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে, বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে কাজ করেন তাদের অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকলেও বিশেষ কোনো অশুভ যোগ নেই। দেবী মহাকালীর নাম করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কর্কট রাশি : গ্রহ অবস্থান রাশিচক্র অনুসারে আজ খুবই সতর্ক থাকার দিন। বাড়িতে গৃহ-বিবাদ। কর্মে অশান্তি দায়ক পরিবেশ। উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কুনজর থাকবে। যারা পুলিশ-প্রশাসন-সেনা, সরকারি আধিকারিক তাদের সতর্ক হয়ে থাকতে হবে আজকের দিনটি বাক্য ব্যয় করা উচিত। সন্তানের বিদ্যালয়ে একটি সমস্যা দেখা দেবে, ঠান্ডা মাথায় ধৈর্য ধরে তা সমাধান করা উচিত, পরিচিত কোন মানুষের দ্বারা মনে কষ্টপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। দুর্গা মায়ের নামকরণ শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পারিবারিক যে সমস্যা দানা বেঁধেছিল তা সমাধান হয়ে পড়বে। বি পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যবসায় অর্থপ্রাপ্তি- বিশেষত যারা হোটেল-রেস্তোরা ব্যবসা করেন। জমি বাস্তু বিষয় অতীব শুভ। সমাজে সম্মান প্রাপ্তি এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে দূর্বা প্রদান করলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি। কর্ম প্রার্থী যারা, তাদের কাছে নতুন সুযোগের সম্ভাবনাময় কাল। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন চুক্তির সম্ভাবনা। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। যাকে কথা দিয়েছিলেন সে কথা রাখার জন্য, আজ বড় আর্থিক লাভ সম্ভাবনা। পরিবারে নারীর বুদ্ধির দ্বারা জয় লাভ। ভক্ত হনুমানজির চরণে আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : গ্রহ যোগ আজকে যা আছে তাতে নতুন বড় কোন ব্যবসায়িক চুক্তির সম্ভাবনা। বেতনভোগ কর্ম যারা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে যারা কাজ করেন, যাদের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা, যাদের তরল পদার্থ এবং বাস্তু জমি বিষয় ব্যবসা তাদের লাভ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, বিদ্যা যোগ। শুভ উচ্চ বিদ্যা যোগ। সুখ বৃদ্ধি কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের কাছে, নতুন পথের সম্ভাবনা। ধৈর্য ধরে নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে চলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর উদ্দেশ্যে পুজো পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ সতর্ক থাকার দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার নেবে, বুদ্ধির দ্বারা প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার দ্বারা ছলে বলে কৌশলে, শত্রুকে পরাজিত করতে পারবেন। বাণিজ্যে নতুন ভাবে লগ্নী করা উচিত নয়, সন্তানের কারণে পরিবারে অশান্তির যোগ। এক গৃহ শিক্ষকের কারণে ভুল বোঝাবুঝি। বেতন ভোগ কর্মচারীদের কোন পরিস্থিতিতেই তর্ক ও বিতর্কে না জড়িয়ে এই বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া মঙ্গলজনক। পরিবারে তর্কবিতর্কের সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে দেবী দুর্গা মায়ের উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হোক তৈরি হবে।

ধনু রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ লাভ। বেতনভোগ কর্মচারীদের সম্মান প্রাপ্তি এবং অর্থ লাভ বিশেষত যারা বৈধভাবে পশু পাখির ব্যবসা করেন। যারা কাচের দ্রব্যের ব্যবসা করেন। যারা তরল পদার্থ, জল দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। প্রবীন মানুষ যিনি উ চিকিৎসার জন্য কোথাও ছিলেন তিনি আজ বাড়ি ফেরার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আয় এর থেকে ব্যায় বৃদ্ধি। আজ সামান্য কথাতে তর্কের সম্ভাবনা। আপনার ভেতরের শৈল্পিক মানসিকতা কিছু মানুষের ঈর্ষা র কারণ হয়ে পড়বে। ইনস্টিটিউট বা বিদ্যা বিষয়ক ব্যবসা-বাণিজ্যে যারা আছেন তাদের সফলতা থাকবেই। বাড়ি জমি বাস্তু বিষয় শুভ চিন্তা হবে। নতুন এক সম্পর্কের দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চদীপ জেলে আরতি কোন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : গত দিনের যে অস্থিরতা ছিল আজ তার শান্তির বাতাবরণে থাকবে। আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে সম্মান প্রাপ্তির দিন। অর্থ প্রাপ্তির দিন বুদ্ধির দ্বারা জয়ী হবার দিন। প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতায় আজ প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি নতুন কর্মের সুযোগ। বাণিজ্যের লগ্নী করতে পারেন অসুবিধা নাই। যারা আমন্ত্রণ অনুসন্ধান বিভাগে কাজ করেন তাদের খুবই শুভ যোগ। প্রশাসনিক কর্মে যারা কাজ করেন তাদেরও শুভ যোগ। বিদ্যা যোগের শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে, আতপ চাল সহ দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : মানসিকভাবে কোন সংবাদে দুঃখ পেতে পারেন। যে কাজটা আটকে গেল, যে কাজের জন্য আপনি কিছু সময় পরিশ্রম করেছেন, সেই বিষয়ে হয়তো ভবিষ্যতে কোন সুযোগ আসবে। আজকে গ্রহ সংস্থান বলছে খ ব সতর্ক হয়ে চলা ভালো। যাকে বিশ্বাস করেছেন তিনি অবিশ্বাসের কাজ করতে পারেন। বিবাহে ডিভোর্সের যে মামলা চলছে, সেই বিষয়ে আজ কোন মতামত না দেওয়া শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভত্ব তৈরি হবে।

(শ্রীধর পণ্ডিতের তিরোভাব তিথি । মহাপুর্ণিমা । শ্রী ব্যাসদেব পুজা।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

NAME CHANGE

I, MD NAJIBAR RAHAMAN, S/o.- Md Abdul Karim Dhukre residing at Vill.- Rafipur, P.O.- Arkhali Amdanga, P.S.- Amdanga, Dist.- North 24 Parganas, Pin- 743221, West Bengal vide an Affidavit No. 13182 before the court of Ld. Judicial Magistrate 1st class at Barasat, Dist.- North 24 Parganas that I, MD NAJIBAR RAHAMAN and MD NAJIBAR DHUKRE is the same and one identical person in the eye of law.

CHANGE OF NAME

Rajesh Kr Paswan son of Biswanath Paswan of H.No. 18/2, Ramnagar Colony, P.O.-Kankinara, P.S.- Bhatpara, District- North 24 Pgs and Pappu Paswan son of Biswanath Paswan and Rajesh Kr Paswan son of Biswanath Paswan is the same and one identical person on the strength of an affidavit S.L. No. 189 dt. 21-07-2026 before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Barrackpore. Now I am known as Rajesh Kr Paswan son of Biswanath Paswan.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 28/07/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 05 নং এফিডেভিট বলে আমি Nazrul Mondal S/o. Nabichhaddin Mondal ও Najrul Mondal S/o. N. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 17/07/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12449 নং এফিডেভিট বলে আমি Sujan Mandal S/o. Tapan Mondal ও Sujan Monsal S/o. T. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 27/03/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 01 নং এফিডেভিট বলে আমি Ramesh Chandra Shaw S/o. Mahabir Shaw ও Ramesh Shaw S/o. Lt. M Shaw সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 15/07/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 17100 নং এফিডেভিড বলে আমি Arfa Ahamed W/o. Mukhtar Ahamed ও Tamasa Das D/o. Gobinda Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমি Lakshmi Ghosh D/o. Madan Ghosh, R/o. Alinagar, Kashwara, Polba, Hooghly, গত ইং 12.01.2000 তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Ruma Bibi নামে পরিচিত হইয়াছি এবং 20.06.2000 তারিখে Sekh Giyasuddin মহাশয়ের সহিত বিবাহের পর Ruma Bibi W/o. Sekh Giyasuddin নামে পরিচিত হইয়াছি। গত 28.07.2026 তারিখে নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে 1118 নং এফিডেভিট বলে আমি Ruma Bibi ও Lakshmi Ghosh, W/o. Sekh Giyasuddin & D/o. Madan Ghosh, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি এবং এই এফিডেভিট বলে আমার সঠিক নাম Ruma Bibi, W/o. Sekh Giyasuddin & D/o. Madan Ghosh আমার সকল নথিপত্রে লিপিবদ্ধ করিতে চাই।

আমি Sova Rajbhar, D/o. Ram Nath, R/o. Kuthirghat Pilkhana, Urdibazar, Chandernagore, Hooghly-712136, W.B., গত ইং 14.06.2022 তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া বিবাহের পর Rubina Bibi W/o. Sk Sirajul নামে পরিচিত হইয়াছি। গত 23/07/2026 তারিখে নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে 18 নং এফিডেভিট বলে আমি Rubina Bibi ও Sova Rajbhar, D/o. Ram Nath & W/o. Sk Sirajul, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার প্যান কার্ডে আমার পিতার সঠিক নাম Ram Nath-এর পরিবর্তে Sk Sarif লিপিবদ্ধ হইয়াছে যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া পিতার সঠিক নাম Ram Nath লিপিবদ্ধ করিতে চাই এবং আমার সঠিক নাম Rubina Bibi D/o. Ram Nath & W/o. Sk Sirajul, আমার সকল নথিপত্রে লিপিবদ্ধ করিতে চাই।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, বিনাপানী রায় স্বামী- মৃত ধীরেন্দ্রনাথ রায় পিতা- মৃত বামন দাস মজুমদার সাং-চাকলা মাঠ কলেজ পাড়া, পো+থানা- রামপুরহাট, জেলা- বীরভূম, পিন- ৭৩১২২৪, এর পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার লীনা সরকার স্বামী- মৃত লক্ষীনারায়ন সরকার সাং- ১৫ গোলাপ শাস্ত্রী লেন, পোঃ- এন্টালি, থানা- মুচিপাড়া, জেলা- কলকাতা, পিন- ৭০০০১৪, পক্ষে বিগত ইংরেজি 10/07/2026 তারিখে I- 6348/26 এবং I-6350 /26 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার ১) প্রসেনজিৎ সরকার ২) দেবজিৎ সরকার উভয়ে পিতা-মৃত লক্ষীনারায়ন সরকার, উভয়ে সাং-১৫ গোলাপ শাস্ত্রী লেন, পোঃ- এন্টালি, থানা- মুচিপাড়া, জেলা- কলকাতা, পিন- ৭০০০১৪। তপশীল মৌজা ১২৬ নং আসাননগর, খতিয়ান ও এল.আর. ১৬১৩ নং, আর.এস. দাগ নং ২৫৭২, এল.আর. দাগ নং ৩৯৬১, পরিমাণ ৫.৪২ শতক এবং ৫.৪১ শতক জমি ক্রয় করেন। মহাশয় উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর B.L. & L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

মোনালিসা ব্যানার্জি অ্যাডভোকেট, বর্ধমান কোর্ট

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রীমতি সরোজিনী বিশ্বাস**, স্বামী নলিনী মোহন বিশ্বাস, সাং রোডস্টেশন, কৃষ্ণনগর, নদীয়াকে নদীয়া DSR অফিসের IV-108 নং আমমোক্তারনামা প্রদান করেন। **নলিনী মোহন বিশ্বাস** তার পুত্র **নিত্যগোপাল বিশ্বাসকে** নদীয়া DSR অফিসের ৩৩৯৯ নং দলিলে ২৪.৩.১৯৭৫ তারিখে হাঁসখালী ব্লকের ৫৮ নং হাতিশালা মৌজার ১৪৯ শতক জমি দান করেন। **নিত্যগোপাল বিশ্বাস** তার পুত্র অলোক বিশ্বাসকে কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের ২৭.৫.২০০৫ তারিখের ৪৯৭৬ নং দলিলে হাঁসখালী ব্লকের ৫৮ নং হাতিশালা মৌজার ৩৮৮/১ খতিয়ানের ৯০, ৪২০, ৪২০/১৩৮০ দাগে মোট ১৪৯ শতক জমি দান করেন। এক্ষনে আমার মক্কেল **অলোক বিশ্বাস**, পিতা-নিত্যগোপাল বিশ্বাস সাং রোডস্টেশন, কৃষ্ণনগর, নদীয়া উক্ত জমিগুলি তাহার নামে রেকর্ড করিতে ইচ্ছুক। এই ব্যাপারে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে হাঁসখালী BL&LRO অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

ত্রিদিব প্রামানিক, এ্যাডভোকেট, কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলীর অতিরিক্ত সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) আদালত
মোকাম চুঁচুড়া,
২০১৭ সালের ২১১ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা

শ্রীমতী রমা দাস ...বনাম
-বনাম-
শ্রী সুভাষ চন্দ্র চন্দ্র দীগর
...... বিবাদীগণ

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, অত্র মোকর্দ্দমার বাদী শ্রীমতী রমা দাস, স্বামী- শ্রী অশোক কুমার দাস, পিতা- ঁগোপলা চন্দ্র ওরফে কর্মকার, সাকিম- শরৎ পল্লী গোলাপবাগ মোড়, পূর্ব বর্ধমান, পোঃ- রাজবাটী, থানা- পূর্ব বর্ধমান, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১২১০৪, নিবাসী জেলা হুগলী, থানা ধনিয়াখালির অন্তর্গত, জে. এল. নং- ২৯, মৌজা দশঘরার অন্তর্গত নিম্ন তপশীলে বিশদভাবে বর্ণিত সম্পত্তি লইয়া স্বত্ব সব্যস্ত, বিভাগ বন্টন, চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা, ম্যান্ডেটারী নিষেধাজ্ঞা, রিসিভার ও এ্যাকাউন্টিং নিমিত্তে উপরিলিখিত দেওয়ানি মোকদমা ১) শ্রী দেবু কর্মকার, ২) শ্রী আশীর্ষ কর্মকার, ৩) শ্রী গুণু কর্মকার, ৪) শ্রীমতী লক্ষী কর্মকার, ১ নাগাইদ ৪ নং এর সাকিম- বাজে সাহাপুর স্টেশান বাজার, পোঃ- দশঘরা, থানা- ধনিয়াখালি, পিন-৭১২৪০২, ৫) শ্রী ব্রহ্মানন্দ কর্মকার, ৬) শ্রীমতী করবী কর্মকার, ৭) শ্রীমতী পূরবী কর্মকার, ৮) শ্রী পার্থ প্রতীম কর্মকার, ৬ নাগাইদ ৮ নং এর পিতা শ্রী ব্রহ্মানন্দ কর্মকার, ৫ নাগাইদ ৮ নং এর সাকিম- শ্রীমানপুর, পোঃ- শিবতাই, থানা- জামালপুর, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩৪০৮ এর বিরুদ্ধে এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে অত্র মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছে। উক্ত দেওয়ানী মোকর্দ্দমার বিষয় বস্তু ও নিয়ম সমূহ সম্পর্কে উপরিলিখিত ব্যক্তিগণের কোনরূপ ওজর আপত্তি থাকিলে বা কোনরূপ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার পাইবার তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উপরিলিখিত আদালতে উক্ত ব্যক্তিগণ নিজে বা তাহাদিগের উকিলবাবু মারফৎ হাজির হইবেন। অন্যথায় অত্র মোকর্দ্দমার আইনানুগ শুনানি হইবে।

তপশীল সম্পত্তি

জেলা- হুগলী, থানা-ধনিয়াখালি, দশঘরা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন মৌজা দশঘরা, জে. এল নং ২৯, খতিয়ান- ১৭।

দাগ নং	শ্রেণী	পরিমাণ
৮৬৪	শুনা	৩৪ শতক
৮৬৮	শুনা	২.৯৭ শতক
৮৬৯	ডোবা	১৪ শতক
৮৭০	ডোবা	১৩ শতক
৯১০	শালি	১১ শতক

দরখাস্তকারীর পক্ষে
শ্রী দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য্য
এ্যাডভোকেট

আদালতের অনুমত্যানুসারে
Jyotirmoy Sarkar
Sheristader
Civil Judge
(Sr. Division)
1st / 2nd /Addl. Court
Hooghly

বিজ্ঞপ্তি

জেলা -হুগলীস্থিত, ডেলিগেট আদালত, চুঁচুড়া
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং - ১৬ / ২০২৬

দরখাস্তকারিনী:- স্বাতী সরকার, পিতা- স্বর্গীয় মনীন্দ্র চন্দ্র দাস, স্বামী- স্বর্গীয় নবেন্দু সরকার, নিবাস- ১২/এ, সাউথ শিয়ালদহ রোড, পোঃ ও থানা - ট্যাংরা, কলকাতা - ৭০০০১৫, পঃবঃ।

এতদ্বারা **স্বর্গীয় মনীন্দ্র চন্দ্র দাস**, পিতা - স্বর্গীয় গোসাই চন্দ্র দাস, নিবাস - সেগুন বাগান, ধরমপুর, পোঃ ও থানা - চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২১০১, পঃবঃ এর স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, অত্র দরখাস্তকারিনী **স্বর্গীয় মনীন্দ্র চন্দ্র দাস** মহাশয়ের নিম্ন তপশীল বর্ণিত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সূত্রে পাইবার জন্য উপরোক্ত মোকর্দ্দমাটি দাখিল করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন রূপ আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ (এক) মাসের মধ্যে স্বয়ং অথবা নিযুক্তীয় কোন উকিলবাবু মারফত আদালতে জানাইবেন। অন্যথায় মোকর্দ্দমাটি এক তরফা বিচার হইয়া নিষ্পত্তি হইবে । <u>তপশীল সম্পত্তি:</u> স্বর্গীয় **মনীন্দ্র চন্দ্র দাস**, পিতা-স্বর্গীয় গোসাই চন্দ্র দাস মহাশয় যিনি ডাইরেক্টর জেনারেল দূরদর্শণ ভবন, মিনিস্ট্রি অপ ইনফরমেশন এ্যান্ড ব্রডকাস্ট, নিউ দিল্লী, ফেস-২, কোপার্নিকাস মার্গ, মান্ডী হাউজ, নিউ দিল্লি-১১০০০১ এ ইন্সপেক্টর অপ এ্যাকাউন্টস্ হিসাবে কর্মরতো ছিলেন এবং গত ৩১.১২.১৯৯৪ তারিখ কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। উনার পিপিও নং ২৮০৬২-৯৪-০১৭৬-৩ তাং ২৩.১২.১৯৯৪ এবং উনার ত্যাক্ত/প্রাপ্য ফেমিলী পেনশন পেনশন।
স্বাতী সরকার দরখাস্তকারিনী পক্ষে
সুশোভন ঘোষ, আইনজীবি
জ্যোতির্ময় সরকার, সেরেস্তাদার
জেলা ডেলিগেট আদালত চুঁচুড়া, ৩.০৭.২৬

বিজ্ঞপ্তি

জেলা -হুগলীস্থিত, ডেলিগেট আদালত, চুঁচুড়া
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং - ৪৮ / ২০২৫

দরখাস্তকারী:- আশিষ কুমার সেনগুপ্ত, পিতা- স্বর্গীয় পুলিন বিহারী সেনগুপ্ত, নিবাস- ৭৫/এস.এন. মজুমদার রোড, কোঁচাটি, পোঃ- ত্রিবেনী, থানা-মগরা, জেলা-হুগলী, পঃবঃ।

এতদ্বারা **স্বর্গীয় সুভাষ চন্দ্র সেনগুপ্ত**, পিতা-স্বর্গীয় পুলিন বিহারী সেনগুপ্ত, নিবাস- ৭৫/এস.এন. মজুমদার রোড, কোঁচাটি, পোঃ- ত্রিবেনী, থানা-মগরা, জেলা-হুগলী, পঃবঃ এর স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, অত্র দরখাস্তকারী **স্বর্গীয় সুভাষ চন্দ্র সেনগুপ্ত** মহাশয়ের নিম্ন তপশীল বর্ণিত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সূত্রে পাইবার জন্য উপরোক্ত মোকর্দ্দমাটি দাখিল করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে স্বয়ং অথবা নিযুক্তীয় কোন উকিলবাবু মারফত আদালতে জানাইবেন। অন্যথায় মোকর্দ্দমাটি এক তরফা বিচার হইয়া নিষ্পত্তি হইবে । <u>তপশীল সম্পত্তি:</u> স্বর্গীয় **সুভাষ চন্দ্র সেনগুপ্ত** মহাশয়ের জি.টি.রোড মগরাস্থিত পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, মগরা ব্রাঞ্চ এর ০১৫৮০১০৩৮৬০৬৭ নং এ্যাকাউন্ট-এ ত্যক্ত ৭,৯৮,৩৫১.৭৫ (সাত লক্ষ আটানব্বই হাজার তিনশত একান্ন দশমিক পঁচাত্তর) টাকা তৎসহ সুদ অত্র তপশীলভুক্ত সম্পত্তি হইতেছে।
দরখাস্তকারীর পক্ষে
নবাব সোহেল (আইনজীবী)
জ্যোতির্ময় সরকার, সেরেস্তাদার
জেলা ডেলিগেট আদালত চুঁচুড়া, ২০.০৫.২৬

PUBLIC NOTICE

This is to bring to the notice of the general public that my client, **Smt. Nabanita Ghosh**, legally wedded wife of **Sri Partha Sarathi Ghosh** and daughter of **Late Gopal Chandra Guha**, residing at **148, Lake Town, Block - A, Police Station - Lake Town, District North 24 Parganas, PIN - 700089**, shall in no way be responsible or liable for any loan, advance, borrowing, or any other financial liability incurred or to be incurred by her husband, **Sri Partha Sarathi Ghosh**, son of **Late Pranab Ghosh**, residing at **84/3, Beltala Road, Kalighat, Kolkata - 700026**, from any member of the public, individual, bank, financial institution, or any other lending or financing entity.

Any person or entity dealing with or extending any loan, advance, credit facility, or entering into any financial transaction with the said **Sri Partha Sarathi Ghosh** shall do so entirely at his, her, or its own risk and peril, and **Smt. Nabanita Ghosh** shall not be liable or accountable in any manner whatsoever for any such transaction or obligation.

This notice is published solely and strictly on the express instructions of my client and without prejudice to the rights and contentions of the parties. The undersigned Advocate acts only in a professional capacity for the purpose of publication of this notice and neither verifies nor certifies the correctness, accuracy, or completeness of the facts stated herein. The Advocate expressly disclaims any personal responsibility or liability whatsoever arising out of or in connection with the contents of this notice or any reliance placed thereon by any person or entity.

Sd/-
Advocate Shubham Bothra
7, Chittaranjan Avenue, (Laha Paint House), Room No. 329,
Kolkata - 700072
Email Id: shubhambothra@outlook.com
Dated this 29th day of July, 2026
Place: Kolkata

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রী রাজেশ রঞ্জন দে**, পিতা ৺রতীশ রঞ্জন দে, সাকিম ৪৩৫/১ আর.কে. ব্যানার্জ্জী স্ট্রীট, মানকুন্ডু, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১৩৯, হাল সাকিম ড্রীম রেসিডেন্সী, ম্যানর সালুয়া, ফ্ল্যাট নং ৬, সি ব্লক, অ্যাজিওর রাজারহাট, গোপালপুর, এয়ারপোর্ট, উঃ ২৪পরগণা-৭০০১৩৬, মহাশয় বিগত ইং ১৮/০৪/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-01360/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **১)শ্রী নিরঞ্জন স্বর্ণকার**, পিতা ৺অনন্ত স্বর্ণকার, সাকিম দিনেমারডাঙ্গা, গোন্দলপাড়া, চন্দননগর, হুগলী-৭১২১৩৭ ও **২)শ্রী আশিষ কুমার রায়**, পিতা ৺সদাশীব রায়, সাকিম ১৯৪, তারকেশ্বরপল্লী, এ্যাঙ্গাস, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২১, মহাশয়দ্বয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেলদ্বয় <u>তপশীল</u>- জেলা হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বর, মৌজা মানকুন্ডু, ৯ নং জে.এল ভুক্ত, আর.এস. ১৭৬ নং তথা হাল এল.আর. ৭০২১ নং খতিয়ানভুক্ত সম্পত্তি হইতে, ক্রেতা **শ্রীমতী সুমিতা সাহা**, স্বামী শ্রী দিলীপ কুমার সাহা, পিতা খগেন্দ্রনাথ সাহা, সাকিম আর.কে. ব্যানার্জ্জী স্ট্রীট, বাবুর বাজার, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৫, মহাশয়াকে বিগত ইং ১০/০৭/২০২৬ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১)I-11538/ 2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ক)আর.এস. ২১৭৫ তথা হাল এল.আর. ১৯৭৫ নং দাগে বাগান বর্তমানে বাস্তু জমি ষোল আনায় ৩ কাঠা ১০ ছটাক সম্পত্তি এবং খ)আর.এস. ২১৭৬ তথা হাল এল.আর. ১৯৭৬ নং দাগে ডোবা জমি ১ কাঠা সম্পত্তি, একুনে দুইটি দাগের মোট ৪ কাঠা ১০ ছটাক সম্পত্তি এবং ২)I-11539/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ক)আর.এস. ২১৭৫ তথা হাল এল.আর. ১৯৭৫ নং দাগে বাগান বর্তমানে বাস্তু জমি ষোল আনায় ১ কাঠা ০৮ ছটাক সম্পত্তি সম্পত্তি, একুনে উক্ত দুইটি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী সুমিতা সাহা**, স্বামী শ্রী দিলীপ কুমার সাহা, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর-খলিসানী এট্ মানকুন্ডু ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),
চন্দননগর আদালত, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

<u>উত্তর ২৪ পরগনা</u>

<u>অ্যাড কানেক্সন</u>
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

<u>এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র</u>
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

<u>হুগলি</u>

<u>মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,</u>
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

<u>জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,</u>
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

<u>নদিয়া</u>

<u>টাইপ কর্ণার,</u>
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

<u>রাজ টেলিকম,</u>
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

<u>সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,</u>
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

<u>অবসর,</u>
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

<u>সবিতা কমিউনিকেশন,</u>
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

<u>পূর্ব মেদিনীপুর</u>

<u>আইনক্স অ্যাড এজেন্সি</u>
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

<u>শ্যাম কমিউনিকেশন,</u>
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

পুরুলিয়ায় ট্রাকের গোপন খোপ থেকে উদ্ধার বিপুল মাদক, আটক সাত

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: ওড়িশা থেকে আসানসোল হয়ে মাদক পাচারের বড়সড় চক্রের সন্ধান মিলেছে পুরুলিয়ায়। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে একটি ট্রাক থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করল কলকাতা পুলিশ। এই মাদক পাচারের অভিযোগে ট্রাকটির সঙ্গে থাকা দু'টি এসকর্ট গাড়ি-সহ মোট সাত জনকে আটক করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরুলিয়া মফস্বলথানার অধীনেবেলকুড়ি টোলপ্লাজারকাছে ১৮ নম্বরজাতীয়সড়কেট্রাকটি আটককরা হয় ঘটনায়তল্লাশিরসময় চালকের আসনের পিছনে বিশেষ ভাবে তৈরি একটি গোপন খোপের হদিস মেলে। সেই খোপের ভিতর থেকেই উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ গাঁজা। ওড়িশা থেকে আসানসোলের দিকে যাওয়ার পথে ট্রাকটির সঙ্গে থাকা দু'টি এসকর্ট গাড়িও আটক করেন তদন্তকারীরা। এই ঘটনাটি ঘিরে মাদক পাচার চক্রের সঙ্গে আরও কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় এই অভিযানের কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলির প্রশংসা করেন। তিনি লেখেন, 'আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলির দ্রুত, সমন্বিত এবং দৃঢ় পদক্ষেপকে আমি সাধুবাদ জানাই।' মাদক পাচারের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অবৈধ মাদক পাচার এবং যুবসমাজ ও সমাজের নিরাপত্তা ও সুস্থতার জন্য হুমকি তৈরি করে এমন যে কোনও বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জিরো টলারেন্স নীতি বজায় রাখে।'

এছাড়াও পুলিশকর্মীদের প্রশংসা করে তিনি আরও লেখেন, 'তাঁদের নিরলস নজরদারি এবং নিষ্ঠার জন্য আমি পুলিশকর্মীদের অভিনন্দন জানাই। অপরাধী চক্রগুলিকে কঠোর হাতে নির্মূল করার কাজ আমরা চালিয়ে যাব।' পুরুলিয়ার এই অভিযানকে তাই শুধু মাদক উদ্ধারের ঘটনা হিসেবে দেখছে না পুলিশ। ট্রাকের সঙ্গে একাধিক এসকর্ট গাড়ি থাকার বিষয়টি সামনে আসায় এর পিছনে সংগঠিত আন্তঃরাজ্য মাদক পাচার চক্রের যোগ রয়েছে কি না, তা নিয়েও তদন্ত শুরু হয়েছে।

আজ মহামিলন মঠে গুরুপূর্ণিমা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণেশ্বরের নিকট মহামিলন মঠে মহাসাধক শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের উদ্দেশ্যে গুরুপূর্ণিমার আয়োজন করা হয়েছে। এই উপলক্ষে সকাল থেকে গুরুগীতা পাঠ, প্রার্থনা, ধর্মসভা, অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়: সর্বশ্রী বিঠঠল মহারাজ রামানুজ মহারাজ কর্তৃক দীক্ষাদান, মধ্যাহ্নে প্রসাদ বিতরণ, বিকেলে ঠাকুরের জীবন নিয়ে আলোচনা, সন্ধে লীলা কীর্তন এবং গুরুপূর্ণিমার দিন থেকে চাতুর্মাস মহাযজ্ঞ শুরু হয়েছে।

রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজন লাল শর্মার বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বোসের।

পরিবহণের হাল-হকিকত বদলাতে মাঠে অর্জুন সিং

বিপ্লব চক্রবর্তী ● কলকাতা

রাজ্যের পরিবহণ ব্যবস্থার দীর্ঘদিনের নানা সমস্যা দূর করতে সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছেন পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং। যাত্রীদের অভিযোগ, যানজট, অপর্যাপ্ত বাস পরিষেবা, রাস্তার বেহাল অবস্থা এবং ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ত্রুটি নিয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে ইতিমধ্যেই বৈঠক করে দ্রুত সমাধানের নির্দেশ দিয়েছেন বলে খবর। এছাড়া আরও একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিতে চলেছেন তিনি।

সম্প্রতি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও বাসস্ট্যান্ড পরিদর্শন করে অর্জুন সিং সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। যাত্রী, চালক ও পরিবহণ কর্মীদের কাছ থেকে সরাসরি সমস্যার কথা শুনে তিনি জানান, মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াতকে আরও নিরাপদ, সহজ এবং সময়োপযোগী করে তোলাই তাঁর লক্ষ্য। তিনি বলেন, পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রশাসন, পুলিশ এবং পরিবহণ দপ্তরের সমন্বিত উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরি। সাধারণ মানুষের একাংশ এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলির সমাধানে জনপ্রতিনিধির সরাসরি হস্তক্ষেপ ইতিবাচক বার্তা দিচ্ছে। তবে অনেকেরই আশা, শুধু আশ্বাস নয়, দ্রুত বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া হবে যাতে সাধারণ মানুষ তার সুফল পান প্রশাসনের পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে, প্রাপ্ত অভিযোগগুলির ভিত্তিতে ধাপে ধাপে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আগামী দিনে পরিবহণ পরিষেবার মানোন্নয়ন, যানজট নিয়ন্ত্রণ এবং যাত্রীসুরক্ষার বিষয়গুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে সূত্রের খবর।

অপপ্রচারের বিরুদ্ধে মুখ খুলল দেশপ্রিয় পার্ক দুর্গোৎসব কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেশপ্রিয় পার্কের বালিগঞ্জ সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি তাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ও অপপ্রচারের জবাব দিতে সাংবাদিক বৈঠক করল। প্রায় ১০ বছরের পুরনো এই পুজো কমিটির দাবি, কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি ক্লাবের সম্পত্তি ও প্রশাসনিক কাজ নিয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়াচ্ছেন। সমিতির সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর সেন জানান, ২০২১ সালে কলকাতা পুরসভার দেওয়া নতুন ভবন থেকেই নিয়ম মেনে সমস্ত কাজকর্ম চলছে এবং প্রয়োজনীয় খাজনা ও সরকারি ফিও দেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, যাঁকে ঘিরে বিতর্ক তৈরি করা হচ্ছে, তাঁকে ২০১০ সালেই আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে সমিতি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৯ জুলাই ২০২৬, ১২ শ্রাবণ ১৪৩৩, বুধবার

নিট আন্দোলনকারীদের মামলা প্রত্যাহারের পথে বাংলা

প্রকৃত পড়ুয়াদের মুক্তির উদ্যোগ সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিট-প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদে আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলা প্রত্যাহারের পথে হাঁটতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। বিহার ও অসমের পর এ বার বাংলাতেও আন্দোলনে গ্রেপ্তার হওয়া প্রকৃত ছাত্রছাত্রীদের মুক্তি দেওয়ার উদ্যোগ শুরু হয়েছে বলে সূত্রের খবর। যদিও ধর্মতলার ঘটনায় সাংবাদিকদের ওপর হামলার অভিযোগে যে মামলা হয়েছে, তা চলবে। ওই ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের দায়ের করা এফআইআর অনুযায়ী তদন্তও অব্যাহত থাকবে। তবে সংশ্লিষ্টদের আটক করে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না বলে জানা গিয়েছে। গত শুক্রবার কলকাতার ধর্মতলায় নিট-প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদে মিছিলকে ঘিরে ব্যাপক গোলমাল হয়।বিক্ষোভকারীদের একাংশের বিরুদ্ধে সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ ওঠে। ওই ঘটনায় সোমবার পর্যন্ত ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ।

যদিও এর আগে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেছিলেন, ধর্মতলার মিছিলে পরিকল্পিত ভাবে বাইরে থেকে কিছু লোককে এনে অশান্তি তৈরি করা হয়েছিল। পুলিশের তদন্তে এমন প্রায় ৭০ জনের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে বলে জানা যায়, যাঁদের সঙ্গে ছাত্র আন্দোলন বা সিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই বলে দাবি করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আন্দোলনকারী এবং অশান্তিতে জড়িতদের আলাদা করে দেখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্য প্রশাসন সূত্রের খবর, যারা প্রকৃত ছাত্র এবং নিট-প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদে আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলা

প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া শুরু হবে। এক্ষেত্রে বিহারে আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার এবং গ্রেফতার হওয়া বিক্ষোভকারীদের মুক্তির সিদ্ধান্তের পর অসম সরকারও একই ধরনের পদক্ষেপ করে। অসমে আন্দোলন ঘিরে দায়ের হওয়া পাঁচটি মামলায় গ্রেপ্তার ১৩ জনকে মুক্তি দেওয়ার কথা জানানো হয়। এরই মধ্যে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশি পদক্ষেপ নিয়ে 'ককরোচ জনতা পার্টি' বা সিজেপির তরফে কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল। ওই সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলা প্রত্যাহার এবং গ্রেপ্তারদের মুক্তি না-হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে সেই আন্দোলনের প্রেক্ষাপটও গুরুত্ব পেয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে ধর্মতলায় সাংবাদিকদের ওপর হামলার মতো গুরুতর অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া আলাদা ভাবে চলবে। যদিও এক্ষেত্রে রাজ্য প্রশাসনের অবস্থান খুবই স্পষ্ট, প্রকৃত আন্দোলনকারীদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো হলেও অশান্তি ও হামলার ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এনডিএর বৈঠকে এনসিপিআই সাংসদদের উপস্থিতি, তৃণমূলকে নিশানা শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশের উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে সামিল হতেই নতুন নতুন রাজনৈতিক শক্তি এনডিএর দিকে আসছে, মঙ্গলবার দিল্লিতে রাজ্যসভার অধিবেশনে এমনই দাবি করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। মঙ্গলবার এনডিএর বৈঠকে এনসিপি সাংসদদের উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে তাঁর বক্তব্যে উঠে এল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রসঙ্গও।

এদিন শমীক বলেন, দেশের মানুষ জানেন, নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত যে ভাবে উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে এগোচ্ছে, তা নজিরবিহীন। অনেকেই এই কর্মযজ্ঞের অংশ হতে চাইছেন। সেই কারণেই নতুন মানুষ এনডিএর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। এনসিপির সাংসদদের এনডিএর বৈঠকে উপস্থিতি নিয়ে রাজনৈতিক জল্পনার মধ্যেই বিজেপি নেতার এই মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। তাঁর আরও বক্তব্য, এই ধরনের রাজনৈতিক যোগসূত্রের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দলের অবস্থান এবং নেতৃত্বের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

পাশাপাশি এদিন তৃণমূলের প্রসঙ্গ টেনে শমীক বলেন, তাঁরা আগে তৃণমূলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তৃণমূলের নেতৃত্ব, কাজের পদ্ধতি এবং দেশের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা নিয়ে আজ তাঁদেরই অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে। তবে এনডিএর বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিসরে এই যোগসূত্রকে তিনি আলাদা ভাবে দেখছেন বলেও ইঙ্গিত দেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। তাঁর কথায়, এনডিএর পরিসরে তাঁরা কী করবেন, সেটিই এখন গুরুত্বপূর্ণ।

মঙ্গলবারে শমীকের বক্তব্যে স্পষ্ট, এনডিএর বৈঠকে নতুন রাজনৈতিক মুখের উপস্থিতিকে বিজেপি নেতৃত্ব শুধু সাংগঠনিক সম্প্রসারণ হিসেবে দেখছে না, এর মধ্যে আগামী দিনের রাজনৈতিক সমীকরণের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিশেষত তৃণমূলের সঙ্গে অতীতে যুক্ত থাকা কোনও জনপ্রতিনিধি এনডিএর মঞ্চে এলে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

স্পিকারের সঙ্গে বৈঠকে বিদ্রোহী সাংসদের সদস্যপদ বাতিলের দাবি অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নয়াদিল্লিতে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করে দলের ২০ জন বিদ্রোহী সাংসদের সদস্যপদ বাতিলের দাবি জানালেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার স্পিকারের সঙ্গে প্রায় ২০ মিনিট বৈঠকের পর দু'টি চিঠি জমা দেন তিনি। সেখানে বিদ্রোহী সাংসদদের বিরুদ্ধে করা আবেদনের দ্রুত নিষ্পত্তি এবং তাঁদের জন্য বরাদ্দ আসন প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়েছে। এই প্রসঙ্গে অভিষেকের বক্তব্য, সংবিধানের দশম তফসিল এবং দলত্যাগবিরোধী আইনের আওতায় ওই ২০ সাংসদের সদস্যপদ বাতিলের জন্য গত ১৯ জুন আবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু পাঁচ সপ্তাহের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও সেই আবেদনের ভিত্তিতে কোনও নোটিশ জারি হয়নি, শুনানির দিনও ঠিক হয়নি। এই বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি দ্রুত পদক্ষেপের আর্জি জানিয়েছেন।

এদিনের চিঠিতে অভিষেক বলেন, সদস্যপদ বাতিলের প্রক্রিয়া অকারণে দীর্ঘদিন ঝুলে থাকলে দলত্যাগবিরোধী আইনের সাংবিধানিক উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। এর ফলে এমন একটি অনিশ্চয়তা তৈরি হয়, যা সংবিধান এড়াতে চায়। পাশাপাশি, দলত্যাগবিরোধী আইনের সুরক্ষাও দুর্বল হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। তৃণমূলের প্রতীকে নির্বাচিত ওই ২০ সাংসদ নিজেদের 'ন্যাশনালিস্ট সিটিজেনস পার্টি অফ ইন্ডিয়া'র সঙ্গে যুক্ত করেছেন বলে দাবি অভিষেকের। তাঁর বক্তব্য, ওই সংগঠনটি স্বীকৃত রাজনৈতিক দল নয় এবং সংসদ বা কোনও রাজ্যের বিধানসভাতেও তাদের কোনও প্রতিনিধি নেই।

এ ছাড়াও লোকসভা সচিবালয়ের ১৮ জুলাইয়ের একটি সার্কুলার নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন অভিষেক। ওই সার্কুলারের মাধ্যমে তৃণমূলের ২৮ জন সাংসদের ডিভিশন ও আসন নম্বর বদল করা হয়েছিল বলে তাঁর অভিযোগ। অথচ একই দিনে জারি হওয়া অন্য একটি বিজ্ঞপ্তিতে তৃণমূলকে ২৮ জন সাংসদের একটি একক সংসদীয় দল হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং অভিষেককেই সেই দলের নেতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে অভিষেকের দাবি, ২০ সাংসদের সদস্যপদ বাতিলের বিষয়টি এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। তাই তাঁদের একতরফা অনুরোধের ভিত্তিতে আসন পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হয়নি। তিনি বলেন, এই সাংসদদের সদস্যপদ বাতিলের বিষয়টি এখনও বিচারাধীন। এনসিপিআইয়ের সঙ্গে তাঁদের কোনও আনুষ্ঠানিক সংযুক্তি বা একীভূত হওয়ার বিষয়ও হয়নি। এই পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র দলত্যাগী গোষ্ঠীর একতরফা অনুরোধে আমাদের সাংসদদের আসন ও ডিভিশন নম্বর বদলে দেওয়া সম্পূর্ণ অন্যায্য এবং প্রচলিত সংসদীয় রীতির বিরোধী।

কালীঘাট-তৃণমূল সূত্রে খবর, স্পিকারের কাছে দেওয়া দ্বিতীয় চিঠিতে ১৮ জুলাইয়ের সার্কুলার প্রত্যাহার করে আগে যে আসনগুলি তৃণমূলের ২৮ জন সাংসদের জন্য নির্ধারিত ছিল, সেগুলি ফেরানোর দাবি জানিয়েছেন অভিষেক।

আমতলায় অভিষেকের পার্টি অফিস ভাঙায় ৬ অগস্ট পর্যন্ত স্থগিতাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আমতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলীয় কার্যালয় ভেঙে ফেলা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে নয়া মোড়। মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত মামলায় রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) সুরজিৎ মিত্র আদালতে দাবি করেন, পাঁচতলা ওই ভবনের যে অংশটি ভাঙা হয়েছে, তা আবেদনকারী সংস্থার মালিকানাধীন নয়। ফলে মামলাকারীর প্রাপ্য অংশ অবিকৃতই রয়েছে। যদিও দু'পক্ষের সওয়াল-জবাব শেষে আগামী ৬ অগাস্ট পর্যন্ত ওই কার্যালয় ভাঙার কাজে স্থগিতাদেশ বজায় রাখারই নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট।এদিন শুনানির সময় রাজ্যের এজি জানান, আবেদনকারী সংস্থা 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস' মূলত ৫০৯ এবং ৫১২ দাগ নম্বরের জমির মালিক।কিন্তু অবৈধ নির্মাণের অভিযোগে প্রশাসন যে অংশটি ভেঙেছে, তা ৫০৭ দাগ নম্বরের অন্তর্গত। অর্থাৎ, মামলাকারীর জমিতে কোনো আঘাত আনা হয়নি। এই যুক্তিতে হাইকোর্টকে নির্দেশ প্রত্যাহার করার আবেদন জানান তিনি।

অন্যদিকে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী কিশোর দত্ত আদালতে পঞ্চায়েত আইনের প্রয়োগ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি অভিযোগ করেন, সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে ন্যূনতম কোনও সময় বা নোটিস না-দিয়েই 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস' সংস্থাকে এড়িয়ে ভেঙে ফেলা হয়েছে ভবনটি। পঞ্চায়েতের নির্দিষ্ট নিয়মকানুন কোনও ভাবেই মেনে চলা হয়নি। উভয় পক্ষের জোরালো যুক্তি শোনার পর বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ আগামী ৬ অগাস্ট পর্যন্ত স্থিতাবস্থা বজায় রাখার সময়সীমা বাড়ান। সঙ্গে আদালতের তরফ থেকে এও জানানো হয়, ওই দিন দুপুর দুটোয় ফের মামলার শুনানি হবে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, সুশান্ত মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি জেলা পরিষদে অভিযোগ জানান, কোনও অনুমোদিত প্ল্যান বা নকশা ছাড়াই বেআইনিভাবে এই বিশাল পাঁচতলা ভবনটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। এদিকে স্থানীয় সূত্রের দাবি, আমতলায় একটি পুরনো বেকারির জায়গা গায়ের জোরে দখল করে কার্যালয়টি গড়ে তোলা হয়েছিল।

এদিকে রাজ্যে সরকারের নির্দেশে পুনরায় তদন্ত শুরু হলে, গত ৩০ জুন জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসে'র ডিরেক্টর তথা অভিষেকের বাবা অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে নোটিস পাঠানো হয়। ১৫ জুলাই সমস্ত কাগজপত্র সহ উভয় পক্ষকে ডেকে পাঠায় প্রশাসন। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে কেউ হাজিরা দেননি। আর এই হাজিরা এড়ানোর পর জেলা পরিষদ ভবনটি ভাঙার সিদ্ধান্ত নেয় এবং গত ১৮ জুলাই সকাল থেকে বুলডোজার নামিয়ে কাজ শুরু করে।

জমি মামলায় স্বস্তি বহাল অতীনের, রক্ষাকবচের মেয়াদ বাড়াল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: জমি সংক্রান্ত দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগে অভিযুক্ত কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষকে এখনই গ্রেপ্তার করতে পারবে না পুলিশ। মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্ট তাঁর অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচের মেয়াদ আরও বৃদ্ধি করল। মঙ্গলবার আদালতের তরফ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, আগামী ১৪ অগাস্ট পর্যন্ত অতীনের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনওরকম কঠোর পদক্ষেপ বা তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারবে না। মঙ্গলবার হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে এই মামলার শুনানিতে এই নির্দেশ দেওয়া হয়। আগামী ১০ অগাস্ট এই সংক্রান্ত মামলার পরবর্তী শুনানি ধার্য করা হয়েছে।

সম্প্রতি কাশীপুর-বেলগাছিয়ার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অতীন ঘোষের বিরুদ্ধে জমি সংক্রান্ত একাধিক অনিয়মের গুরুতর অভিযোগ সামনে আসে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্তে নামে বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ। পুলিশি তদন্তের সূত্রে বেশ কিছুদিন আগেই অতীনবাবু ও তাঁর কন্যা প্রিয়দর্শিনী ঘোষকে তলব করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। থানা থেকে বেরোনোর পরপরই পুলিশি গ্রেপ্তারি এড়াতে এবং সুরক্ষা পেতে তড়িঘড়ি আগাম জামিনের আবেদন জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন এই প্রবীণ তৃণমূল নেতা। আদালতে অতীন ঘোষের পক্ষে সওয়াল করছেন অভিজ্ঞ আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য।

আগের শুনানির মতোই এ দিনও শুনাপর্বে অতীনের প্রতিরক্ষায় আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কড়া। রাজ্য সরকারের আইনজীবী ও পুলিশি পদক্ষেপের ধরন নিয়ে কড়া পর্যবেক্ষণ প্রকাশ করেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। রাজ্যের আইনজীবীকে উদ্দেশ্য করে বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'মামলাকারীকে এখনই গ্রেপ্তার করবেন না। ইদানীং অনেক ঘটনাতেই দেখা যাচ্ছে, আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রক্ষাকবচের মেয়াদ শেষ হওয়া মাত্রই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তড়িঘড়ি গ্রেপ্তার করে নেওয়া হচ্ছে।' বিচারপতির এই উদ্বেগের প্রেক্ষিতে রাজ্যের আইনজীবী আদালতে নিশ্চিত করে জানান, পুলিশ সর্বদা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়। তবে মামলাটি যেহেতু বর্তমানে বিচারাধীন, তাই আপাতত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না। এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের স্পষ্ট অবস্থান জানিয়ে স্থানীয় থানা ও সংশ্লিষ্ট পুলিশ প্রশাসনকেও পুনর্নির্দেশ পাঠানো হবে বলে আদালতকে আশ্বস্ত করেছেন রাজ্যের আইনজীবী। আদালতের এই নির্দেশের ফলে আপাতত স্বস্তিতে কাশীপুর-বেলগাছিয়ার প্রাক্তন বিধায়ক।

আইনশৃঙ্খলা নিয়ে অভিযোগে ৫ অগস্ট লালবাজার অভিযানের ডাক কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, বিরোধী কর্মীদের ওপর হামলা এবং মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগ তুলে কলকাতায় লালবাজার অভিযানের ডাক দিল পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস। আগামী ৫ অগস্ট কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে থেকে মিছিল শুরু করে লালবাজারে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে দলের। সেখানে কলকাতা পুলিশ কমিশনারের কাছে নিজেদের দাবিপত্র তুলে দেওয়ার কথা জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার।

এই প্রসঙ্গে শুভঙ্কর সরকার বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রথমে থানা ঘেরাও করার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু রাজ্যের সামগ্রিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিবেচনা করে লালবাজার অভিযান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাই ৫ অগাস্ট দুপুর ১২টা থেকে ১টার মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে কংগ্রেস কর্মী-সমর্থক এবং গণতন্ত্রে বিশ্বাসী মানুষকে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানাচ্ছি।

গত ২১ জুলাই শহিদ মিনারে কংগ্রেসের শহিদ তর্পণ কর্মসূচিতে যোগ দিতে আসা দলীয় কর্মীদের বিভিন্ন জায়গায় বাধার মুখে পড়তে হয়েছিল বলে অভিযোগ করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। তাঁর দাবি, বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি সমর্থকেরা কংগ্রেস কর্মীদের ওপর হামলা ও মারধর করেছেন। খাবার এবং অন্যান্য সামগ্রীও ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এর ফলে বহু কর্মী আহত হন এবং কয়েক জনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। পুলিশ প্রশাসনকে বিষয়টি জানানো হলেও কার্যকর কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

এই লালবাজার অভিযানে একাধিক দাবি তোলা হবে বলে জানিয়েছেন শুভঙ্কর। তাঁর কথায়, এই কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি, বিরোধীদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া কথিত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং রাজনৈতিক হিংসার ঘটনায় প্রশাসনের নিরপেক্ষ ভূমিকার দাবি জানানো হবে। এ দিনের সাংবাদিক বৈঠকে সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলন এবং সাংবাদিকদের উপর হামলার ঘটনাও তুলে ধরেন তিনি। সাংবাদিকদের উপর হামলার নিন্দা করে শুভঙ্কর বলেন, ওই ঘটনায় কংগ্রেসের ছাত্র ও যুব সংগঠনের কর্মীরা জড়িত ছিলেন না। অথচ আন্দোলনে অংশ নেওয়া কংগ্রেস কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করা হয়েছে এবং তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

এ ছাড়াও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে ছাত্র আন্দোলনের প্রসঙ্গ টেনে রাহুল গান্ধীর ভূমিকার প্রশংসা করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। তাঁর দাবি, শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে দেশজুড়ে ছাত্রদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তাঁর ধারাবাহিক প্রতিবাদের ফলে ছাত্রদের সমস্যা জাতীয় স্তরে গুরুত্ব পায় এবং শেষ পর্যন্ত ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করেন।পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক চাপ বাড়াতেই এই কর্মসূচির সিদ্ধান্ত বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

সুদীপ-বিরোধী পোস্টারে কুণাল-তাপসের নাম

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার মধ্যাঞ্চলে তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে পড়া একটি পোস্টার ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। ওই পোস্টারে সুদীপকে নিশানা করে আপত্তিকর ভাষায় মন্তব্য করা হয়েছে। তার নীচে লেখা রয়েছে, 'প্রচারে তাপস রায় এবং কুণাল ঘোষ'। এই লেখাকে কেন্দ্র করেই প্রশ্ন উঠেছে, বিজেপির বিধায়ক ও মন্ত্রী তাপস রায় এবং তৃণমূলের বিধায়ক কুণাল ঘোষ কি সুদীপের বিরুদ্ধে একসঙ্গে প্রচারে নেমেছেন?যদিও পোস্টারে নাম থাকলেও, এই ঘটনায় নিজেদের কোনও যোগ নেই বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন দুই নেতাই।

এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী তাপস রায় বলেন, 'পোস্টারে যে তাপস রায়ের নাম রয়েছে, সেই ব্যক্তি আমি নই। এই বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। পোস্টারে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, তার সঙ্গে আমার কোনও সহমত নেই। আমার মনে হয়, এলাকার সাধারণ মানুষ বা তৃণমূলের কেউ এই কাজ করে থাকতে পারেন। হয়তো আমার নাম ব্যবহার করা হয়েছে। তাপস রায় নামে তো আরও অনেকে রয়েছেন। পোস্টারে তো মন্ত্রী তাপস রায় লেখা নেই।'

অপরদিকে একই সঙ্গে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে উত্তর কলকাতার মানুষের ক্ষোভ রয়েছে বলেও দাবি করেন তাপস। তাঁর কথায়, 'উত্তর কলকাতার সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ রয়েছে। তাঁকে তাঁরা অত্যন্ত অপছন্দ করেন।'অন্য দিকে, পোস্টারের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই বলে জানিয়েছেন কুণাল ঘোষও। তবে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ওঠা 'বেইমানি' বা অন্য অভিযোগ নিয়ে তাঁর আপত্তি নেই বলেই জানিয়েছেন তিনি। কুণালের বক্তব্য, 'পোস্টারে যে কুণাল ঘোষের কথা লেখা হয়েছে, সেই ব্যক্তি আমি নই। আমি বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি। তবে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বেইমানি বা যে অভিযোগগুলি রয়েছে, তা নিয়ে আমার কোনও দ্বিমত নেই। এই বিষয়টি কলকাতার সবাই জানে এবং আমিও অতীতে একাধিক বার তা বলেছি।'

তাপস রায়ের সঙ্গে যৌথ ভাবে পোস্টার দেওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিয়েছেন কুণাল। তিনি বলেন, 'কোন তাপস রায়ের কথা বলা হয়েছে, তা আমি জানি না। যদি মন্ত্রী তাপস রায়ের কথা বলা হয়ে থাকে, তা হলে তিনি অন্য দলের। আমরা কেন একসঙ্গে পোস্টার দিতে যাব? সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে আমাদের দু'জনের বক্তব্য এক হতে পারে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমরা একসঙ্গে পোস্টার লাগাব। এই পোস্টারের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।'

ফলে পোস্টারে দুই নেতার নাম থাকলেও তাঁদের দাবি, তাঁরা কেউই এই প্রচারের সঙ্গে যুক্ত নন। তবে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভের বিষয়টি দু'জনের বক্তব্যেই উঠে আসায় পোস্টার-কাণ্ড ঘিরে রাজনৈতিক জল্পনা আরও বাড়ল।

সম্পাদকীয়

অগ্নিগর্ভ মধ্যপ্রাচ্যে দিশেহারা পাক

মোবাইল ফোন আজ কার্যত এক অতি প্রয়োজনীয় পরিষেবায় পরিণত হয়েছে। দৈনন্দিন প্রায় সব কাজেই মোবাইল ফোন না হলে হবে না। মোবাইল ডেটা ছাড়াও এই মুহূর্তে অচল অনেক কাজই। কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও মোবাইল পরিষেবা নিয়ে হরেক অভিযোগ গ্রাহকদের। কখনও কথার মাঝে ফোন কেটে যাওয়া, তো কখনও ভিডিয়ো ডাউনলোড করতে গিয়ে বারবার থমকে যাওয়া বা বাফারিং। আপলোড করার ক্ষেত্রেও ওই একই রোগ। চড়া দামে কলটাইম এবং ডেটা প্যাকেজ কেনার পরও সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলির পরিষেবা সন্তুষ্ট করতে পারছে না গ্রাহকদের একাংশকে। এবার তাদের অভিযোগ অনেকটাই মেনে নিল টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া সংক্ষেপে ট্রাই। তারাই বলছে, হ্যাঁ সমস্যা আছে। বিশেষ করে বিএসএনএল-এর মতো সরকারি সংস্থাতেই এই সমস্যা নাকি সবচেয়ে বেশি। ভিআই, এয়ারটেল বা জিওতে তুলনামূলক ভাবে সমস্যা কিছুটা কম। বাস্তবে সংস্থাগুলির গুণমান কতটা উন্নত, তা যাচাই করতে আসরে নেমেছিল ট্রাই। সেখানেও ধরা পড়েছে পরিষেবায় একাধিক খামতির ছবি। বিভিন্ন কোম্পানির পরিষেবার মান যাচাইয়ে ট্রাই-এর তরফে প্রথমে দেখা হয় মোবাইল সিগন্যাল কার কতটা জোরালো। এয়ারটেলের ক্ষেত্রে ১৮ হাজার ১৮৬টি স্যাম্পল নেওয়া হয়। দেখা গিয়েছে ১ হাজার ৫১টি জায়গায় সিগন্যালের অবস্থা ভালো নয়। ভিআইয়ের ক্ষেত্রে ১৮ হাজার ১২২টি স্যাম্পেলে সেই সংখ্যা ১ হাজার ৮১৯। জিওর ক্ষেত্রে ১৮ হাজার ১৪৯টি স্যাম্পল পরীক্ষা করে দেখা যায় ১ হাজার ৪৭৪টি ক্ষেত্রে সিগন্যাল ভালো নয়। বিএসএনএলের স্যাম্পল সংখ্যা ছিল ১৬ হাজার ৩৩৮। ১০ হাজার ৩২৬টি ক্ষেত্রেই সিগন্যালের করুণ অবস্থা ধরা পড়েছে। বুঝুন অবস্থা। কিছু জায়গায় তো তারা কোনও কভারেজই দিতে পারেনি। মানছে ট্রাইও। কল ড্রপের দৌড়েও সবার শেষে বিএসএনএল। কেন্দ্রীয় সরকার একাধিক ক্ষেত্রে অনেক যুগান্তকারী কাজ করেছে, অনেক মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো সিদ্ধান্ত নিতে সিদ্ধহস্ত এই সরকার। ফলে। জনগণের এখন দাবি, দাম তো বাড়ছে প্যাকেজের, এবার তাহলে আরও একটু ভালো হোক পরিষেবা।

শব্দছক ২২৮

রবি দাস

১	২	■	৩	৪		■	৫
৬		৭	■		■	৮	
	■			৯			■
■	১০		১১			১২	
১৩		১৪		১৫			
■	১৬						১৭
১৮				১৯	২০		
		২১				২২	

পাশাপাশি: ১. খুড়ো ৩. নৈপুন্য ৬. কপট ৮. বাগান পরিচর্যাকারী ৯. আগ্রহ ১০. মশা ১২. ঋণ ১৩. ভাই ১৪. সম্বলহীন বাবা ১৬. মহান মনের ব্যক্তি ১৮. পুজার ধর্মকর্ম ১৯. কলসী ২১. ধর্মে যে অন্ধ ২২. উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে এক প্রকার গায়কী

ওপর-নিচ: ১. কচ্ছপ ২. ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন ৪. শক্তি ৫. ঢোল-বাজিয়ে ৭. লঙ্কার রাজা ৮. মন্দিরতা ১০. মনের সায় থাকা না-থাকা ১১. কাজে পটু ব্যক্তি ১৫. পিঠে ১৭. পরিধেয় বস্ত্র ১৮. সৃষ্টিকর্তা বিধাতা ২০. লতিয়ে চলা গাছ

সমাধান ২২৭ — পাশাপাশি: ১. অনুতাপ ৪. কানুন ৬. ভিন ৭. লাজুক ৮. কাশ ৯. বন ১০. নগর ১২. বাদলা ১৪. গণক ১৫. মকা ১৭. মান ১৮. পাকা ১৯. কায়িক ২০. লোভ ২১. ষড়জ ২২. লবনাক্ত
ওপর-নিচ: ১. অভিমান ২. নুন ৩. পলাশ ৪. কাক ৫. নয়ন ৮. কারণ ৯. বলাকা ১১. গগন ১৩. দমকা ১৬. ইষ্টভক্ত ১৭. মানুষ ১৮. পাকল ১৯. কাজ ২০. লোনা

আজকের দিন

- ১৯৫৪ — জে. আর. আর. টোলকিনের গ্রন্থ ' দ্য ফেলোশিপ অফ দ্য রিং' -এর প্রথম খণ্ড প্রকাশ।
- ১৯৫৮ — নাসার প্রতিষ্ঠা হয়।
- ১৯৮১ — প্রিন্স চার্লস এবং লেডি ডায়ানা স্পেন্সারের বিবাহ সম্পন্ন হয়।

জন্মদিন

১৯০৪ বিশিষ্ট শিল্পপতি জামশেদজি টাটার জন্মদিন।
১৯৫৩ বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী অনুপ জলোটার জন্মদিন।
১৯৫৯ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সঞ্জয় দত্তের জন্মদিন।

জেআরডি টাটা

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় সকলেই এখন মাস্টার, কেউ কেউ শিক্ষক !

স্বপনকুমার মণ্ডল

আজ গুরুপূর্ণিমা

শিক্ষকতার আরেক নাম মাস্টারি করা। অথচ শিক্ষকতা ব্রত, মাস্টারি পেশা। সেই ব্রতে থাকে সেবার আদর্শ, জীবন গড়ে তোলার পরশ । শিক্ষকের আদর্শই ছাত্রছাত্রীদের জীবনে চলার পথে পাথেয় হয়ে ওঠে । সেক্ষেত্রে আদর্শহীন ব্যক্তি কখনও শিক্ষক হতে পারে না। মাস্টারির পেশায় তার পরিচয় জরুরি নয় বলেই সেই পেশার সৌরভ অস্তমিত সূর্য । সেক্ষেত্রে প্রভুত্ব করা যত সহজ,শিক্ষা দেওয়া ততই কঠিন । দয়ায় শিক্ষা হয় না, করুণায় মানের পরিবর্তে অপমানই জেগে ওঠে। অথচ শিক্ষকের মহত্ত্বে দরদ জরুরি । সেই দরদে দয়া বা করুণা নয়, আবার সহানুভূতিও নয়, চাই সমানুভূতি। সেক্ষেত্রে মাস্টার বা প্রভু সাজা যত সহজ,শিক্ষক হওয়া ততই কঠিন । অন্যদিকে শিক্ষকের শিক্ষাদানে আত্মবিশ্বাস আবশ্যক । অথচ সেই আত্মবিশ্বাসে মাস্টারির প্রকট অস্তিত্বই ছাত্র-শিক্ষকের দূরত্ব বাড়িয়ে চলে,উত্তম আর অধমের বৈষম্য জেগে থাকে। শুধু তাই নয়, শিক্ষকের অস্তিত্বে শ্রদ্ধাসম্মানের চেয়েও তার বহুমুখী আত্মজাহির ছাত্রকে শুধু দূরে ঠেলে দেয় না, হীনমন্যতায় ভোগায় অবিরত । সেক্ষেত্রে শিক্ষকের বহুমুখী বিচিত্র সরব অস্তিত্ব ছাত্রদের সামনে থেকে সরে যায় । ছাত্রকে বশে আনার জন্য শিক্ষকের বিদ্যাবত্তাই শুধু নয়,আভিজাত্যের প্রকাশ থেকে ভয়ার্ত শাসকের ভাবমূর্তি গড়ে তোলার সক্রিয় প্রয়াস, কোনোটাই শিক্ষার্থীর মনকে আকৃষ্ট করে না,বরং সচেতন দূরত্ব গড়ে তোলে। শিক্ষাকে সহজ করার স্বার্থে শিক্ষকের সহজতা জরুরি, আন্তরিক নৈকট্য একান্ত কাম্য । সেখানে 'আমি শিক্ষক' যত বড় হয়,'আমার শিক্ষক' তত ছোট হতে থাকে । শিক্ষকের সহজতার অভাবেই শিক্ষা কঠিন হয়ে পড়ে । আবার তার সহজতায় শিক্ষাও সহজতর মনে হয় । সেখানে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের বড় অভাব, মাস্টারের ছড়াছড়ি । যেদিন থেকে বিদ্যাশিক্ষা অর্জনের বিষয় থেকে ভালো রেজাল্টের দিকে সক্রিয় হয়ে উঠেছে, সেদিন থেকে শিক্ষক হয়েছে পরীক্ষক,শিক্ষার্থী হয়েছে পরীক্ষার্থী। তাতে শিক্ষকের মান কমলেও মাস্টারের দাম বেড়েছে । তার মধ্যেও দু একজন শিক্ষকের আলোয় জীবনকে পড়ার সৌভাগ্য মেলে কারও কারও । এমনই একজন শিক্ষক রামপদ বিশ্বাস যিনি নিজের জীবন দিয়ে বেঁচে থাকার আর্টটি আমাদের শিখিয়েছিলেন ।

সত্যজিৎ রায়ের মৃত্যুশোকে অভিনেতা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রণামের লোকের অবশেষও না-থাকার কথা অসাধারণভাবে ব্যক্ত করেছিলেন । সত্যি, প্রণম্য ব্যক্তির বিরল প্রকৃতি অত্যন্ত সবুজ ও সজীব। বর্ষার সরবতায় তার চলন নয়, শরতের শিশিরের মতোই সে নীরবতায় মিলিয়ে যায়। অথচ সেই মিলন প্রক্রিয়ার কথাও আমাদের স্যার রামপদ বিশ্বাস কত সহজে তুলে ধরেছিলেন ক্লাসে । মালদার বামনগোলা ব্লকের মহেশপুর হাই স্কুল ছেড়ে ১৯৮৮-তে গাজোলের বাদনাগরা হাই স্কুলে ক্লাস এইটে ভর্তি হয়েছিলাম । সেখানে রামবাবুকে পেলাম বাংলার স্যার হিসেবে। তাঁর কাছেই বাংলা শেখার প্রথম পাঠ আমার। এতদিন বাংলা ছিল পড়া আর শোনার বিষয়। তাঁর কাছে পেলাম লেখার শিক্ষা। আসলে ছাত্রছাত্রীরা মাতৃভাষার সহজতায় বাংলা ভাষার গঠন নিয়ে সেভাবে ভাবিত না হওয়ায় তার ভাবকে ভাষায় রূপ দিতে গিয়ে প্রায়শই বার্থ হয়ে পড়ে। আর সেখানেই শিক্ষার্থীর নীরবতায় শিক্ষকের সরব প্রকৃতি সবুজ হয়ে ওঠে । বিষয়টি সম্পর্কে স্যার প্রথম থেকেই সচেতন ছিলেন । এজন্য তিনি ক্লাস নাইনে গিয়ে কী করে বাংলা বাক্য গঠন করে মনের ভাব প্রকাশ করতে হয়, তা আমাদের শেখাতেন । ভাবের বাহক হিসাবে ভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি আমাদের বারবার স্মরণ করাতেন। অযথা বড় বড় বাক্যে নয়, প্রয়োজনে ছোট ছোট বাক্যে মনের ভাব প্রকাশের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতেন তিনি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা অনেক জানা সত্ত্বেও তা ভাষায় তুলেধরতে ব্যর্থ হয়ে থাকে, স্যার গোড়াতেই সেবিষয়ে নিজে লিখে বারবার সচেতন করে তুলতেন ।

আমাদের ভাষা না শিখে সাহিত্যানুশীলন যে সফল হতে পারে না, সেই ব্যর্থতার ভিতেই তিনি আমাদের সাফল্যের সোপান তৈরি করতে চেয়েছিলেন। এজন্য তাঁর উদাহরণের মাধ্যমে কোনো দুর্বোধ্য বিষয়কে সহজবোধ্য করার প্রয়াস ছিল আমাদের কাছে বাড়তি প্রাপ্তি । পুকুরে একটি ঢিল ছুঁড়লে সেই ঢিলের আঘাতে উদ্ভুত ঢেউ কীভাবে ক্রমশ প্রসারিত হতে গিয়ে নিস্তেজ হয়ে হারিয়ে যায়, তার মধ্যে শিক্ষার পরিসরকে মেলেধরেছিলেন একদিন । শিক্ষায় স্বল্পতার গর্জনই সময়ান্তরে পরিণতিতে নৈঃশব্দতা বয়ে আনে। জীবনের ক্ষেত্রে তা আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। জীবনের বিস্তারের সরব পথটি সময়ান্তরে নীরবতার সোপানে অনন্তে বিলীন হয়ে যায়। রামবাবুও প্রকৃতির নিয়মেই সাতাত্তর বছর বয়সে (১৯৪০-২০১৭) ২০ ডিসেম্বর (২০১৭) দেহত্যাগ করে পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গিয়েছেন। অবশ্য জীবনের সফলতা বিলীনতায় নয়, মনে আর মানে বাঁচার সার্থকতায় তা ক্রমশ উৎকর্ষমুখর । স্যার আজীবন মনে আর মানে বাঁচতে চেয়েছিলেন । জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সেই ব্রতেই তিনি ছিলেন অবিচল। আমাদের অপিনিহিতি আর অভিশ্রুতি বোঝাতে গিয়ে বাঙ্গাল ভাষায় বলতেন, 'দেইখ্যা শুইন্যা চাইখ্যা খাইও, যত চায় রসনা'। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ ও শব্দময় জগতের আস্বাদনে তিনি অত্যন্ত সাবলীল ছিলেন ।শুধু তাই নয়, ছাত্রছাত্রীরাও যাতে পৃথিবীকে উপভোগ করতে পারে, সেদিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি নানাভাবে উঠে আসত। ব্যক্তিগত জীবনে যৌবনের রঙকে কখনও ফিকে হতে দেননি। বৃদ্ধত্বের জরা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি । বুকে পেসমেকার বসিয়েও তিনি স্বচ্ছন্দে বুক বাজিয়ে চলতে পারতেন । বোম্বাইবাসী মেয়েকে ফোনে অনায়াসেই রামবাবু বলে দিতে পারতেন, 'এত ফোন করার কী আছে, তুই ওখান থেকে কি কিছু করতে পারবি, অত চিন্তার কোনো কারণ নেই, ফোন রাখ।'

আসলে রামবাবু দারিদ্রের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে বড় হওয়ায় তাঁর জীবনবোধ বাস্তবের প্রস্তুর আকীর্ণ দুর্গম পথেই গড়ে উঠেছিল । জীবন-সংগ্রামের বিরূপ অভিজ্ঞতাই তাঁকে বাস্তবমুখী করে তুলেছিল। ছিন্নমূল জীবনে তিনি একক প্রয়াসে নিজেকে খুঁজে পেয়েছিলেন বলে তাঁর স্বাধীনচেতা প্রকৃতি যেমন সর্বদা সবুজ হয়ে ছিল, তেমনই তাঁকে অতৃপ্তিবোধে বিকারের রোগী হতে হয়নি। । দুটি ছেলে কর্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। অথচ রামবাবু আজীবন তাঁর বলরামপুরের স্বধাম ছেড়ে শহরে কোনো ছেলের আশ্রয় চলে যাননি। অন্যদিকে রাজনীতির প্রাঙ্গণেও তিনি ছিলেন আদর্শে অবিচল। 'বহুজন সমাজ পার্টি'র সঙ্গে বিজড়িত হলেও তিনি কোনোদিন কোনো ছাত্রকে এজন্য কিছুমাত্র বলেননি, বা প্রভাবিত করার চেষ্টাও করেননি। তাছাড়া শাসক দলে বা শক্তিশালী বিরোধী দলে সামিল হওয়ার সুবিধাবাদী রাজনীতিকে কোনোদিনই আমল দেননি তিনি। সর্বত্র তাঁর সংশপ্তক প্রকৃতি সজীব ছিল । তাঁর জীবন ছিল শিক্ষকতাময় । জন্মেছিলেন অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুর জেলার বালিয়াকান্দি থানার শশাপুরের এক দরিদ্র পরিবারে। ১৯৬১-তে নদীয়ার বেথুয়াডহরী জে.সি.এস উচ্চবিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাশের পর ১৯৬৫-তে কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে বি.এ পাশ করে শিক্ষাক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করলেও তাঁর শিক্ষানবিশি থেমে থাকেনি। প্রতিকূল আবহের মধ্যেও স্যার ১৯৭১-এ বি টি ও ১৯৮১-তে প্রাইভেটে বাংলায় এম এ পাশ করেন। বাদনাগরা হাই স্কুলে প্রায় প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে প্রায় চার দশক (১৯৬৮-২০০৫) শিক্ষকতা করেছেন। তাঁর স্বাধিকারবোধ ছিল অত্যন্ত প্রখর। একসময় সাহিত্যচর্চাতেও সক্রিয় হয়েছিলেন। অথচ তা যে তাঁর স্বক্ষেত্র ছিল না, তাও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। এজন্য কালবিলম্ব না করে তাতে ইতি টেনেছিলেন । জীবনের পড়ন্ত বেলায় এসে তাঁর পুরনো পাণ্ডুলিপি থেকে একটি উপন্যাস 'এবং কালক্রমেক্ষ্ম নামে ২০০৮-এর ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয় । তাঁর নির্দেশে আমাকেই তার ভূমিকা লিখতে হয়েছে । অন্যদিকে নিজে লিখতে না-পারা বইয়ের জন্য আমাকে আম্বেদকর রচনাবলির পুরো একটি সেট উপহার দিয়ে আম্বেদকরের একটি জীবনী লেখার নির্দেশ দিয়েছেন ।

সমাজের প্রান্তিক মানুষের প্রতি তাঁর দরদি মনের পরিচয় আমি নানা ভাবে লাভ করেছি। বাদনাগরা হাই স্কুলটি তফশিলী উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে । বন্ধুদের সঙ্গে করে স্যারের বাড়ি গেলে স্যারের দৃষ্টি অন্তর্দৃষ্টিতে সম্প্রসারিত হয়ে আমাদের অন্ত্রে গিয়ে পৌঁছাতো । আমাদের না খেয়ে আসতে দিতেন না। কথা বলতেন। গ্রামের আকাঁড়া ছেলেমেয়েদের প্রতি তাঁর যেমন ছিল দরদি হৃদয়, তেমনই ছিল শিক্ষাশোভন আন্তরিক মন ও মনন। এমনকি, কার সামনে কীভাবে কথা বলতে হয়, তাও তিনি সযত্নে শিখিয়ে দিতেন। জাতি-বর্ণ-ধর্ম নিয়ে কোনোরকম উচ্চবাচ্য নেই তাঁর শিক্ষাপ্রদানে । স্যারের বাড়ির নাম 'লালন নিবাস' দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। লালন ফকিরের মতো অসাম্প্রদায়িকতার তীব্র আবেদনক্ষন চরিত্র তো তাঁর আদর্শকেই প্রতিফলিত করে। অবশ্য পরে জেনেছি স্যারের পিতার নামেই নামকরণ। সেদিক থেকে সর্বার্থেই তিনি লালনের উত্তরসূরি ছিলেন। অন্যদিকে স্যার সবকিছু শূন্য করে চলে গিয়েছেন ঠিকই, আবার নিয়ে গেলেন আমার প্রণামের স্পর্শসুখও। করজোড়ে যে সে-সুখ মেলে না! পরোক্ষে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় কি সেকথাই স্মরণ করিয়ে দেননি ?

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-ধরূপ বিশ্ববিদ্যালয়

সংরক্ষণ কতদিন ? সমতার সন্ধানে ভারতের এক কঠিন আত্মসমীক্ষা

উজ্জ্বল কুমার দত্ত

ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায় মানুষের সংগ্রামের কাহিনি বহন করে। কোথাও বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। কোথাও দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই। কোথাও আবার মানুষের হাতে মানুষের অবমাননার দীর্ঘ ছায়া। সেই ছায়ার অন্যতম উৎস জাতিভেদ। জন্মের মুহূর্তেই মানুষের ভাগ্য নির্ধারণের এই নির্মম সামাজিক ব্যবস্থা লক্ষ-লক্ষ মানুষকে শতাব্দীর পর শতাব্দী শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছে। সম্পদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। সামাজিক মর্যাদার পরিসর সংকুচিত করেছে। স্বাধীনতার পর ভারতীয় রাষ্ট্র সেই ইতিহাসের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল গভীর দায়িত্ববোধ নিয়ে। সংবিধান প্রণেতাদের উপলব্ধি ছিল সুস্পষ্ট। কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা যথেষ্ট নয়। সামাজিক স্বাধীনতার পথও সমানভাবে উন্মুক্ত হওয়া আবশ্যক। সেই উপলব্ধি থেকেই সংরক্ষণ ব্যবস্থার সূচনা। উদ্দেশ্য ছিল অবহেলিত মানুষের আত্মমর্যাদা পুনর্গঠন। সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা। রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে অংশগ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করা। স্বাধীনতার প্রায় আট দশক পরে সেই ব্যবস্থাকে ঘিরে একটি প্রশ্ন আবারও জাতীয় আলোচনার কেন্দ্রে। সংরক্ষণ কতদিন? এই প্রশ্নের উত্তর আবেগে মিলবে না। প্রয়োজন ইতিহাসের নিরপেক্ষ পাঠ। সমাজবাস্তবতার গভীর বিশ্লেষণ। সংবিধানের মূল চেতনার প্রতি আন্তরিক দৃষ্টি।

ভারতের সংবিধান প্রতিটি নাগরিকের সমান মর্যাদা ও সমান সুযোগের আদর্শকে ধারণ করেছে। একই সঙ্গে সংবিধান স্বীকার করেছে দীর্ঘ সামাজিক বৈষম্যের বাস্তব অস্তিত্ব। সেই কারণেই তফসিলি জাতি ও তফসিলি জনজাতির জন্য বিশেষ সাংবিধানিক ব্যবস্থা গৃহীত হয়। মূল ভাবনা ছিল একটি সীমিত সময়ের মধ্যে সুযোগের ভারসাম্য সৃষ্টি করা। সংবিধান প্রণেতাদের আশা ছিল শিক্ষার প্রসার, অর্থনৈতিক উন্নয়ন,সামাজিক সংস্কার এবং রাষ্ট্রের সক্রিয় উদ্যোগ মিলিয়ে এমন এক পরিবেশ গড়ে তোলা যেখানে জন্মপরিচয় মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের একমাত্র মানদণ্ড হয়ে থাকবে না। সময়ের প্রবাহ অবশ্য ভিন্ন বাস্তবতার সাক্ষী। সাংবিধানিক সংশোধনের মাধ্যমে সেই ব্যবস্থার সময়সীমা একাধিকবার সম্প্রসারিত হয়েছে। ফলে আজকের বিতর্ক কেবল সংরক্ষণকে ঘিরে সীমাবদ্ধ নয়। আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে রাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক নীতির কার্যকারিতাও।

সংরক্ষণের ইতিবাচক প্রভাব অস্বীকারের সুযোগ সীমিত। স্বাধীনতার প্রথম কয়েক দশকে যে পরিবার বিদ্যালয়ের দরজায় পৌঁছানোর স্বপ্নও দেখতে পারত না সেই পরিবারের সন্তান আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, প্রশাসনিক আধিকারিক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী,বিচারপতি, গবেষক,সংসদ সদস্য। এই পরিবর্তন কেবল ব্যক্তিগত সাফল্যের গল্প নয়। ভারতীয় গণতন্ত্রের পরিণত হওয়ারও একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত। প্রতিনিধিত্বের পরিসর সম্প্রসারিত হলে রাষ্ট্রের প্রতি মানুষের আস্থাও দৃঢ় হয়। বহু প্রান্তিক জনগোষ্ঠী প্রথমবারের মতো উপলব্ধি করেছে যে, রাষ্ট্র তাদেরও।

তবু প্রতিটি নীতির মতো সংরক্ষণও প্রশ্নের ঊর্ধ্বে অবস্থান করে না। দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর একটি স্বাভাবিক আত্মসমীক্ষা প্রত্যাশিত। বর্তমান ব্যবস্থার সুফল সমাজের প্রতিটি সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কাছে সমানভাবে পৌঁছাচ্ছে কি? বহু গবেষণায় ইঙ্গিত মিলেছে অপেক্ষাকৃত সচেতন এবং অর্থনৈতিকভাবে উন্নত অংশের মধ্যেই সুযোগের পুনরাবৃত্তি অধিক দৃশ্যমান। অন্যদিকে প্রত্যন্ত অঞ্চলের বহু দরিদ্র পরিবার আজও শিক্ষার প্রাথমিক সুযোগ থেকে দূরে অবস্থান করছে। ফলে একটি মৌলিক প্রশ্ন সামনে আসে বারবার। নীতির উপকারভোগী কারা? প্রকৃত প্রান্তিক মানুষ কতখানি সেই সুবিধার অংশীদার? রাষ্ট্রের দায়িত্ব এই প্রশ্নের নিরপেক্ষ উত্তর অনুসন্ধান করা।

সংরক্ষণকে ঘিরে আরেকটি বিতর্ক রাজনৈতিক পরিসরে ক্রমশ বিস্তৃত হয়েছে। নির্বাচনের প্রাক্কালে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নতুন প্রতিশ্রুতি ঘোষণার প্রবণতা বিষয়টিকে আরও জটিল করে তুলেছে। সামাজিক ন্যায়ের মতো সংবেদনশীল প্রশ্ন যখন ভোটের অঙ্কের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে তখন যুক্তির পরিবর্তে আবেগ প্রাধান্য পায়। দীর্ঘমেয়াদি সংস্কারের পরিবর্তে তাৎক্ষণিক জনপ্রিয়তার আকর্ষণ প্রবল হয়ে ওঠে। এর ফল সমাজের সামগ্রিক সুস্থতার পক্ষে খুব আশাব্যঞ্জক বলা যায় না। রাষ্ট্রের প্রতিটি নীতি নিয়মিত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে এগোয়। সংরক্ষণও সেই স্বচ্ছ মূল্যায়নের আওতায় আসা সমীচীন।

সমাজবিজ্ঞানীদের একাংশ মনে করেন যে ,সংরক্ষণকে ঘিরে বর্তমান বিতর্কের কেন্দ্রে আসলে দুটি ভিন্ন বাস্তবতা অবস্থান করছে। একটি বাস্তবতা ইতিহাসের। অন্যটি বর্তমানের। ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেয় দীর্ঘ সামাজিক বঞ্চনার কথা। বর্তমান জানতে চায় সেই বঞ্চনা দূরীকরণের পথে কতখানি অগ্রগতি ঘটেছে। এই দুই প্রশ্নের উত্তর একই সূত্রে মিলবে এমন প্রত্যাশা যুক্তিসঙ্গত নয়। সেই কারণেই সংরক্ষণ প্রসঙ্গে পরিমিতিবোধ সর্বাধিক প্রয়োজন। একদিকে ঐতিহাসিক অন্যায়ের প্রতি সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি। অন্যদিকে বর্তমান সমাজের পরিবর্তিত বাস্তবতার নিরপেক্ষ মূল্যায়ন। এই দুইয়ের সমন্বয়েই সুস্থ নীতিনির্ধারণ সম্ভব।

আরও একটি প্রশ্ন আজ গভীরভাবে আলোচিত হচ্ছে। সংরক্ষণ কি সমাজকে ক্রমাগত জাতিগত পরিচয়ের পরিসরে আবদ্ধ করে রাখছে? স্বাধীনতার স্বপ্ন ছিল এমন এক ভারত যেখানে মানুষের পরিচয়ের প্রধান ভিত্তি হয়ে উঠবে জ্ঞান, কর্ম, সততা, সৃজনশীলতা। অথচ বাস্তবের রাজনৈতিক অভিধানে জাতিগত পরিচয় আজও এক শক্তিশালী উপাদান। এই প্রবণতা সামাজিক সম্প্রীতির পক্ষে উদ্বেগের কারণ। কারণ জাতীয় সংহতির ভিত গড়ে ওঠে পারস্পরিক আস্থার ওপর। বিভাজনের রেখা দীর্ঘতর হলে সেই ভিতও দুর্বল হয়ে পড়ে।

বিশ্বের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রও ঐতিহাসিক বৈষম্যের প্রতিকারস্বরূপ ভিন্ন-ভিন্ন পথ অনুসরণ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইতিবাচক পদক্ষেপের নীতি দীর্ঘদিন শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা বর্ণবৈষম্যের বিভীষিকা অতিক্রম করে অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়াস নিয়েছে। ব্রাজিল উচ্চশিক্ষায় পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি করেছে। প্রতিটি দেশের অভিজ্ঞতা একটি অভিন্ন সত্যের দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সামাজিক বৈষম্যের প্রতিকার অপরিহার্য। সেই প্রতিকারের পদ্ধতিও নিয়মিত পর্যালোচনার দাবি রাখে। সমাজ পরিবর্তিত হয়। অর্থনীতি পরিবর্তিত হয়। শিক্ষার বিস্তার ঘটে। রাষ্ট্রের নীতিও সেই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিকশিত হওয়াই কাম্য।

স্বামী বিবেকানন্দ বহু আগেই বলেছিলেন সমাজের উন্নতির পথ অবহেলিত মানুষকে জ্ঞান ও শিক্ষার শক্তিতে সমৃদ্ধ করে তোলার মধ্যেই নিহিত। মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে জাতীয় মুক্তির অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছিলেন। ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকর শিক্ষা এবং সাংবিধানিক অধিকারের মধ্যেই মুক্তির স্থায়ী ভিত্তি নির্মাণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মানুষের পরিচয়কে মানবতার বৃহত্তর পরিসরে প্রতিষ্ঠা করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। চারটি চিন্তাধারার অন্তর্নিহিত সুর এক বিস্ময়কর ঐক্যের পরিচয় বহন করে। মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি শিক্ষা, আত্মবিশ্বাস, সাংস্কৃতিক বিকাশ,সামাজিক সম্মান এবং সমান সুযোগ।

বর্তমান সময়ে সেই উপলব্ধিকেই নতুনভাবে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। কেবল সরকারি চাকরির কয়েকটি পদ কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কিছু আসন কোনো সমাজের সামগ্রিক মুক্তির নিশ্চয়তা বহন করে না। প্রকৃত পরিবর্তনের সূচনা ঘটে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে, গ্রামের পাঠাগারে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে , দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণকেন্দ্রে,নারীর শিক্ষার বিস্তারে,শিশুর পুষ্টি নিশ্চিতকরণে এবং কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত উন্মোচনে। এই বৃহত্তর সামাজিক বিনিয়োগই বৈষম্যের শিকড়কে দুর্বল করে। সংরক্ষণ সেই অভিযাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। সমগ্র সমাধান তার চেয়েও বিস্তৃত।

রাষ্ট্রের পক্ষে তাই একটি নিরপেক্ষ মূল্যায়ন কাঠামো গড়ে তোলা সময়ের দাবি। নির্দিষ্ট সময় অন্তর স্বাধীন বিশেষজ্ঞ কমিশনের মাধ্যমে পর্যালোচনা হতে পারে। প্রকৃত সুবিধাবঞ্চিত মানুষের অবস্থার পরিবর্তন কতখানি ঘটেছে তার তথ্য প্রকাশ্যে উপস্থাপিত হতে পারে। অঞ্চলভিত্তিক বৈষম্য,শিক্ষার মান, অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও সামাজিক বর্জনের বাস্তব চিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণ অধিক ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারে। তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে। আবেগনির্ভর সিদ্ধান্ত বিভ্রান্তির অবকাশ সৃষ্টি করে।

সংরক্ষণ কতদিন চলবে সেই প্রশ্নের উত্তর কোনো নির্দিষ্ট বর্ষপঞ্জিতে লুকিয়ে নেই। সেই উত্তর নিহিত রয়েছে ভারতীয় সমাজের বিবর্তনের ভেতরে। যেদিন দেশের প্রতিটি শিশুর কাছে বিদ্যালয়ের দরজা সমানভাবে উন্মুক্ত হবে। যেদিন জন্মপরিচয়ের পরিবর্তে প্রতিভা এবং পরিশ্রম মানুষের প্রধান পরিচয় হয়ে উঠবে। যেদিন সামাজিক মর্যাদা বংশপরিচয়ের পরিবর্তে মানবিক মূল্যবোধে প্রতিষ্ঠিত হবে। সেদিন সংরক্ষণ তার ঐতিহাসিক কর্তব্য সফলভাবে সম্পন্ন করেছে বলেই বিবেচিত হবে। সেই প্রত্যাশার দিকেই ভারত এগিয়ে চলেছে। পথ এখনও দীর্ঘ। তবু ইতিহাসের প্রতিটি অগ্রযাত্রা একটি প্রশ্ন দিয়েই শুরু হয়। সেই প্রশ্নের সাহসী অনুসন্ধানই ভবিষ্যতের সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্বাস।

(মতামত ব্যক্তিগত)

কোট-আনকোট

সব পুরনিগম ও পুরসভায় গ্রিভান্স সেলের দায়িত্ব একজন করে নোডাল অফিসারকে দেওয়া হবে। শুধুমাত্র 'মুখোমুখি' কর্মসূচি করলেই হবে না, মানুষের সমস্যার কথা শুনে তা সমাধানও করতে হবে।

অগ্নিমিত্রা পাল, পুরমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বাংলাদেশি তকমা দিয়ে বাংলাদেশে পাঠানো হল স্বরূপনগরের বধূকে

হাইকোর্টের দ্বারস্থ পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, স্বরূপনগর: তথ্য যাচাই করা হল না, শুধুমাত্র সন্দেহের বশে বাংলাদেশি তকমা দিয়ে বাংলার গৃহবধূ সাইদা ফকির কে বাংলাদেশে পাঠালো বিজেপি শাসিত মুম্বই পুলিশ। প্রথমে হোল্ডিং সেন্টার, তারপর আসাম বর্ডার দিয়ে বাংলাদেশে পুশব্যাক করলো কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। স্বরাষ্ট্রের এহেন কাজে অগত্যা হাইকোর্টের দ্বারস্থ স্বরূপনগরের গৃহবধূর পরিবার। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ বধূর পরিবার ও মানবাধিকার কমিশন। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের স্বরূপনগর ব্লকের গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবিন্দপুর পূর্বপাড়া গ্রামের বাসিন্দা সাইদা ফকির। তার স্বামী জুম্মান ফকির। তারা দীর্ঘ ২০ বছর ধরে মুম্বইয়ে গাড়ি সাফাইয়ের কর্মী হিসেবে কাজ করতো। চলতি বছরের ১৯ জুলাই সেখানে সাইদা ফকির বাজার করতে যায়। অভিযোগ, সেই সময় নাকি মুম্বই পুলিশ তাকে আটক করে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর কোন তথ্য যাচাই না করেই পুলিশ মুম্বাইয়ের একটি হোল্ডিং সেন্টারে তিনদিন আটকে রাখে। তার স্বামী ও পরিবারের সদস্যরা পরে জানতে পারে তাকে আসাম সীমান্ত দিয়ে ২৩ জুলাই বাংলাদেশের সাতক্ষীরাতে পুশব্যাক করা হয়েছে। একটি মানবাধিকার সংগঠন তার উপযুক্ত নথিপত্র, তিনি যেখানে থাকেন সেই প্রমাণপত্র, প্যান কার্ড, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড-সহ একাধিক উপযুক্ত নথিপত্র নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। বাংলার ওই গৃহবধূ বাংলাদেশের সাতক্ষীরার একটি গ্রামে রয়েছেন। ইতিমধ্যে তার স্বামী, পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তারা বলছেন তিনি ভারতের বাসিন্দা। স্বরূপনগরের গৃহবধূ স্বামীর কর্মসূত্রে মুম্বাইতে থাকতো। তাকে বাংলাদেশি তকমা দিয়ে মুম্বাই পুলিশ প্রথম হোল্ডিং সেন্টারে রাখে তারপর তাকে আসাম সীমান্ত দিয়ে পুশব্যাক করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়। এই নিয়ে রীতিমতো সোচ্চার হয়েছে সাইদা ফকিরের পরিবার। তাদের দাবি সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, এখানকার বাসিন্দা হওয়া শর্তেও তার নথিপত্র যাচাই না করেই তাঁকে বাংলাদেশি সন্দেহ করে সীমান্ত দিয়ে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সহযোগিতায় পুশব্যাক করেছে মুম্বাই পুলিশ। তারা এই নিয়ে মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন, যাতে স্ত্রীকে আবার ফিরে পায়। আদালত থেকে শুরু করে একাধিক প্রশাসনিক দপ্তরে উপযুক্ত নথিপত্র নিয়ে হাজিরও দিচ্ছেন তারা। শাহিদা ফকিরের ছেলে সাইন ফকির ও বৌমা রূপালী কারিগর বলেন দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে মুম্বাইতে ছিল আমাদের মা। তাকে বাংলাদেশী তকমা দিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমারা মাকে ফেরত পেতে চাই। প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা করুক। ভারত সরকারের কাছে আমাদের অনুরোধ আমাদের মা কে সসম্মানে দেশে ফিরিয়ে আনা হোক।

ইসিএলের পরিত্যক্ত আবাসন থেকে দখলদারি হঠাতে বুলডোজার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোল উত্তর থানার অন্তর্গত ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড (ইসিএল)-এর শ্রীপুর-সাতগ্রাম এরিয়ার, গিরমিট ৪০ নম্বর ধাওড়ায় ইসিসিএলের পরিত্যক্ত আবাসন দখল করে বসবাসকারীদের সরিয়ে প্রায় ২০টি আবাসন বুলডোজারের সাহায্যে ভেঙে ফেলা হল। গত ২২ জুলাই সংশ্লিষ্ট এলাকায় অবৈধ দখল সরানোর জন্য ইসিএলের পক্ষ থেকে বাসিন্দাদের উঠে যাওয়ার জন্য লিফলেট বিতরণ করা হয়। মঙ্গলবার ইসিএল আধিকারিকদের তত্ত্বাবধানে, সিআইএসএফ এবং আসানসোল উত্তর থানার পুলিশকে নিয়ে উচ্ছেদ অভিযান করা হয়। ইসিএলের সার্ভে অফিসার বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আবাসনগুলি দীর্ঘদিন ধরে বিপদজনক অবস্থায় আছে। যেকোনো মুহূর্তে বিপদ ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই প্রথমে বাড়ি খালি করার জন্য লিফলেট বিলি করা হয়। পরে প্রশাসনের সহযোগিতায় এই আবাসনগুলি ভাঙার কাজ শুরু হল। আগামী দিনে এই বিপদজনক সব আবাসন ভেঙে ফেলা হবে।'

তরুণীকে গণধর্ষণ, গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: আবার তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ। এবার দত্তপুকুর থানা এলাকায়। অভিযোগ, নেশামুক্তি কেন্দ্রেই তরুণীকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিনের পর দিন গণধর্ষণের অভিযোগ। অভিযোগের ভিত্তিতে নেশামুক্তি কেন্দ্রের কর্ণধার গ্রেপ্তার। নেশামুক্তি কেন্দ্রে চিকিৎসার নামে ওই তরুণীকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে বারবার গণধর্ষণের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুর থানার দাড়িপুকুর এলাকায়। অভিযোগ, নেশার আসক্তি থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে পরিবারের সদস্যরা ওই তরুণীকে দাড়িপুকুরের একটি নেশামুক্তি কেন্দ্রে ভর্তি করেছিলেন। কিন্তু সেখানে চিকিৎসার বদলে কেন্দ্রের কর্ণধার সন্দীপন মজুমদার ও তাঁর সহযোগীরা তরুণীকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দীর্ঘদিন ধরে গণধর্ষণ করতো বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে ওই তরুণী দত্তপুকুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ সন্দীপন মজুমদারকে গ্রেপ্তার করে। সোমবার তাঁকে বারাসাত আদালতে তোলা হলে আদালত অভিযুক্তকে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয়। নির্যাতিতার আরও অভিযোগ, ওই নেশামুক্তি কেন্দ্রে থাকা একাধিক নারী ও পুরুষ আবাসিকের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার, মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করা হতো।পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্রকরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ছাত্রের মৃতদেহ নিয়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম: ভুল চিকিৎসায় দশম শ্রেণির ছাত্র মৈনাক দাসের মৃত্যুর ঘটনায় চিকিৎসক ডক্টর দেবস্মৃতি দেবনাথ-সহ হাসপাতালের নার্স ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গ্রেপ্তারের দাবিতে উত্তাল সিউড়ি শহর। সোমবার ছাত্রের দেহ ময়নাতদন্ত বর্ধমান থেকে হয়ে আসার পর তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হন আপামর জনসাধারণ। এরপর তার মৃতদেহ নিয়ে দোষী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে পথ অবরোধ করেন সাধারণ মানুষ। দশম শ্রেণির ছাত্র-মৈনাক দাসের দেহ নিয়ে প্রথমে মসজিদ মোড়ে ও পরে সিউড়ির বেণীমাধব মোরে পথ অবরোধ হয়। এক ঘণ্টারও বেশি পথ অবরোধ হওয়ায় ডিএসপি-র নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। পুলিশকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখান সাধারণ মানুষ। তাদের দাবি অবিলম্বে দোষী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করতে হবে বন্ধ করতে হবে নার্সিংহোম।

পাঁচ দফা দাবিতে ভাতার থানায় ডেপুটেশন বামেদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মঙ্গলবার বাম জেলা নেতা অশেষ কোনারের নেতৃত্বের পাঁচ দফা দাবিকে সামনে রেখে ভাতার থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়। পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার থানায় পাঁচ দফা দাবি নিয়ে বামেদের ডেপুটেশনে এদিন কয়েকশ বাম কর্মী সমর্থক সামিল হয়। তাদের মূল দাবি ছিল বাম নেতাকর্মীদের মিথ্যা মামলা দেওয়া হচ্ছে। অবিলম্বে সেই সমস্ত মামলা তুলে নিতে হবে। ভাতার থানা এলাকায় যে সমস্ত বামেদের দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর করেছে দুষ্কৃতীরা। তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। পুলিশকে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে। এই সমস্ত দাবি নিয়ে এদিন ডেপুটেশন দেওয়া হয় বামেদের পক্ষ থেকে। বামেদের ডেপুটেশনকে ঘিরে যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তাই থানার কিছু আগেই ব্যারিকেট করে বাম কর্মীদের আটকে দেয় পুলিশ। সেখানে বর্ধমান কাটোয়া রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বেশ কিছুক্ষণ বাম কর্মীরা। একটি প্রতিনিধি দল থানায় গিয়ে তাদের স্মারকলিপি পেশ করে। পুলিশ আশ্বস্ত করে যে এক সপ্তাহের মধ্যে তাদের বিষয়গুলি নিষ্পত্তি করে দেয়া হবে। পথ সভার বক্তব্য থেকে বারবার আক্রমণ করা হয় ভাতার বিধানসভার বিধায়ককে।

আদিবাসী দিবসে ঝাড়গ্রামে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: বিশ্ব আদিবাসী দিবস উদযাপন উপলক্ষে ৯ ই অগস্ট ঝাড়গ্রামে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আদিবাসী দিবসে রাজ্য সরকারের প্রশাসনিকস্তরের মূল অনুষ্ঠানটি হবে ঝাড়গ্রাম শহরের ঘোড়াধরা স্টেডিয়ামে। মুখ্যমন্ত্রী ওইদিন রাজ কলেজের সামনে তৈরি হেলিপ্যাডে নেমে অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। তাঁর এই ঝাড়গ্রাম সফরকে কেন্দ্র করে জেলা প্রশাসনের তরফে জোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। আদিবাসীদের বিভিন্ন সমিতি ও সামাজিক সংগঠনের নেতৃত্বদের নিয়ে ইতিমধ্যেই ঝাড়গ্রামের জেলাশাসকের দপ্তরে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক, মহকুমা শাসক, পুলিশ সুপার, মন্ত্রী রাজেশ মাহাতো, মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু, মন্ত্রী অমিয় কিসকু, বিধায়ক প্রণত টুডু ও লক্ষ্মীকান্ত সাউ।

SBI রিটেল অ্যাসেটস সেন্ট্রাল প্রসেসিং সেন্টার
বেহালা, জীবনতারা বিল্ডিং, ৪র্থ তল
২৩এ/৪৪এক্স, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৩

ভেহিকেল নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : অদিতি সরকার, মোবাইল নং : ৯৮৭৪৪ ১৭১৬৪ ই-মেইল : sbi.17899@sbi.co.in

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ৩১.০৭.২০২৬
নিলামের সময় : সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত প্রতিটি দরের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন বর্ধিতকরণ সহ।
পরিদর্শনের তারিখ : ৩০.০৭.২০২৬

এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদারদের (গণ) বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে দায়বদ্ধ/বন্ধক/চার্জ করা নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি। স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত কর্মকর্তা (সুরক্ষিত পাওনাদার) যেটির স্বত্ব দখল নিয়েছেন তা ৩১.০৭.২০২৬ তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেমন অবস্থায় আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ঋণগ্রহীতা এবং গাড়ির বিবরণ :

কৃষ্ণ শঙ্কর চৌবে, এ/সি নং ৪১৪৫০০২৮০২৯। সংরক্ষিত মূল্য : **৭,১৮,০০০.০০ টাকা (জিএসটি সহ),** বায়না জমা দাখিল (ইএমডি) : **৭১,৮০০.০০ টাকা** এবং বর্ধিত মূল্য **৫,০০০.০০ টাকা।**
গাড়ির বিস্তারিত : মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া লি/আর্টিগা জেডএক্সআই(ও) সিএনজি/পেট্রোল, রেজি নং : **WB 18AJ 2165**। রেজি তারিখ : **১৩.১২.২০২২,** চেসিস নং **MA3BNC62SNL550125,** ইঞ্জিন নং : **K15CN9127197,** নির্মাণ বর্ষ : **২০২২।**

বিক্রয় সংক্রান্ত বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য, অনুগ্রহ করে 'সিকিউরড ক্রেডিটর' (সুরক্ষিত ঋণদাতা) স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং এই নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা বিশেষ লিঙ্ক https://www.bankeauction.com অথবা support@bankeauction.com-এ দেখুন।

তারিখ : ২৯.০৭.২০২৬
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, আরএসিপিসি বেহালা

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060

RECRUITMENT/ENGAGEMENT NOTICE

Applications are invited by the Member Secretary, Institute Management committee of Govt. ITI Hooghly for engagement of purely Contractual/ Part-time Instructor for "Attendant Operator (Chemical Plant) & Maintenance Mechanic (Chemical Plant). Required Qualification: 03 years Diploma in Chemical Technology/ Engineering from AICTE/ recognized board of technical education. Experience, preferable Remuneration: Maximum Rs. 17,000 per month @ Rs. 240/hour, Age Limitation: Below 62 Years as on 01.01.2026, Eligible Male/Female candidates should submit their application physically with their latest resume at Govt. ITI Hooghly, Sahaganj, Hooghly, PIN: 712104, West Bengal, (Opposite to JUPITOR wagon Factory) within 4 PM of 14th August 2026

কেন্দ্র সরকারের সমক্ষে
আঞ্চলিক পরিচালক, পূর্বাঞ্চল
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কলকাতা

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৪) এবং কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) বিধিমালা, ২০১৪ এর বিধি ৩০ এর উপ-বিধি (৫) এর খণ্ড (ক) এর বিষয়ে

এবং

এর বিষয়ে
প্রাজ্য গুডস প্রাইভেট লিমিটেড
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর অর্থ অনুযায়ী একটি কোম্পানি, যার
CIN : U51109WB2005PTC105268 এবং যার নিবন্ধিত কার্যালয় ফ্ল্যাট নং, ২বি, ব্লক-৪ বিবেক বিহার, ফেজ ৫, ৪৯৩/সি/এ জি.টি. রোড, হাওড়া-৭১১১০২-এ অবস্থিত

...আবেদনকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩ এর অধীনে কেন্দ্র সরকারের কাছে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করছে, যাতে ৯ই জুন, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ রেজোলিউশন অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন-এর পরিবর্তনের অনুমোদন চাওয়া হয়েছে, যাতে কোম্পানি তার নিবন্ধিত কার্যালয় "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "ছত্তিশগড় রাজ্য"-এ পরিবর্তন করতে পারে।

কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ের এই প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে যে কোনো ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, তিনি (MCA-21) পোর্টালে (www.mca.gov.in) বিনিয়োগকারী অভিযোগ ফর্ম পূরণ করে, অথবা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে তার আপত্তির কারণ এবং স্বার্থের প্রকৃতি উল্লেখ করে একটি হলফনামাসহ আঞ্চলিক পরিচালক, পূর্বাঞ্চল, কর্পোরেট ভবন, ৬ষ্ঠ তল, প্লট নং IIIF/16, অ্যাকশন এরিয়া-III, প্রাঙ্গণ নং ০৫০৮৫২, আকন্দকেশরী, নিউ টাউন, রাজারহাট কলকাতা- ৭০০১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ-এর ঠিকানায় এই নোটিশ প্রকাশের চৌদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে পাঠাতে বা জমা দিতে পারেন এবং তার একটি অনুলিপি আবেদনকারী কোম্পানির উপরে উল্লিখিত নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

প্রাজ্য গুডস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে এবং হয়ে
স্বা/-
প্রশান্ত কুমার মন্ডল
ডিরেক্টর
DIN : 00585898

তারিখ : ২৯.০৭.২০২৬
স্থান : কলকাতা

বিকেএম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
(সিআইএন: L27100WB2011PLC161235)
নিবন্ধিত কার্যালয়: 'কমার্স হাউস', ২এ, জি. সি. অ্যাভিনিউ, রুম নং ১১, ২য় তল, কলকাতা – ৭০০ ০১৩, ভারত
ফোন নম্বর: (০৩৩)-২২১৩২৩৭২/৭৩, ফ্যাক্স: (০৩৩)-২২১৩২৯০৩, ই-মেইল: cs.bkm@rediffmail.com, ওয়েবসাইট: www.bkmindustries.in

৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন/কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন			কনসোলিডেটেড		
	ত্রৈমাসিক বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৬	পূর্ববর্তী ৩ মাস ৩১.০৩.২০২৬	পূর্ব বর্ষের অনুরূপ ৩ মাস সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৬	ত্রৈমাসিক বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৬	পূর্ববর্তী ৩ মাস ৩১.০৩.২০২৬	পূর্ব বর্ষের অনুরূপ ৩ মাস সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৬
	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
কার্যাদি থেকে মোট আয়	৬৯.২২	৬৭.৪৯	০.১৯	৬৯.২২	৬৭.৪৯	০.১৯
নিট লাভ সময়কালের কর পূর্ব	-৪০২.৭৪	-১৭২.১২	-৮০.৩৪	-৪০২.৭৪	-১৭২.১২	-৮০.৩৪
নিট লাভ সময়কালের কর পরবর্তী	-৩৬৫.৯৩	-১,০৬৩.৯১	-৮০.৩৪	-৩৬৫.৯৩	-১,০৬৩.৯১	-৮০.৩৪
মোট ব্যাপক (ক্ষতি)/লাভ সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী সমন্বিত {ক্ষতি/আয় এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী ক্ষতি/আয়)}	-৩৬৫.৯৩	৫,৩৯০.৫৪	-	-৩৬৫.৯৩	৫,৩৯০.৫৪	-
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২১২.৩৫	২১২.৩৫	১২.৩৫	২১২.৩৫	২১২.৩৫	১২.৩৫
পূর্ববর্ষের নিরীক্ষিত ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিতমতো মজুত (পুনর্মূল্যায়ন মজুত ব্যতীত)	-	-	-	-	-	-
শেয়ার প্রতি রোজগার (প্রতিটি ১০/- টাকার) (চলতি ও অচলতি কাজের জন্য)	-	-	-	-	-	-
মৌলিক:	-১.৭২	-১০.১৯	-৬.৫০	-১.৭২	-১০.১৯	-৬.৫০
মিশ্রিত:	-১.৭২	-১০.১৯	-৬.৫০	-১.৭২	-১০.১৯	-৬.৫০

দ্রষ্টব্য :
১. উপরের তথ্যসমূহ সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিলকৃত ত্রৈমাসিক অসংশোধিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত কাঠামোর একটি সারসংক্ষেপ। ত্রৈমাসিক অসংশোধিত আর্থিক ফলাফলের পুরো ফরম্যাটটি বিএসই-এর ওয়েবসাইট (www.bseindia.com), এনএসই-এর ওয়েবসাইট (www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.bkmindustries.in -এ পাওয়া যাবে।
২. কোম্পানি বার্ষিক ভিত্তিতে একত্রিত আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করেছে এবং একত্রিত আর্থিক পরিসংখ্যানে কোম্পানির সহযোগী/সহযোগী প্রতিষ্ঠান/যৌথ উদ্যোগ অর্থাৎ 'ইউরোএশিয়ান ভেঞ্চার এফজেডই' অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
৩. সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ ৩০.০৬.২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য অসংশোধিত আর্থিক ফলাফলের (স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসোলিডেটেড) ওপর কোনো পরিবর্তন ছাড়া প্রতিবেদন প্রদান করেছেন।
৪. ইন্ড-এএস বিধি অনুসারে লাভ এবং ক্ষতির বিবরণীতে ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ বিষয়সমূহ সমন্বয় করা হয়েছে। কোম্পানির কোনো ব্যতিক্রমী ও অসাধারণ বিষয় নেই।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশানুসারে
বিকেএম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
অমিত সিং
পূর্ণকালীন পরিচালক
(DIN- 11003471)

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৭.০৭.২০২৬

ইন্ডিয়ান ব্যাংক
জেডও কলকাতা সেন্ট্রাল
৩য় এবং ৪র্থ তল,
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা
পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট ৪ রুল ৮(১) দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে ১১.০৪.২০২৬ তারিখে **শ্রী মানস কুমার আচার্য (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** এবং **শ্রীমতী কৃষ্ণা আচার্য (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** ২১৯, দক্ষিণ বেহালা রোড, পো - সরশুনা, থানা - ঠাকুরপুকুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০০৬১ সংশ্লিষ্ট সাউদার্ন এভিনিউ শাখা নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **২১,০৭,৫৯০ টাকা (একুশ লাখ সাত হাজার পাঁচশ নব্বই টাকা)** উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২৮ জুলাই ২০২৬ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া **২১,৬৩,৭৬৯.০০ টাকা (একুশ লাখ তেষট্টি হাজার সাতশ উনসত্তর টাকা) টাকা ২৮.০৭.২০২৬ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ।
এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা এবং রুল সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বন্ধকদত্ত সম্পদ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ ০১ কাঠা ৭ ছটাক ৩৪ বর্গফুট কমবেশি তদস্থিত টিন শেড বসবাসের কাঠামো পরিমাপ আনুমানিক ২৩৪ বর্গফুট ঢাকা এরিয়া অবস্থিত মৌজা -পশ্চিম বড়িশা, জেএল নং ১৯, তৌজি নং ৩, ৪, ৫, আরএস নং ৪৩, , আরএস এবং এলআর দাগ নং ১২৮০, আরএস খতিয়ান নং৬৮৮৫, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন প্রেমিসেস নং ২২০এ, দক্ষিণ বেহালা রোড, অ্যাসেসি নং ৪১১২৫০৫১০২৫৫, ওয়ার্ড নং ১২৫ অধীন, কলকাতা- ৭০০০৬১, থানা : ঠাকুরপুকুর, বর্তমানে সরশুনা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা,রেজিস্ট্রিকৃত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস আলিপুর সমীপে, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস বেহালা, এআরএ কলকাতা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
সম্পত্তির মালিক শ্রী মানস কুমার আচার্য্য।
চৌহদ্দি : উত্তরে : সুখরঞ্জন গাঙ্গুলি এবং আশিস গাঙ্গুলি এর সম্পত্তি। **দক্ষিণে :** কালীপদ দাসরে সম্পত্তি। **পশ্চিমে :** ৭ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **পূর্বে :** রাম চরণ দাস এবং ক্ষিতিশ দাস এর সম্পত্তি।

তারিখ : ২৮.০৭.২০২৬ স্বা/-
স্থান : কলকাতা অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড
নিবন্ধিত কার্যালয়: ইউনিট নং-১০৩, ১ম তল, সি অ্যান্ড বি স্কয়ার, সঙ্গম কমপ্লেক্স, সিটিএস নং-৯৫এ, ১২৭, অন্ধেরি কুরলা রোড, গ্রাম চাকলা, অন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বাই–৪০০০৫৯ | টেলিফোন: +৯১২২৬৭৮৭৫৩০০ | ফ্যাক্স: +৯১ ২২ ২৬৭৮৭৫৩৩৪

জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড** কর্তৃক **আগামী ২৪.০৮.২০২৬ তারিখ সকাল ১০:৩০ ঘটিকায়** বন্ধকী স্বর্ণালঙ্কারের প্রকাশ্যে নিলাম অনুষ্ঠিত হবে। নিলামে উঠতে যাওয়া স্বর্ণালঙ্কারসমূহ আমাদের সেসব গ্রাহকদের লোন অ্যাকাউন্টের অন্তর্ভুক্ত, যাঁরা তাঁদের বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। উক্ত ঋণগ্রহীতাদের যথারীতি নিলামের নোটিশ জারি করা হয়েছে। নিলামের জন্য নির্ধারিত স্বর্ণালঙ্কারসমূহ শাখাগুলোর নামসহ নিচে উল্লিখিত আমাদের বিভিন্ন গ্রাহকদের বকেয়া পড়ে থাকা লোন অ্যাকাউন্টের অন্তর্গত:

ডালহৌসি শাখা - ঠিকানা: স্টিফেন হাউস, ইউনিট নং ৬ই, আর এন মুখার্জি রোড, বিড়লা বিল্ডিংয়ের বিপরীতে, কলকাতা: ৭০০০০১ - ডালহৌসি, AP01021212

অধিকতর তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন: এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড যোগাযোগ নম্বর: ১৮০০-১০২-৮০ ১২ (এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড কোনো পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ব্যতিরেকেই নিলামযোগ্য হিসাবের সংখ্যা পরিবর্তন এবং/অথবা নিলাম স্থগিত/বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।)

SBI এসবিআই, এইচএলসি বেহালা (১৭৮৯৯)
২৩এ/৪৪এক্স, ৪র্থ তল, জীবনতারা বিল্ডিং, ডি এইচ রোড
কলকাতা - ৭০০০৫৩ ইমেল - sbi.17899@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা শাখার নাম এবং এ/সি নং	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১.	**১. শ্রী প্রীতম সেন** **ঠিকানা ১)** হোল্ডিং নং ৪৬/এ, বিবেকানন্দ সরণি বাই লেন, পেয়ারাবাগান, মধ্যমগ্রাম, পো : উদয়রাজপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, বারাসত-২, কলকাতা- ৭০০১২৯। **ঠিকানা ২)** গ্রাম - বিষ্ণুপুর, পো : কামদেবপুর অচিন্ত নগর গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা -পাথরপ্রতিমা, ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ -৭৪৩৩৭১। **এইচবিএল এ/সি নং - ৪৩৪৭৬৯৬৭৩৪১, সুরক্ষা এ/সি নং ৪৩৪৭৭০৮১১৫৯, শাখা : এসবিআই আরএসিপিসি বেহালা**	**স্বত্বাধিকারী : শ্রী প্রীতম সেন** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ আনুমানিক **৩ কাঠা** এবং তদস্থিত একতলা ভবন পরিমাপ ঢাকা এরিয়া **২১০০ বর্গফুট** অবস্থিত মৌজা- বিষ্ণুপুর ,এলআর দাগ নং ৫৩০, এলআর খতিয়ান নং ৯৩৫, জেএল নং ৫৮, থানা : পাথর প্রতিমা, পিন : ৭৪৩৩৭১, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এডিএসআর পাথর প্রতিমা, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** জমি প্লট ৫২৬ এবং সাধারণ চলার পথ। **দক্ষিণে :** কানাই লাল প্রধানের প্লট নং ৫৩০ জমি। **পূর্বে :** অবশিষ্ট শালি জমি প্লট নং ৫৩০, **পশ্চিমে :** কানাই লাল প্রধানের প্লট নং ৫৩০। নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১৬৩০-২০২৪, পৃষ্ঠা ১৩৫১২৩ থেকে ১৩৫১৪৫, **দলিল নং ১৬৩০০৫০৬৫-২০২৪ সালের,** জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস ডিএসআর-৫, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।	**১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ২০.০৭.২০২৬** **এনপিএ তারিখ ২৮.০৪.২০২৬**	**এইচবিএল এ/সি নং ৪৩৪৭৬৯৬৭৩৪১ সুরক্ষা এ/সি নং ৪৩৪৭৭০৮১১৫৯ ৩১,০২,৩২০ টাকা** (একত্রিশ লাখ দুই হাজার তিনশ কুড়ি টাকা) **১৮.০৭.২০২৬** অনুযায়ী। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন

তারিখ : ২৯.০৭.২০২৬
স্থান - কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং
৩য় তল, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলী
পশ্চিমবঙ্গ-৭১২১০৩
ই-মেইল: zochinsurah@indianbank.co.in

দাবি বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি

১. মেসার্স যূথিকা শাড়ি, স্বত্বাধিকারী নির্মল খাঁড়া (ঋণগ্রহীতা), গ্রাম + পোঃ - আস্তারা (পূর্ব), তারকেশ্বর, পিন - ৭১২৪০১, জেলা - হুগলী।
২. নির্মল খাঁড়া, পিতা- প্রয়াত মহেন্দ্র খাঁড়া, মেসার্স যূথিকা শাড়ির স্বত্বাধিকারী, গ্রাম + পোঃ - আস্তারা (পূর্ব), তারকেশ্বর, পিন - ৭১২৪০১, জেলা - হুগলী।
৩. মৌসুমী খাঁড়া (গ্যারান্টার), গ্রাম + পোঃ - আস্তারা (পূর্ব), তারকেশ্বর, পিন - ৭১২৪০১, জেলা - হুগলী।
৪. মৃত মহেন্দ্র খাঁড়া ওরফে মহেন্দ্র লাল খাঁড়ার এস্টেটের প্রতি, আইনি উত্তরাধিকারীদের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হচ্ছে:
I. নির্মল খাঁড়া, পিতা- প্রয়াত মহেন্দ্র খাঁড়া, গ্রাম + পোঃ - আস্তারা (পূর্ব), তারকেশ্বর, পিন - ৭১২৪০১, জেলা - হুগলী।
II. যূথিকা খাঁড়া, স্বামী- প্রয়াত মহেন্দ্র খাঁড়া, গ্রাম + পোঃ - আস্তারা (পূর্ব), তারকেশ্বর, পিন - ৭১২৪০১, জেলা - হুগলী।
III. দেবরাজ খাঁড়া ওরফে টিংকু খাঁড়া, পিতা- প্রয়াত মহেন্দ্র খাঁড়া, গ্রাম + পোঃ - আস্তারা (পূর্ব), তারকেশ্বর, পিন - ৭১২৪০১, জেলা - হুগলী।
IV. অন্যান্য আইনি উত্তরাধিকারী, যদি থাকে।

বিষয়- ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্ববর্তী এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক), বালিগড়ি শাখার সাথে আপনার লোন অ্যাকাউন্ট নং 50334307340 প্রসঙ্গে।

আপনাদের মধ্যে ১ম জন হলেন একটি মালিকানাধীন সংস্থা, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, I, II এবং III এখন এবং সর্বদা ব্যক্তিগত। আপনাদের ১ম জন ঋণগ্রহীতা, আপনাদের ২য় জন হলেন স্বত্বাধিকারী, ৩য় এবং ৪র্থ জন হলেন ১ম জনের নেওয়া লোন অ্যাকাউন্টের গ্যারান্টার। আপনাদের I, II, III এবং IV হলেন আপনাদের ৪র্থ জনের আইনি উত্তরাধিকারী। আপনাদের ৪র্থ জন হলেন বন্ধকদাতা যিনি ১ম জনের নেওয়া লোনের জন্য তাঁর সম্পদ জামানত হিসেবে প্রদান করেছেন।
আপনাদের সকলের অনুরোধে, ব্যাঙ্কিং ব্যবসার সময়কালে, ১ম জনকে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং তা গ্রহণ করা হয়েছিল:

সুবিধার প্রকৃতি	সীমা (টাকায়)
ক্যাশ ক্রেডিট	৩০.০০ লক্ষ

উক্ত প্রতিটি সুবিধার জন্য আপনাদের ১ম জন নিম্নলিখিত নথিগুলি সম্পাদন করেছেন:

সুবিধার প্রকৃতি	নথির প্রকৃতি
১. ক্যাশ ক্রেডিট	আবেদন, মঞ্জুরির স্বীকৃতি, লোন চুক্তি, গ্যারান্টি চুক্তি, টাইটেল ডিড/সমূহ জমা এবং অন্যান্য নথি

উক্ত ঋণের পরিশোধের জন্য আপনাদের ৩য় এবং ৪র্থ জন ব্যক্তিগতভাবে গ্যারান্টি দিয়েছেন। উক্ত ঋণের পরিশোধ নিম্নে উল্লেখিত তফসিল অনুযায়ী আপনাদের ১ম জনের মালিকানাধীন সম্পত্তির বন্ধক এবং ফিক্সড অ্যাসেট/স্টক/অস্থাবর সম্পত্তির হাইপোথিকেশন দ্বারা সুরক্ষিত।
আপনাকে সুদ সহ ইএমআই (EMI)/বকেয়া অর্থ প্রদান করার জন্য বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও; আপনারা সকলে এবং প্রত্যেকে যারা যৌথভাবে এবং এককভাবে দায়বদ্ধ, মঞ্জুরির শর্ত অনুযায়ী বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং খেলাপি হয়েছেন। এইভাবে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সম্পদ শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কিত নির্দেশিকা/দিকনির্দেশনা অনুসারে লোন অ্যাকাউন্টটিকে ২৪.০৩.২০২৬ তারিখ থেকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
২৬.০৭.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আপনার প্রদেয় বকেয়া অর্থের পরিমাণ নিম্নরূপ:

(টাকায়)

অ্যাকাউন্ট নং	বুক ব্যালেন্স	MOI, MLE এবং MOX	মোট
ক্যাশ ক্রেডিট (50334307340)	২৮,৮৯,০৩৬.২৭ টাকা	৩,৫৫,৮৫৯.৭৩ টাকা	৩২,৪৪,৮৯৬ টাকা
মোট			৩২,৪৪,৮৯৬ টাকা

আপনাকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সম্মত হারে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য খরচ, চার্জ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়, যদি থাকে, পরিশোধ করতে হবে।
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ (এরপরে "আইন" বলা হবে) এর অধীনে ঋণগ্রহীতা বলতে এমন কোনো ব্যক্তিকে বোঝায় যাকে ব্যাঙ্ক আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে বা যিনি কোনো গ্যারান্টি দিয়েছেন বা ব্যাঙ্কের দেওয়া উক্ত আর্থিক সহায়তার সুরক্ষার জন্য কোনো বন্ধকী / চার্জ তৈরি করেছেন।
অতএব, আপনাদের সকলকে এবং প্রত্যেককে এতদ্বারা ২৬.০৭.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া ৩২,৪৪,৮৯৬/- টাকা (বত্রিশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার আটশো ছিয়ানব্বই টাকা মাত্র) এবং এই তারিখ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ ১৩(২) ধারার অধীনে জারি করা এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় ব্যাঙ্ক উক্ত আইনের অধীনে আপনাদের আর কোনো সুযোগ না দিয়ে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট প্রয়োগ করার অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে। এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপনি আপনার দায় সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে, ব্যাঙ্ক নীচে তফসিলভুক্ত সুরক্ষিত সম্পদের বিপরীতে আইনের ১৩(৪) ধারার অধীনে তার এনফোর্সমেন্ট অধিকার প্রয়োগ করবে।
এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিন শেষ হলে এবং আপনি দাবি পূরণে ব্যর্থ হলে, ব্যাঙ্ক আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগ করার জন্য দখল নেওয়ার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আইনের ১৩(১৩) ধারার বিধান অনুসারে, ব্যাঙ্কের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া এই বিজ্ঞপ্তির তারিখের পর বিক্রি, লিজ বা অন্য কোনো উপায়ে (নীচে তফসিলভুক্ত) সুরক্ষিত সম্পদের কোনো স্থানান্তর করা যাবে না।
বলার অপেক্ষা রাখে না যে ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনো প্রতিকারের প্রতি কোনো বাধা সৃষ্টি না করেই এই নোটিশটি আপনাকে পাঠানো হয়েছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে ডিআরটি/আরও অফ ডিআরটি/ডিআরএটি/আদালত-এর সামনে কার্যধারা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং প্রাপ্ত/প্রাপ্তব্য আদেশ/ডিক্রি কার্যকর করার ব্যাঙ্কের অধিকারের ক্ষেত্রে কোনো বাধা ছাড়াই এই নোটিশটি জারি করা হয়েছে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে ব্যাঙ্ক ডিসকাউন্ট করা বকেয়া বিল, ব্যাঙ্কের গ্যারান্টি এবং আপনার পক্ষে জারি করা এবং প্রতিষ্ঠিত লেটার অফ ক্রেডিট এর পাশাপাশি অন্যান্য আনুষঙ্গিক দায় থেকে উদ্ভূত দায় পরিশোধের জন্য আপনাকে আহ্বান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
"আমরা সারফায়েসি অ্যাক্টের ধারা ১৩(৮) এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মগুলির বিধানগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যা সিকিউরিটির উপর আপনার মুক্ত করার অধিকার নিয়ে কাজ করে।"
নিম্নস্বাক্ষরকারী এই বিজ্ঞপ্তি জারি করতে এবং পূর্বোক্ত ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য ব্যাঙ্কের একজন যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আধিকারিক।

তফসিল

যে সম্পদে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট তৈরি করা হয়েছে তার সুনির্দিষ্ট বিবরণ নীচে উল্লেখ করা হয়েছে:
বন্ধক রাখা সম্পদ: সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল বাস্তু জমি যার পরিমাপ কম-বেশি ৪.০০ শতক এবং তার উপর নির্মিত ভবন, যা জেলা - হুগলী, থানা তারকেশ্বর, এডিএসআর হরিপাল, মৌজা - আস্তারা, জে.এল. নং ৬৬, রেসা নং ১৩০২, তৌজি নং ১, পুরানো খতিয়ান নং ১১৩, ১২৬৯, ১০৬০, সাবেক দাগ-৪০৬৯, হাল দাগ-৪১২০ তে অবস্থিত। এডিএসআর হরিপাল-এ ১৯৯৩ সালের দলিল নং ৫৮৭২-এর মাধ্যমে নিবন্ধিত, মহেন্দ্র লাল খাঁড়ার নামে বুক নং - ১, ভলিউম নং ৫৫, পৃষ্ঠা ৩৯৭ থেকে ৪০২ এ নথিভুক্ত।
হাইপোথিকেট করা সম্পদ: মেসার্স যূথিকা শাড়ি, বালিগড়ি, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১২১০৩ ফার্মের স্টক, বুক ডেবট এবং অন্যান্য বর্তমান সম্পদ।

তারিখ: ২৭.০৭.২০২৬, স্থান: ব্যান্ডেল স্বা/- অনুমোদিত আধিকারিক, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

AGI GREENPAC

Scan the QR code to access the financial results

৩০ জুন ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত তিন মাসের অনিরীক্ষিত সংবদ্ধ এবং স্ট্যান্ডালোন অর্থিক ফলাফলের প্রতিবেদন

অডিট কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে, এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদ ২৮ জুলাই ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায়;অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি;৩০ জুন ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত তিনমাসের জন্য কোম্পানির অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (একত্রিত ও স্বতন্ত্র) বিবেচনা ও অনুমোদন করেছে ("আর্থিক ফলাফল")।

২০১৫ সালের (সংশোধিতমতে) সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশনস ৩৩ এবং ৪৭ অনুযায়ী উক্ত অর্থিক ফলাফল কুইক রেসপন্স কোড ("কিউআর কোড') এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.agigreenpac.com** এবং স্টকএক্সচেঞ্জ সমূহের যেমন বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অব ইন্ডিয়া লিমিটেড **www.bseindia.com** এবং **www.nseindia.com** তেও উপলব্ধ।

স্থান : গুরুগ্রাম
তারিখ : ২৮ জুলাই ২০২৬

সন্দীপ সোমানি
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিন : ০০০৫৩৫৯৭

এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেড
রেজি. অফিস: ২, রেডক্রস প্লেস, কলকাতা- ৭০০০০১,টেলি ফোন: ০৩৩ ২২৪৮৭৪০৭/৫৬৬৮
ওয়েবসাইট : www.agigreenpac.com I ইমেল : agiinvestors@agigreenpac.com ICIN: L51433WB1960PLC024539

মাটির তলায় মৃত্যুফাঁদ!

অন্ডালে ভয়াবহ ধস, মুহূর্তে ঘরছাড়া হাজার মানুষ, প্রশ্নের মুখে খনি কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: মঙ্গলবার দুপুরে আচমকাই কেঁপে উঠল গোটা এলাকা। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই মাটি ফেটে ধসে যেতে শুরু করল বসতভিটে। আতঙ্কে প্রাণ হাতে নিয়ে ঘর ছেড়ে দৌড়লেন বাসিন্দারা। পশ্চিম বর্ধমানের অন্ডালের বিশ্বেশ্বরী এলাকার ধোবা পাড়ায় এই আকস্মিক ধসে কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন প্রায় হাজার খানেক মানুষ। মুহূর্তের মধ্যে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে পরিবার পরিজন নিয়ে খোলা মাঠে গিয়ে উঠেছেন তাঁরা। চোখের সামনে ভিটেমাটি ভেঙে পড়তে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন বহু মানুষ। স্থানীয়দের দাবি, প্রথমে প্রবল কম্পনের মতো অনুভূতি হয়। ঘরবাড়ি কাঁপতে শুরু করে। কিছু

বুঝে ওঠার আগেই মাটিতে বড় ফাটল দেখা দেয় এবং একের পর এক অংশ ধসে পড়তে থাকে। প্রাণ বাঁচাতে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসাই তখন একমাত্র উপায় ছিল। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় অন্ডাল থানার উখড়া ফাঁড়ির পুলিশ। মাইকিং করে এলাকাবাসীকে বিপজ্জনক অংশ ছেড়ে নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। আতঙ্কে অনেকেই ঘরের আসবাবপত্র, নথিপত্র, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ফেলে যা হাতে পেয়েছেন তাই নিয়ে কাছের একটি মাঠে আশ্রয় নিয়েছেন।

ধসের ঘটনাস্থলটি বিশ্বেশ্বরীর ঐতিহ্যবাহী নীলকণ্ঠ মন্দির থেকে মাত্র প্রায় ২০০ মিটার দূরে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, সামনে থাকা ইসিএলের বিশ্বেশ্বরী কোলিয়ারিতে দীর্ঘদিন ধরে কয়লা উত্তোলনের জেরে ভূগর্ভ ফাঁপা হয়ে পড়েছে। সেই কারণেই এই ভয়াবহ ধস নেমে এসেছে বলে তাঁদের আশঙ্কা। যদিও এই ঘটনায় ইসিএল কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। খনি এলাকায় ধস নতুন নয়। বর্ষা এলেই আতঙ্ক বাড়ে। বছরখানেক আগেই অন্ডালের জামবাদ এলাকায় খনি ধসে একটি গোটা বাড়ি তলিয়ে যাওয়ার ঘটনা ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। সেই ঘটনার পর আন্দোলন, স্মারকলিপি, প্রতিশ্রুতি সবই হয়েছিল। কিন্তু স্থায়ী সমাধান আজও অধরা। মঙ্গলবারের ধস সেই পুরনো আশঙ্কাকেই আরও একবার সামনে এনে দিল। এখন নতুন উদ্বেগ নিম্নচাপ ও সম্ভাব্য ভারী বৃষ্টি। খোলা মাঠে শিশু, বৃদ্ধ ও মহিলাদের নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন বহু পরিবার। মাথার উপর ছাদ নেই, সামনে অনিশ্চয়তা। ক্ষতিগ্রস্তদের একটাই আবেদন, অবিলম্বে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হোক, ধসের প্রকৃত কারণ খ তিয়ে দেখা হোক এবং ভিটেমাটি হারানো মানুষদের পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করুক প্রশাসন। মঙ্গলবারের এই ধস ফের একবার প্রশ্ন তুলে দিল; খনি এলাকার মানুষের জীবন কি শুধুই কয়লা উত্তোলনের মূল্য? বিপদের পূর্বাভাস থাকা সত্ত্বেও কেন বারবার একই ট্র্যাজেডির পুনরাবৃত্তি? উত্তর এখনও অধরা।

পিপলস কো-অপারেটিভ ব্যাংকে 'দুর্নীতি'

চেয়ারম্যানকে ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা পিপলস কো-অপারেটিভ ব্যাংকের প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও আর্থিক লেনদেন নিয়ে একাধিক অভিযোগকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার রাজনৈতিক উত্তেজনা চরমে ওঠে। ব্যাংকের চেয়ারম্যান ললিত কুমার দাসের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তাঁর অবিলম্বে পদত্যাগের দাবি জানায় ভারতীয় জনতা পার্টি তথা বিজেপি। পাশাপাশি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পদত্যাগ না করলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেয় দল। মঙ্গলবার দুপুরে বিজেপির একদল কর্মী-সমর্থক প্রান্তিকা পাঁচমাথা মোড়ে অবস্থিত দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা পিপলস কো-অপারেটিভ ব্যাংকে প্রবেশ করেন। তাঁরা সরাসরি চেয়ারম্যানের দপ্তরে গিয়ে ললিত কুমার দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পদত্যাগের দাবি জানান। এরপর ব্যাংকের বাইরে বিক্ষোভ ও স্লোগানে সরব হন আন্দোলনকারীরা। বিজেপির অভিযোগ, ব্যাংকের পরিচালনায় দীর্ঘদিন ধরেই আর্থিক অনিয়ম,

স্বচ্ছতার অভাব এবং প্রশাসনিক দুর্বলতা রয়েছে, যার ফলে সাধারণ আমানতকারীদের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দলের দাবি, এসব অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন এবং তদন্তের স্বার্থে বর্তমান চেয়ারম্যানের পদে থাকা উচিত নয়। আন্দোলনকারীরা জানান, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে চেয়ারম্যান স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করলে বৃহত্তর গণআন্দোলনের পথে হাঁটবে বিজেপি। প্রয়োজনে ব্যাংক ঘেরাও, বিক্ষোভ ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক কর্মসূচিও গ্রহণ করা হবে বলে তারা জানায়। তবে বিজেপির উত্থাপিত অভিযোগের সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে ব্যাংকের চেয়ারম্যান ললিত কুমার দাস বা ব্যাংক কর্তৃপক্ষের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তাঁদের বক্তব্য পাওয়া গেলে তা গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করা হবে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাংক চত্বরে কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হলেও বড় ধরনের কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর মেলেনি।

তৃণমূলের আমলে জলজীবন মিশন প্রকল্পে কোনও কাজ হয়নি: ভাস্কর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বিগত সরকারের আমলে রাজ্যজুড়ে জলজীবন মিশন প্রকল্পে ১৫ শতাংশ কাজ হয়নি বলেই মালদা এসে অভিযোগ করলেন জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ভাস্কর ভট্টাচার্য। তাঁর অভিযোগ, কেন এমন পরিস্থিতি হল অবশ্যই তা তদন্ত করে দেখা হবে। কোথাও কেউ দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার প্রমাণ মিলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মন্ত্রী ভাস্কর ভট্টাচার্য বলেন, 'জল জীবন মিশন প্রকল্পে দেশের অন্যান্য রাজ্যে যেখানে ৭০ শতাংশ পর্যন্ত কাজ হয়ে গিয়েছে সেখানে বিগত সরকারের আমলে এরাজ্যে কাজ হয়েছে মাত্র ১৫ শতাংশ। এই রাজ্যে টাকা বরাদ্দ এবং টাকা খরচের সঠিক হিসেব পর্যন্ত নেই। জল জীবন মিশন প্রকল্পে কেন্দ্রের টাকা নয়ছয় এর ঘটনায় তদন্ত শুরু হয়েছে। দোষী হলে কেউই ছাড় পাবে না।' মঙ্গলবার মালদায় এসে এই প্রকল্পের পর্যালোচনা বৈঠকে দেন জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ভাস্কর ভট্টাচার্য। এদিন দুপুরে জেলা প্রশাসনিক ভবনে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মসূচি নিয়ে উচ্চপর্যায়ের একটি বৈঠক করেন মন্ত্রী। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সেচ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী জোয়েল মুর্মু, জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর-সহ প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা। এছাড়াও বিজেপি বিধায়কদের পাশাপাশি ঋতব্রত পন্থী সুজাপুরের তৃণমূল বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিন এবং কালীঘাটপন্থী হরিশ্চন্দ্রপুর এবং মোথাবাড়ির বিধায়ক মতিবুর রহমান ও নজরুল ইসলাম উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই বৈঠক চলাকালীন মালদার বিগত দিনের এই সরকারি প্রকল্পের পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের পরিস্থিতির তথ্য জানতে পেরেই বেজায় চটে যান মন্ত্রী ভাস্কর ভট্টাচার্য। তিনি জানান, ডিসেম্বরের মধ্যেই যত বেশি সম্ভব কাজ শেষ করে ফেলা হবে। আপাতত তিন মাসের টার্গেট বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ৭৫ শতাংশ কাজ হয়ে আটকে রয়েছে এমন প্রকল্পগুলিকে দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মালদা জেলায় এমন ৭৯টি জায়গায় আগামী তিন মাসের মধ্যে কাজ শেষ করে বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছনো হবে। জল না পৌঁছলে কোনও অবস্থাতেই সরকার টাকা দেবে না। এদিন প্রশাসনিক বৈঠকের পর মালদায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাজে যুক্ত ঠিকাদারদের সঙ্গে আলোচনায় বসে কাজের অগ্রগতি এবং সুবিধে অসুবিধের খোঁজ নেন মন্ত্রী। ঠিকভাবে কাজ করে থাকলে ঠিকাদাররা বকেয়া পেয়ে যাবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন মন্ত্রী।

গ্রামীণ উন্নয়নে জোর

খানাকুলে পাঁচ অঞ্চলকে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: গ্রামীণ উন্নয়নকে আরও গতিশীল করতে এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের কাজ দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো খানাকুল-১ নম্বর ব্লকের রামমোহন-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে। সোমবার ব্লকের বিডিও অদিতি গাঙ্গুলির উপস্থিতিতে আয়োজিত এই বৈঠকে পুরশুড়া বিধানসভার অন্তর্গত পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সার্বিক উন্নয়ন, পরিকাঠামো বৃদ্ধি এবং জনসাধারণের সমস্যা সমাধান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ, রামমোহন-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পূজা সাঁতরা, বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনিক আধিকারিক এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তারা। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, রামমোহন-১, রামমোহন-২, তাঁতিশাল, বালিপুর এবং অরুন্ডা এই পাঁচটি অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই এদিনের উন্নয়নমূলক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে গ্রামীণ এলাকার পরিকাঠামোগত উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। কোথায় নতুন রাস্তা নির্মাণের প্রয়োজন, কোন কোন রাস্তার দ্রুত সংস্কার জরুরি, পানীয় জলের পরিষেবা আরও কীভাবে সম্প্রসারিত করা যায়, প্রতিটি এলাকায় পর্যাপ্ত স্ট্রিট লাইটের ব্যবস্থা, নদীবাঁধের সংস্কার, জলনিকাশি ব্যবস্থা উন্নত করা, সরকারি পরিষেবাকে আরও সহজ ও দ্রুত মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করার ওপরও জোর দেওয়া হয়।এই বিষয়ে পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, 'রাজ্যে সরকার গঠনের পর থেকেই উন্নয়ন এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আজকের বৈঠকে এলাকার সার্বিক উন্নয়ন, সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যা এবং সরকারি পরিষেবা আরও দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। প্রশাসনের সব দপ্তরকে সমন্বয় রেখে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে উন্নয়নের সুফল দ্রুত প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছায়।' অন্যদিকে রামমোহন-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পূজা সাঁতরা বলেন, 'আজকের এই বৈঠকে গ্রামীণ এলাকায় দ্রুত উন্নয়নমূলক কাজ কীভাবে বাস্তবায়িত করা যায়, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। রাস্তা সংস্কার, নতুন রাস্তা নির্মাণ, পানীয় জলের ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা, নদীবাঁধের সংস্কার-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয়েছে। শুধু আলোচনা নয়, বিধায়ক বিমান ঘোষ উন্নয়নমূলক কাজ দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশও দিয়েছেন।'

১ অগস্ট থেকে রাজ্যজুড়ে শুরু হচ্ছে জনগণনা

বালুরঘাটে প্রচার ট্যাবলোর সূচনা

নিজেস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: আগামী ১ আগস্ট থেকে সমগ্র রাজ্য জুড়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা হতে চলেছে বহুল প্রতীক্ষিত জাতীয় জনগণনা প্রক্রিয়ার। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাজুড়ে এই প্রক্রিয়া যাতে নির্বিঘ্ন ও নিখুঁতভাবে পরিচালিত হয়, সে লক্ষ্যে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে এক ব্যাপক প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হল। মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ বালুরঘাট জেলা প্রশাসনিক ভবন চত্বর থেকে বিভিন্ন ব্লকের জন্য সুসজ্জিত সুনির্দিষ্ট প্রচার ট্যাবলোর আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন জেলাশাসক বালা সুব্রমানিয়ান টি। আজ থেকে আগামী ১৫ অগস্ট পর্যন্ত এই ট্যাবলো শহর থেকে শুরু করে জেলার প্রতিটি ব্লকের প্রান্তিক ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরিভ্রমণ করবে এবং গণনার নিয়মাবলী ও গুরুত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবগত করবে। সুসংহত এই প্রচার কর্মসূচির সূচনা পর্বে জেলাশাসক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) সুব্রত মহন্ত-সহ জেলা প্রশাসনের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর জোর দিয়ে জেলাশাসক জানান, নাগরিকরা এবার থেকে সরকার নির্ধারিত নির্দিষ্ট পোর্টালে গিয়ে নিজেরা নিজেরাই সেল্ফ-এনুমারেশন বা তথ্য নথিভুক্তকরণের কাজ সম্পন্ন করতে পারবেন। অনলাইন ব্যবস্থার ফলে গণনায় ভুলত্রুটির সম্ভাবনা বহুলাংশে হ্রাস পাবে। পাশাপাশি, প্রযুক্তিগত বা তথ্যসংক্রান্ত যেকোনো সমস্যা সমাধানে ও সাধারণ মানুষের সহায়তায় চলতি সপ্তাহেই বালুরঘাট জেলাশাসক দপ্তরে একটি সার্বক্ষণিক

'হেল্প ডেস্কে'র শুভ সূচনা করা হবে। জনগণনার সার্বিক ধাপ ও পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করে জেলাশাসক বলেন, 'আগামী আগস্ট মাস থেকেই সেল্ফ-এনুমারেশন পর্ব শুরু হচ্ছে। প্রথম ১৫ দিন সাধারণ নাগরিকরা নিজেরাই অনলাইন মাধ্যমে নিজেদের তথ্য প্রদান করতে পারবেন। এরপর শুরু হবে গৃহ তালিকাভুক্তকরণ বা হাউস লিস্টিং অ্যাক্টিভিটি। সেই পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকারীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করবেন। তবে যাঁরা ইতিমধ্যেই অনলাইনে সেল্ফ-এনুমারেশন সম্পন্ন করেছেন, ক্ষেত্র সমীক্ষকরা কেবল তাঁদের দেওয়া তথ্য যাচাই ও অনুমোদন করবেন। মাসব্যাপী এই বিশেষ প্রক্রিয়াটি সমগ্র জেলা জুড়ে অত্যন্ত সততার সঙ্গে সম্পন্ন করা হবে।'

কাজ না করলে কীসের নেতাগিরি: দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: রাজ্যের মানুষ আমাদের ওপর উন্নয়নের দায়িত্ব দিয়েছে, আমরা যদি সেই কাজ করতে না পারি তাহলে এই নেতাগিরির কোনও মানেই হয় না। মঙ্গলবার মেদিনীপুরে শহীদ প্রদ্যোৎ স্মৃতিভবনে 'ভিবি জি-রামজি' প্রকল্প বিষয়ে এক সম্মেলনে যোগ দিয়ে একথা বলেন, রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। সম্মেলনে ১২৫ দিনের কাজের প্রকল্প বিষয়ে তিনি বলেন, 'এই প্রকল্পের কাজ ১০০ দিন থেকে বেড়ে ১২৫ দিন হয়েছে। আগের থেকে মজুরিও বাড়ানো হয়েছে। এই প্রকল্প যাতে স্বচ্ছতার সঙ্গে রূপায়ণ হয় সেজন্য নতুন গাইডলাইন পুস্তিকাও এসেছে। যার মধ্যে ৩১৮ টি প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা টাকা খরচ করে প্রয়োজন অনুসারে মানুষকে কাজ দিতে পারি।' দিলীপ ঘোষ বলেন, 'জি-রামজি,আবাস যোজনা-সহ যে প্রকল্পগুলি আছে তার সার্ভে চলছে। ১৫ই অগস্ট পর্যন্ত সময় দিয়েছি। অনেক পঞ্চায়েতে কাজ হয়নি। তাই আমরা পিছিয়ে আছি। আমাদের জেলাও পিছিয়ে আছে। তাই, যেখানে যা সমস্যা রয়েছে সেগুলি স্থানীয় বিধায়কদের সাথে কথা বলে সমাধান করতে হবে। আমরা মানুষকে পরিষেবা দেব বলে দায়িত্ব পেয়েছি, সেটা যদি না

করতে পারি তাহলে নেতাগিরির কোনও মানে হয় না। কাজ করে নেতাগিরি করতে হবে।' পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপারকে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'বিনা কারণে কেউ উৎপাত করলে আগে তাকে ধরে থানায় ঢোকান। অন্য পার্টির অনেকেই যারা অ্যারেস্ট হয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টিরও অনেকে অ্যারেস্ট হয়েছে। কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়। হাজার হাজার মানুষের অসুবিধে করে রাস্তাঘাট, স্টেশন দখল করে ব্যবসার অনুমতি আমরা দেব না। প্রকল্পগুলোর কাজ কতদূর এগোলো তা জানতে প্রয়োজনে আমি পঞ্চায়েত অফিস পর্যন্ত যাব।'

উদ্ধারকৃত বাজি-বারুদে বিস্ফোরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: নীলগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়িতে উদ্ধার হওয়া বাজি-বারুদে বিস্ফোরণ, আতঙ্কে এলাকাবাসী। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার নীলগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির চত্বরে। মঙ্গলবার সকাল প্রায় সাড়ে ৬টা নাগাদ উদ্ধার হওয়া বিপুল পরিমাণ বাজি ও বারুদে হঠাৎ বিস্ফোরণের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়ায় গোটা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দু'দিন আগে নীলগঞ্জের নারায়ণপুর এলাকা থেকে

অভিযান চালিয়ে প্রচুর বাজি ও বারুদ উদ্ধার করে পুলিশ। অভিযোগ, উদ্ধার হওয়া সামগ্রীগুলি নিষ্ক্রিয় না করে পুলিশ ফাঁড়ি সংলগ্ন একটি গোডাউনে রাখা হয়েছিল। মঙ্গলবার ভোরে আচমকাই বিকট শব্দে বিস্ফোরণ শুরু হয়। মুহূর্তের মধ্যে গোডাউনের ভিতরে থাকা বাজিগুলি একের পর এক ফাটতে থাকে এবং ঘন ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, যে গোডাউনে বাজি ও বারুদ রাখা ছিল তার উপরের তলায় একটি পরিবার বসবাস করত। বিস্ফোরণের তীব্রতায় তারা আতঙ্কিত হয়ে দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরে যান। এছাড়াও গোডাউনের বাইরে একটি টিনের ড্রামে বারুদ ভর্তি অবস্থায় রাখা ছিল বলে অভিযোগ। সেই ড্রাম থেকেই আগুন আরও ছড়িয়ে পড়ে বলে স্থানীয়দের দাবি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীরা দীর্ঘক্ষণ ধরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালান। তবে বারুদের উপস্থিতির কারণে আগুন নেভাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। বিস্ফোরণের জেরে আশপাশের রাস্তায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে অবিস্ফোরিত বাজি ও বিস্ফোরকের অংশ, ফলে এলাকায় চরম আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। কীভাবে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটল এবং উদ্ধার হওয়া বাজি-বারুদ নিরাপত্তার সঙ্গে সংরক্ষণ করা হয়েছিল কি না, তা নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন।

নদীতে ডুবে মৃত দুই কিশোরের পরিবারকে সরকারি আর্থিক সহায়তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: কংসাবতী নদীতে জলে ডুবে দুই কিশোরের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছিল গোটা এলাকাজুড়ে। সেই ঘটনার প্রায় তিন মাস পর শোকাহত দুই পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৪ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দিলেন ঝাড়গ্রামের বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ। প্রশাসনের এই উদ্যোগে দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটল এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির হাতে পৌঁছাল সরকারি আর্থিক সহায়তা।

মঙ্গলবার বিনপুর-১ ব্লকের বাঁন্দরবনি গ্রামে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে নিহত দুই কিশোরের পরিবারের হাতে সরকারি আর্থিক সহায়তার চেক তুলে দেওয়া হয়। এদিন ঝাড়গ্রামের বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের হাতে ৪ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দেন। উপস্থিত ছিলেন বিনপুর-১ ব্লকের বিডিও বিদ্যুৎ কুমার মাঝি-সহ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা। চেক প্রদান কর্মসূচির পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের বর্তমান পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন বিধায়ক ও প্রশাসনের আধিকারিকরা। ভবিষ্যতেও প্রয়োজনীয় সরকারি সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলেও আশ্বাস দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, গত ১৩ মে বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে কংসাবতী নদীতে স্নান করতে নেমেছিল তিন কিশোর। স্নানের সময় আচমকাই নদীর প্রবল স্রোতে তলিয়ে যায় বিধান সিংহদেব (১৪) ও দেবেশ মাহাত (১৩)। তাঁদের সঙ্গে থাকা অপর বন্ধু চিৎকার করে সাহায্য চাইলে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত উদ্ধারকাজে নামেন। খবর পেয়ে বিনপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গ্রামবাসীদের সঙ্গে যৌথভাবে দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালায়। পরে দুই কিশোরকে উদ্ধার করে ঝাড়গ্রাম জেলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। মর্মান্তিক এই ঘটনায় গোটা বাঁন্দরবনি গ্রাম-সহ আশপাশের এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। ঘটনার পর থেকেই নিহত দুই কিশোরের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর দাবি উঠেছিল। সরকারি নিয়ম মেনে অবশেষে তাঁদের হাতে আর্থিক ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দেওয়ায় পরিবারগুলির মধ্যে কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে। যদিও প্রিয় সন্তানদের হারানোর বেদনা কোনোভাবেই পূরণ হওয়ার নয়, তবুও এই সরকারি সহায়তা তাঁদের কঠিন সময়ে কিছুটা হলেও সহায়ক হবে বলে আশা করছেন পরিবারের সদস্যরা ও স্থানীয় বাসিন্দারা। এদিন ঝাড়গ্রাম বিধানসভার বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ বলেন, 'নিহত দুই কিশোরের পরিবারের হাতে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী আর্থিক ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দেওয়া হয়েছে। এই কঠিন সময়ে রাজ্য সরকার তাঁদের পরিবারের পাশে রয়েছে। ভবিষ্যতেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হবে।'

বর্ধমানে যুবককে খুনের অভিযোগে ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: এক যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় বর্ধমান শহরে। মঙ্গলবার সাতসকালে বর্ধমান শহরের তেলিপুকুর, মধ্যপাড়া এলাকায় এক যুবকের হাত, পা বাঁধা রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। দেহ উদ্ধারের ঘটনায় ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দিলে। খবর পেয়ে বর্ধমান থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে হাসপাতালের চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত যুবকের নাম তুফান ক্ষেত্রপাল। বয়স ২৭ বছর। মৃতের বাবা বাপি ক্ষেত্রপালের অভিযোগ, তাঁর ছেলে নীলপুর বটতলায় একটি মোটরসাইকেল গ্যারাজে কাজ করত এবং ভাড়া বাড়িতে থাকত। সোমবার রাতে মধ্যপাড়ার বাসিন্দা মানিক পোরেল, জগৎবেড় এলাকার সুজয় মণ্ডল-সহ আরও কয়েকজন তুফানকে শহরের বড়বাজার এলাকার টিন মার্কেট সংলগ্ন এলাকায় ডেকে নিয়ে যায়। এরপর সারারাত তুফানের কোনও খবর পাননি তারা। মঙ্গলবার সকালে প্রতিবেশীদের কাছে তিনি জানতে পারেন যে, মানিক পোরেলের বাড়িতেই তাঁর ছেলে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিনি দেখেন, ছেলের হাত পা বাঁধা এবং দেহ রক্তাক্ত অবস্থায় পড়েছিল। মৃতের বাবার দাবি, কয়েক মাস আগে এক ব্যক্তি তুফানের গ্যারাজে একটি মোটরসাইকেল সারানোর জন্য দিয়েছিল। কিন্তু যন্ত্রাংশ কেনার টাকা না দেওয়ায় মোটরসাইকেলটি দীর্ঘদিন ধরেই পড়ে ছিল। সোমবার সেই মোটরসাইকেলটি ঘিরেই বড়বাজারে টিন মার্কেটের কাছে মানিক পোরেল ও সুজয় মণ্ডলের সঙ্গে তুফানের কয়েকজনের আলোচনা হয়। এর মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই মঙ্গলবার সকালে মানিক পোরেলের বাড়ি থেকেই তুফানের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়। বাপি ক্ষেত্রপাল স্পষ্ট অভিযোগ করেছেন, তাঁর ছেলেকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে এবং যারা এই কাজের সঙ্গে জড়িত, তাদের ফাঁসি অথবা এনকাউন্টার করা হোক। ঘটনায় যুক্ত মানিক পোরেল মঙ্গলবার সাতসকালেই বর্ধমান থানায় এসে আত্মসমর্পণ করেন। অন্যদিকে, এই ঘটনার অপর অভিযুক্ত সুজয় মন্ডলকে পুলিশ আটক করেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। বর্ধমান থানার পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বেআইনি মদ বিক্রির বিরুদ্ধে অভিযানে ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: বেআইনিভাবে মদ বিক্রির বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিল দুর্গাপুরের কোকওভেন থানার পুলিশ। বৈধ লাইসেন্স ও আবগারি দপ্তরের অনুমতি ছাড়াই মদ বিক্রির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কোকওভেন থানার অন্তর্গত করঙ্গপাড়া এলাকার বাসিন্দা কমলেশ হাজরা, লেলিন সরণি সংলগ্ন একটি দোকান থেকে দীর্ঘদিন ধরে রাতের বেলায় গোপনে মদ বিক্রি করছিলেন বলে অভিযোগ ছিল। গোপন সূত্রে, সেই খবর পেয়ে কোকওভেন থানার পুলিশ পরিকল্পিত অভিযান চালায়। অভিযানের সময় ঘটনাস্থল থেকেই কমলেশ হাজরাকে আটক করা হয়। পরবর্তীতে তাঁকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। পুলিশের দাবি, বেআইনি মদ বিক্রির বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং অবৈধ ব্যবসা রুখতেই এই অভিযান চালানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে। ধৃত কমলেশ হাজরাকে বৃহস্পতিবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কোক ওভেন থানার পুলিশ।

বন্যার জলে ডুবেছে সরকারি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া ২ নম্বর ব্লকের শ্রীবাটী গ্রাম পঞ্চায়েতের মুল্টিগ্রামের মাঝ মাঠে অবস্থিত সরকারি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি সম্পূর্ণ জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। কেন্দ্রের চারপাশে জল জমে থাকায় সেখানে পৌঁছানো কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রায় আড়াই বছর আগে সরকারি অর্থে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ভবন নির্মিত হলেও আজ পর্যন্ত সেখ ানে নিয়মিত পরিষেবা শুরু হয়নি। কেন্দ্রে যাওয়ার উপযুক্ত রাস্তা নেই, পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই এবং বিদ্যুৎ সংযোগও করা হয়নি। ফলে শিশুদের জন্য নির্মিত ভবনটি দীর্ঘদিন ধরেই কার্যত পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। গ্রামবাসীদের দাবি, গত প্রায় ২৪ বছর ধরে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী শোভা দাস নিজের বাড়ি থেকেই কেন্দ্র পরিচালনা করছেন। অভিযোগ, নতুন সরকারি ভবনে ক্লাস না করিয়ে শুধুমাত্র খাবার বিতরণ করা হতো। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের কাছে কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি শোভা দাস। প্রসঙ্গে কাটোয়া সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সদস্য স্বপন কুমার দত্ত বলেন, 'সরকারি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র দীর্ঘদিন ধরে অচল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। শিশুদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার রাস্তা নেই, পানীয় জল ও বিদ্যুতেরও ব্যবস্থা নেই। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়ার পর বিষয়টি তাঁর নজরে এসেছে।'

বাঁকুড়ায় দায়িত্ব নিতে চলেছেন ৬ বিডিও

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: জেলার ৬ জন নতুন ব্লক ডেভেলপমেন্ট আধিকারিক বা বিডিও কাজে যোগ দিতে চলেছেন। এই ৬টি ব্লক হল বড়জোড়া, রানিবাঁধ, সিমলাপাল, সোনামুখী, বাঁকুড়া- ১ ও বাঁকুড়া -২। এই ৬ ব্লকের নতুন আধিকারিকেরা হলেন যথাক্রমে সুদীপ কুমার বসু, পার্থ প্রতিম কীর্তনিয়া, তুষার তরফদার, উজ্জ্বল বিশ্বাস, শাহিদ আলি ও জিনিয়া সাহা। রাজ্য থেকে গত সোমবার এই নির্দেশনামা প্রকাশিত হয়েছে। এই নতুন আধিকারিকদের আগামী শুক্রবারের মধ্যে কাজে যোগ দিতে বলা হয়েছে। এই ৬ জন যথাক্রমে কোচবিহার, বীরভূম,নদীয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পূর্ব বর্ধমান ও মালদা জেলা শাসকের কার্যালয়ে উপসমাহর্তার দায়িত্বে ছিলেন। অন্যদিকে, বিষ্ণুপুর মহকুমা শাসক ও বাঁকুড়া জেলা শাসকের কার্যালয়ে উপসমাহর্তার দায়িত্বে থাকা সৌমেন পাল ও শিলাদিত্য জানা বদলি হয়েছেন বিডিও হিসাবে ইটাহার ও পুরুলিয়ায়। এপ্রেক্ষিতে সারা রাজ্যে ৯৯ জন আধিকারিক নতুন বিডিও হিসাবে দায়িত্ব পেলেন এই আদেশনামায়।

যন্তর মন্তরে ধরনায় বসতে চান পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত অফিসারেরা

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই: যন্তর মন্তরে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে এবার সামিল হতে চান দিল্লি পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত অফিসারেরা। দিল্লি পুলিশের অভিযোগ, ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র বিক্ষোভের সময় তাদের কর্মী, অফিসারেরা আক্রান্ত হয়েছেন। সেই হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আগামী ৩১ জুলাই অবস্থান বিক্ষোভ করতে চান দিল্লি পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত অফিসারেরা। সোমবার দিল্লি পুলিশের সদর দপ্তরে চিঠি পাঠিয়েছেন তাঁরা।

নিট কেলেঙ্কারির প্রতিবাদে যন্তর মন্তরে সিজেপি-র যে প্রতিবাদ কর্মসূচি চলছিল, তাতে আন্দোলনকারীদের নিগ্রহের অভিযোগ উঠেছে। আরও অভিযোগ, ২০ জুলাই 'চলো সংসদ' কর্মসূচিতে পড়ুয়াদের লক্ষ্য করে ছড়রা গুলি ছোড়া হয়েছে। তাঁদের উপরে লাঠি চালিয়েছে পুলিশ। দিল্লি পুলিশের দাবি, সিজেপি-র আন্দোলনে বহিরাগতেরা প্রবেশ করে পাল্টা তাদেরই মারধর করেছে। দুষ্কৃতীদের হামলায় অন্তত ১০০ জনেরও বেশি পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন বলে দাবি।

এই আবহে আক্রান্ত পুলিশকর্মীদের পাশে দাঁড়াতে দিল্লির পুলিশ কমিশনার অনুরাগ কুমারকে চিঠি দিয়ে অবস্থান বিক্ষোভের অনুমতি চাইল অবসরপ্রাপ্ত অফিসারদের সংগঠন। তারা আবেদনপত্রে লিখেছে, '২০ জুলাই যন্তর মন্তর এবং তার আশপাশে কর্তব্য পালনের সময় আক্রান্ত হয়েছেন প্রচুর সংখ্যক পুলিশ এবং আধাসেনা অফিসার।' এই হামলার প্রতিবাদে আগামী শুক্রবার সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ধরনায় বসার অনুমতি চেয়েছেন সংগঠনের সদস্যরা। তারা এ-ও জানিয়েছেন, আইন মেনে শান্তিপূর্ণ ভাবে ওই কর্মসূচি পালন করা হবে।

১৬ মাওবাদীর আত্মসমর্পণ

রাঁচি, ২৮ জুলাই: ঝাড়খণ্ড পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন ১৬ মাওবাদী। আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে রয়েছেন সিপিআই (মাওবাদ)-এর আঞ্চলিক কমিটির সদস্য সন্তোষ মাহাতো ওরফে বাসুদেব দা ওরফে দিলীপ। ১২৮টি মামলা রয়েছে তাঁর নামে। আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে ছ'জনের মাথার দাম ঘোষণা করা হয়েছিল ৩৯ লক্ষ টাকা। তার মধ্যে সন্তোষের একারই মাথার দাম ছিল ১৫ লক্ষ টাকা।

পুলিশ সূত্রে খবর, ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন থানা মিলিয়ে ১২৮টি মামলা রয়েছে সন্তোষের বিরুদ্ধে।

পাক সেনার গুলিতে নিহত ২০
হিংসার মধ্যেই প্রথম দফার ভোটগণনা পিওকে-তে

ইসলামাবাদ, ২৮ জুলাই: ইসলামাবাদ-বিরোধী বিক্ষোভে আবার সেনার গুলি এবং প্রাণহানির ঘটনা পাক অধিকৃত কাশ্মীরে (পিওকে)। গত ২৪ ঘণ্টায় নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে অন্তত ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে বিক্ষোভকারী সংগঠন জয়েন্ট আওয়ামী অ্যাকশন কমিটি (জেএএসি)-র অভিযোগ। এরই মধ্যে মঙ্গলবার প্রকাশিত হয়েছে প্রাদেশিক আইনসভার প্রথম দফায় ভোট হওয়া ১৩টি আসনের ফলাফল। প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের দল 'পাকিস্তান মুসলিম লিগ (নওয়াজ) বা পিএমএলএন ন'টি এবং তাদের শরিক পাকিস্তান পিপলস্পার্টি (পিপিপি) চারটি আসনে জিতেছে।

তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে প্রথম দফার ভোটের ফল প্রকাশের পরে পিপিপি নেতা নইয়ার বুখারি বলেন, 'সেনার সহায়তায় ভোটে কারচুপি করে জিতেছে মুসলিম লিগ (নওয়াজ)।' তাঁর অভিযোগ ভোটগণনার সময় পিএমএলএন দুষ্কৃতীরা পিপিপি-র এক কর্মীকে খুন করেছে।

প্রসঙ্গত, পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের আইনসভায় ৪৫টি আসনের নির্বাচন ২৭ জুলাই থেকে ১০ অগস্ট পর্যন্ত তিনটি ধাপে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ২৭ জুলাই প্রথম দফায় ১৩টি আসনে ভোট হয়েছিল। শাহবাজ সরকারের 'নিষিদ্ধ' করা সংগঠন জেএএসি ভোট বয়কটের ডাক দেওয়ার পরে পাক সেনা এবং রেঞ্জার্স বাহিনী জোর করে বাসিন্দাদের তুলে নিয়ে বুথে গিয়ে ভোটদানে বাধ্য করিয়েছে বলে অভিযোগ। এর প্রতিবাদে সোমবার বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় পাক বাহিনী নিরস্ত্র জমায়েতে গুলি চালায়। রাওয়ালাকোটের ড্রেক এইথ এলাকায় মৃত্যু হয় ২০ জনের। গুলিবিদ্ধ অন্তত ৫০ জন চিকিৎসাধীন বলে জেএএসি-র অভিযোগ। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন জেএএসির কোর কমিটির সদস্য ও মুখপাত্র উমর নাজির কাশ্মীরির ভাই উসমান নাজির।

মোদীর ভিডিয়ো বার্তা মুছে কাঠগড়ায় মেটা

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই: ছাত্রবিক্ষোভের মধ্যেই প্রশ্নফাঁস রুখতে কঠোর আইন আনার কথা বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে এই আইন আনার কথা ঘোষণা করতে সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন তিনি। কিন্তু তাঁর সেই ভিডিয়োবার্তা কিছু সময়ের জন্য ফেসবুক থেকে মুছে গিয়েছিল।

ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র বিক্ষোভ-আন্দোলনে সমাজমাধ্যমে বড় ভূমিকা ছিল। ছাত্রদের বিক্ষোভ উঠে যাওয়ার পর সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বেশ কিছু 'আপত্তিকর' ছবি, ভিডিয়ো শনাক্ত করে কেন্দ্র। সেগুলি ফেসবুক-সহ অন্য সমাজমাধ্যম থেকে সরিয়ে দিতে বলা হয়। এই আবহে এ বার খোদ মোদীর ভিডিয়োবার্তা সরিয়ে দেওয়ায় কেন্দ্রের কাঠগড়ায় মেটা।

এই ঘটনার জন্য মঙ্গলবার ক্ষমা চায় ফেসবুকের নিয়ন্ত্রক সংস্থা মেটা। একটি বিবৃতি দিয়ে মেটা-র এক মুখপাত্র জানান, ভুল করে ওই ভিডিয়োটি মুছে গিয়েছিল। তার পর সেটিকে ফেরানো হয় বলে জানান তিনি। মেটা-র এই ব্যাখ্যায় অবশ্য সন্তুষ্ট নয় কেন্দ্র। সরকারের একটি সূত্রকে উদ্ধৃত করে সংবাদসংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, বিষয়টি এখনই মিটে যাওয়ার লক্ষণ নেই। ওই সূত্রের দাবি, এই ঘটনার জন্য মেটা যে যুক্তি দিয়েছে, তাকে যুক্তিযুক্ত মনে করছে না সরকার। তাই বিষয়টি নিয়ে ওই সংস্থার সঙ্গে সবিস্তার কথা বলতে চাইছে কেন্দ্র।

ইতিমধ্যেই মেটা-র জননীতি সংক্রান্ত শীর্ষ পর্যায়ের আধিকারিককে তলব করেছে ইলেকট্রনিকস ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক। মেটা অবশ্য বার বারই জানিয়েছে, ফেসবুকের প্রযুক্তিগত কিংবা সিস্টেমগত ভুলেই প্রধানমন্ত্রীর ওই ভিডিয়োটি কিছু সময়ের মুছে গিয়েছিল। ওই সময়ের মধ্যে যাঁরা প্রধানমন্ত্রীর ওই ভিডিয়োবার্তার ক্যাপশনটি অবিকল থাকলেও ভিডিয়োর অংশে লেখা ছিল, 'আইনি অনুরোধের কারণে এই পোস্টটি ভারতে পাওয়া যাচ্ছে না।'

কেন্দ্রের একটি সূত্রে দাবি, বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পরেই নড়েচড়ে বসে ইলেকট্রনিকস ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক। তার পরেই মেটা-র অন্যতম কর্তাকে তলব করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জনপ্রিয় সমাজমাধ্যম ফেসবুক, হোয়াট্‌সঅ্যাপ এবং ইনস্টাগ্রাম মেটা-র নিয়ন্ত্রণাধীন। এই তিনটি সমাজমাধ্যমের সঙ্গে কেন্দ্রের সম্পর্কে প্রায়ই টানাপড়েন দেখা যায়। সম্প্রতি 'ইউজারনেমস' ফিচার নিয়ে কেন্দ্রের আতশকাচের তলায় এসেছিল হোয়াট্‌সঅ্যাপ।

জাপানের দক্ষিণে ৭.১ মাত্রার ভূমিকম্প, ভাঙল বহুতল

টোকিও, ২৮ জুলাই: ৭.১ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জাপানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কুমামোতো প্রদেশ। কম্পনের পরেই জাপানের দক্ষিণ দিকের দ্বীপ কিউশুর বেশ কয়েকটি জায়গায় সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। জাপানের আবহাওয়া দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, ওই দ্বীপের উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে সমুদ্রের ঢেউয়ের উচ্চতা এক মিটার পর্যন্ত হতে পারে। ইতিমধ্যেই উপকূলবর্তী এলাকাগুলি থেকে বাসিন্দাদের সরে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি জানিয়েছেন, ভূমিকম্পের পর দেশের নানা জায়গায় বহু মানুষ আহত হয়েছেন। বহু জায়গায় বহুতলও ভেঙে পড়েছে।

'আরশোলা'দের উদযাপনে সংযমের বার্তা সোনমের

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই: নিট প্রশ্নফাঁসের জেরে আত্মঘাতী হয়েছেন বহু পড়ুয়া। একদিকে কাঁদছে মৃত সেই পড়ুয়াদের পরিবার। অন্যদিকে, বিলাসবহুল হোটেলে বলিউডি গানের সঙ্গে উদ্দাম নাচে মেতে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র অন্যতম মুখ সৌরভ দাস, আশুতোষ রাঙ্কা-সহ বেশ কয়েকজনকে। সেই ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হতেই শোরগোর পড়ে গিয়েছে। বিতর্কের মুখে এবার মুখ খুললেন পরিবেশকর্মী তথা শিক্ষাবিদ সোনম ওয়াংচুক।

সোনম তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'উদযাপনের অবশ্যই বিনয় থাকতে হবে। সাফল্য অর্জনের মতোই সম্মান ও বিনয় বজায় রাখাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। মর্যাদা, সংযম ও দায়িত্ববোধের সঙ্গে উদযাপন করুন।' তিনি আরও যোগ করেন যে, 'প্রকৃত সাফল্য কেবল লক্ষ্য অর্জনেই নিহিত নয়, বরং সেই সাফল্যকে কীভাবে গ্রহণ বা স্বীকার করা হচ্ছে, তার মধ্যেও নিহিত।'

সম্প্রতি সিজেপিরই এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করা হয়েছে বিতর্কিত ভিডিওটি। ক্যাপশানে লেখা 'ইস্তফার খুশিতে'। বলা বাহুল্য, এই ইস্তফা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে কয়েক সপ্তাহ ধরে চলা বিক্ষোভ আন্দোলনের পর নিজেদের 'জয়' উদযাপন করছে সিজেপি সদস্যরা। দলের মুখপাত্র সৌরভ দাস ও আশুতোষ রাঙ্কা-সহ অন্যদের বলিউডি গানের তালে নাচতে দেখা গিয়েছে। এই ভিডিও নিয়ে নেটপাড়ায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। অধিকাংশই প্রশ্ন তুলেছেন, দেশের শিক্ষার্থীরা এখনও আন্দোলনের আঁচে রয়েছেন, কাঁদছে মৃত নিট পড়ুয়াদের পরিবার, সেই সময়ে এই উদযাপন কতটা যথাযথ।

কোস্ট গার্ডের জন্য দু'টি প্রধান মানবসম্পদ নীতির উন্মোচন

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই: প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং মঙ্গলবার ভারতীয় কোস্ট গার্ডের জন্য দুটি প্রধান মানবসম্পদ নীতি সংস্কার উন্মোচন করলেন, যেখানে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ নিয়োগ, সমান চাকরির শর্তাবলী এবং নিখোঁজ কর্মীদের পরিবারের জন্য সুসংহত ক্ষতিপূরণ নিয়মের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ইন্ডিয়ান কোস্ট গার্ডের (আইসিজি) জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সংস্কারের ঘোষণা করেছেন। এই সংস্কারগুলোর লক্ষ্য হলো কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলীতে লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করা এবং কর্তব্যরত অবস্থায় সমুদ্রে নিখোঁজ হওয়া কর্মীদের পরিবারকে এককালীন আর্থিক সহায়তা (এক্স-গ্রেশিয়া) প্রদানের প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকে আরও সহজ ও সুসংহত করা। মঙ্গলবার নয়াদিল্লির কর্তব্য ভবন-২-এ আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে প্রতিরক্ষা সচিব রাজেশ কুমার সিং, আইসিজি-র মহাপরিচালক পরমেশ শিবামণি এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ময়দান

কমনওয়েলথে ইতিহাস গড়েও অল্পের জন্য সোনা হাত ছাড়া অজয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কমনওয়েলথ গেমসের মঞ্চেবহুবার দেখা গিয়েছে পরিবারের এক প্রজন্মের সাফল্যকেঅন্য প্রজন্ম এগিয়ে নিয়েযাচ্ছে। এবার সেই তালিকায় নতুন সংযোজন ভারতের ভারোত্তোলক ভাল্লুরিঅজয়বাবু। মাত্র ২১ বছরবয়সেই তিনি পুরুষদের ৭৯ কেজি বিভাগে রুপোরপদক জিতে নজরকেড়েছেন। শুধু পদক জেতাই নয়, নিজেরপারফরম্যান্স দিয়েবাবার কীর্তিকেওছাপিয়ে গিয়েছেন অন্ধ্রপ্রদেশের এই তরুণ। যদিও মাত্র এক কেজিরব্যবধানে সোনার স্বপ্ন ভেঙে যায় তাঁর। প্রতিযোগিতার শুরু থেকেই আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছিলঅজয়কে।স্ন্যাচ বিভাগে প্রথম প্রচেষ্টাতেই ১৪৫ কেজি ওজন সফলভাবেতোলেন তিনি। দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হলেওশেষচেষ্টায় ১৪৯ কেজি ওজন তুলে নতুন কমনওয়েলথ গেমস রেকর্ড গড়েন ভারতীয় ভারোত্তোলক। সেই সময়পর্যন্ত তিনিই ছিলেন সোনা জয়ের সবচেয়েবড় দাবিদার। কিন্তুআসল নাটকঅপেক্ষা করছিল ক্লিন অ্যান্ড জার্কপর্বে। প্রথম চেষ্টায় ১৮১ কেজি ওজন তুলতে সক্ষম হন অজয়। এরপরআরওবেশি ওজন তোলারচেষ্টা করলেও সফল হতেপারেননি। অন্যদিকে মালয়েশিয়ার এরি হিদায়াত মহম্মদ শেষপর্যন্ত ১৮৪ কেজি ওজন তুলেমোটস্কোরেঅজয়কেটপকেযান।ফলে মাত্র এক কেজিরব্যবধানে রুপো নিয়েই সন্তুষ্টথাকতে হয় ভারতীয় ভারোত্তোলককে।

যদিওসোনা হাতছাড়া হওয়ারআক্ষেপ থাকবেই, তবু এই রুপোর পদকের মূল্যঅজয়ের কাছেঅনেক বেশি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

পূর্ব রেলওয়ে

বিড নং : জিইএম/২০২৬/বি/৭৮২৭৪৯৭, তারিখ ঃ ২৪.০৭.২০২৬। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, বোগি ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাক্ট্রি, ৮৮/১ অধর দাস রোড, বজবজ, কলকাতা-৭০০১৩৭ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সিঙ্গল প্যাকেট বিড আহ্বান করছেন। **বিবরণ** : বোগি ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাক্ট্রির ৫-অ্যাক্সিস মেশিনে ড্রইং এবং কাজের পরিধি অনুযায়ী বোগি ফ্রেম মেশিনিং। **অনুমিত বিড মূল্য** : ৫১,৪৮,০০০ টাকা। **ইএমডি রাশি** : ১,০২,৯৬০ টাকা। **চুক্তির মেয়াদ** : ২ বছর ১ দিন। **বিড অফারের বৈধতা** : ১২০ দিন। **বিড বন্ধের তারিখ ও সময়** : ১৪.০৮.২০২৬, সকাল ১১টা। **বিড খোলার তারিখ ও সময়** : ১৪.০৮.২০২৬, সকাল ১১.৩০ মিনিট। নথিপত্র সহ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি জিইএম পোর্টাল **https://gem.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। (MISC-114/2026-27)

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল এন্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার (সিও)/খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নে উল্লিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন এবং খোলা হবে ১২:০০ টায়: **ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এসটি-ওটি-আইপিআইএস-কেজিপি-এইচআইজে-২৬_২৭; কাজের বিবরণ:** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়গপুর ডিভিশনে নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কিত এসএন্ডটি অংশের কাজ: ১) হিজলী (প্ল্যাটফর্ম নং ১ ও ২) এবং খড়গপুর (প্ল্যাটফর্ম নং ৭ ও ৮)-এ ইন্টিগ্রেটেড প্যাসেঞ্জার ইনফরমেশন সিস্টেম (আইপিআইএস)-এর প্রতিস্থাপন। ২) হিজলী (প্ল্যাটফর্ম নং ১ ও ২) এবং খড়গপুর (প্ল্যাটফর্ম নং ৭ ও ৮)-এ ডাবল ফেসড সিজিডিবি, সিঙ্গেল লাইন ডাবল ফেসড প্ল্যাটফর্ম ডিসপ্লে বোর্ড, সিঙ্গেল ফেসড মনোকালার (এজিডিবি) থ্রি লাইন ট্রেন অ্যারাইভাল/ডিপার্চার ডিসপ্লে বোর্ড, প্ল্যাটফর্ম ডেটা কন্ট্রোলার (পিডিসি) এবং সেন্ট্রাল ডেটা কন্ট্রোলার ইউনিট (সিডিসি)-এর কম্প্রিহেনসিভ অ্যানুয়াল মেইনটেনেন্স কন্ট্রাক্ট (সিএএমসি)। **টেন্ডার মূল্য:** ₹ ৩,৪২,৬১,৭৯৬.০৪/-; **বায়নার মূল্য:** ₹ ৬,৮৫,২০০.০০/-; **টেন্ডার নথির মূল্য:** বিনামূল্যে; **জমা দেওয়ার তারিখ ও সময়:** ২৪/০৮/২০২৬ তারিখ ১২:০০ টা পর্যন্ত; **খোলার তারিখ:** ২৪/০৮/২০২৬; **কাজ শেষের সময়সীমা:** ১০৫ মাস; আগ্রহী দরদাতাদের টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ, বর্ণনা ও স্পেসিফিকেশনের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে এবং অনলাইনে তাঁদের বিড জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। **(PR-539)**

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ দেখুন www.myhmc.in
কনসারভেন্সি ডিপার্টমেন্ট

সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এইচ এম সি নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা বৈধ প্যান কার্ড,জিএসটি, পি টি,আইটিআর,ট্রেড লাইসেন্স এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করবেন।

নং	কাজের নাম	টেন্ডার নং এবং তারিখ
১.	এইচএমসি অধীনে জোন ৩ এর জন্য নিজ জ্বালানী পরিচালিত ভেহিকেল সহ পৃথককরা বর্জ্য পরিবহণ প্রাথমিক কেন্দ্র থেকে গাদাক্ষেত্রে স্থানান্তর ।	১৫/কনস/২৬-২৭, তারিখ : ২৭.০৭.২০২৬

টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ১৪.০৮.২০২৬ সন্ধে ৫ টা পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে দেখুন : https://wbtenders.gov.in
৪১(৩)/২৬-২৭
২৮.৭.২৬
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
A Statutory Authority of the Government of West Bengal
(Under Urban Development & Municipal Affairs Department)
1st Administrative Building, City Centre, Durgapur - 713216

ABRIDGED NOTICE
TENDER ID.: 2026_ADDA_1034512_1

Asansol Durgapur Development Authority (ADDA) invites Expression of Interest for Operation and Maintenance of the Children Park Sishu Sathi at City Centre, Durgapur over 2.50 19.08.2026.
For details visit the eTendering Portal at http://wbtenders.gov.in or ADDA's website at http://addaonline.in
Sd/- Chief Executive Officer
Asansol Durgapur Development Authority

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work : Construction of Public Toilet at Major Park, Ward-07 under D. M.C. area
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-033/26-27 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5017533_1 ● Est. Amt: Rs. 6,90,735.00
2) Name of the Work : Construction of Community Toilet including Sanitary Plumbing at Sanchita Park Play ground within Ward No. - 25 within D.M.C area
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-372/25-26 (2ND CALL)
Tender ID : 2026_MAD_5017522_1 ● Est. Amt: Rs. 8,30,750.00
Last Date : **05.08.2026 upto 5.00 PM**
For details : **tenders.wb.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, DMC

Notice

Applications are invited for Engagement of Collecting Sarkar (Tax Collector) 01 Nos. (One) from the eligible candidates for engagement under Tenya-Baidyapur Gram Panchayat under Bharatpur-II Development Block, Murshidabad West Bengal.

ELIGIBLE GENERAL CRITERIA

Age as on of the date of engagement :- Minimum 25 years old **Educational Qualification:**- Passed Madhyamik or equivalent from any recognized Board, Council or University. Preference shall be given to those who have computer knowledge. **Residence:-** Local within the Tenya-Baidyapur Gram Panchayat. **Maximum /Upper age limit for engagement** The Gram Panchayat should be satisfied with the mental & physical fitness for engagement of contract. **Method of Selection:-** On the basis of merit and work experience Applicants are hereby instructed for submission of their application from 30-07-26 (Thursday) to 12-08-26 (Wednesday) upto 1 P.M. at drop Box under Tenya-Baidyapur Gram Panchayat Office, under Bharatpur-II Dev. Block **Date of Interview:- 14-08-26 (Friday) at 12 Noon to 2 P.M.** **Selection Committee:-** Gram Panchayat Artho o Parikalpna Upo-Samity Committee Committee has the right for accept or reject of candidature of the candidates. Engagement of Collecting Sarkar (Tax Collector) is purely temporary or contract basis, and it will be renewed as per performance basis. **An engagement format is enclosed with this Notice.** This notice is invited as per Govt. Order vide memo no-2070/PN/0/III/2A-78/04 Dated-27.05.2005 from Deputy Secretary to the Govt. of West Bengal Panchayat & Rural Development west Bengal

MADHYAMGRAM MUNICIPALITY
TENDER NOTICE

Online Quotation are invited from the bonafied and resourceful agencies by the Executive Officer, Madhyamgram Municipality through the following **eN.I.Q. bearing no. WBMAD/MM/NIQ-01e/2026-27(2nd Call), Dt. 24.07.26.** Details of Tender will be available from the website **https://wbtenders.gov.in** Municipal website **www.madhyamgrammunicipality.org.** Municipal Authority has every right to accept or reject any Tender without assigning any reason.
Sd/- **Executive Officer**
Madhyamgram Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১, হাওড়া ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে ৩ বছর মেয়াদের জন্য পার্কিং লট পরিচালনার চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। আরও বিস্তারিত বিবরণ এবং ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে ই-অকশন লিজিং মডিউলের মাধ্যমে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন। **অকশন ক্যাটালগ নং** : পার্কিং-এইচডব্লএইচ-১৮। **ক্র.নং., লট নং এবং স্টেশনের নাম** নিম্নরূপ: **অকশন শুরুর তারিখ ও সময়** : ০৭.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। (১) পার্কিং-এইচডব্লএইচ-এমএওয়াইপি-টিডব্লু-১৭৯-২৬-২ (পার্কিং - ট্যু হুইলার), মায়াপুর। (২) পার্কিং-এইচডব্লএইচ-সিডিএই-টিডব্লু-১৩৫-২৬-১ (পার্কিং - ট্যু হুইলার), চন্দনপুর। (৩) পার্কিং-এইচডব্লএইচ-এইচওয়াইজি-টিডব্লু-১৪৬-২৬-১ (পার্কিং - ট্যু হুইলার), হুগলী ঘাট। (৪) পার্কিং-এইচডব্লএইচ- জেআরএই-টিডব্লু- ১২৪-২৬-২ (পার্কিং - ট্যু হুইলার), জৌগ্রাম। (৫) পার্কিং-এইচডব্লএইচ-কেসিওয়াই-টিডব্লু-১০৩-২৬-১ (পার্কিং - ট্যু হুইলার), কইচর। (৬) পার্কিং-এইচডব্লএইচ-কেএমএই-টিডব্লু-৪৯-২৬-১ (পার্কিং - ট্যু হুইলার), খামারগাছি। (৭) পার্কিং-এইচডব্লএইচ-কেকিউইউ-টিডব্লু-২৮৭-২৬-১ (পার্কিং - ট্যু হুইলার), কামারকুণ্ডু-২। (৮) পার্কিং-এইচডব্লএইচ-বিডিসি-আরডব্লু-১৩৫-২৬-১ (পার্কিং - থ্রি হুইলার), ব্যাণ্ডেল। (HWH-240/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER NOTICE
Due to no bidder, the last date of Submission of Bids of this office e-Tender against Ref. no- **WBPWD/EE-WKED/NIT-38/2026-27;** Tender ID-2026_WBPWD_5016530_1 is hereby extended up to 04/08/2026 upto 1:00 P.M . Website: - tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer-I, PWD, West Kolkata Electrical Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01.
ICA- T13645(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
The District Manager, West Bengal State Seed Corporation Ltd., Hooghly invites e-Tender (Auction) for sale of non seed paddy of WBSSCL, Hooghly, Chinsurah, Hooghly, Pin - 712102. **(Tender Ref. No. WBSSCL/DM/H/NIeT-01/2026-27 dt. 24.07.2026. Bid Submission Closing date 07.08.2026 upto 3:00 p.m.)** Details information may be obtained from the website: tenders.wb.gov.in and www.wbsscl.com Tender related information including addendum/corrigendum, if any, shall also be available in said website and Notice Board of WBSSCL, Hooghly. Sd/- District Manager, WBSSCL, Hooghly.
ICA- T13593(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
E-tenders are invited by the Commissioner of Police Kolkata for Supply of Pink Waist Coats and Pink Helmets for Durga Suraksha Squad. Last date for submission of the e-tenders is 05/08/2026 up to 15.00 hours. The NIT Document and other details will be available in the website: www.wbtenders.gov.in Sd/- for Commissioner of Police, Kolkata
ICA- T13605(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
e-TENDER No.: WBPWD/KWSD-II/AE/NIT-08/2026-2027
E-tender under jurisdiction of Kolkata West Sub-Division-II, PWD is invited from bonafide outsiders having sufficient work experience of similar nature in Government works. Bid Submission Start Date (Online): 30.07.2026 from 13.30 P.M. upto 07.08.2026 upto 12.00 P.M. Tender ID: 2026_WBPWD_5017444_1_2. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and tender documents may be downloaded from: https://wbtenders.gov.in/nicgep/app Sd/- Assistant Engineer, PWD, Kolkata West Sub-Division-II, N.S. Building
ICA- T13617(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
The Assistant Engineer, PWD, Maidan Sub-Division invites Tender vide e-N.I.T No. 07/MSD of 2026-27 of The Assistant Engineer, Maidan Sub-Division, PWD dated 27.07.2026 from bonafide agency. Bid submission closing date (online) will be on 05.08.2026 at 12.00 hrs. Tender ID: 2026_WBPWD_5017452_/1. Tender Reference No. WBPWD/AE/MSD/NIT07/2026-27. Corrigendum and addendum, if issued will be published only on departmental website. All other details may be seen are available from the website and in this office Notice. Sd/- Assistant Engineer, PWD, Maidan Sub-Division.
ICA- T13623(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER
Due to non-availability of minimum bidders, the last date of Submission of Bids of this office e-Tender against Ref. no- WBPWD/EE-WKED/NIT-35/2026-27; Tender ID-2026_WBPWD_5016512_1 is hereby extended up to 04/08/2026 upto 1:00 PM. Website:- tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer-I, PWD, West Kolkata Electrical Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01
ICA- T13625(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER
Due to no bidder, the last date of Submission of Bids of this office e-Tender against Ref. no- WBPWD/EE-WKED/NIT-37/2026-27; Tender ID-2026_WBPWD_5016526_1 is hereby extended up to 04/08/2026 upto 1:00 PM. Website:- tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer-I, PWD, West Kolkata Electrical Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01
ICA- T13627(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice Inviting e-Quotation
eNIQ is invited by the Executive Engineer, North 24 Parganas Division, Social Sector, P. W. Dte for and on behalf of the Governor of West Bengal Vide **N.I.Q.No. WBSSPWD 04 EE /24PN/2026-27.** Nme of Work : 1) Sub Soil Investigation for Three (3) nos Bore Hole For Construction of 01 (one) building less Community Health Centre (CHC) in under XV-FC HG for FY 2025-26 at Nanna RH under-Barrackpore-1 Block. : **ID No. 2026_WBPWD_5017459_1.** 2) Sub-soil Investigation for 3 (three) nos bore holes for "Construction of 01 (one) building less Community Health Centre (CHC) in under XV-FC HG for FY 2025-26." at Sundarpur BPHC under Bongaon Block, **ID No. 2026_WBPWD_5017459_2.** Bid submission end date and time (online) 10/08/2026 up to 12:00:00 Hrs. IST. All other information will be available from the office of the Executive Engineer, North 24 Parganas Division, Social Sector, P.W. Dte, & e-Tender website https://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, North 24 Parganas Division, Social Sector, P.W. Dte.
ICA- T13635(1)/2026

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/৯০০৭২৯৯৩৫৩

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Women & Child Development and Social Welfare Department Office of the Superintendent APANJAN Home
Post & Vill- South Garia, Pin-743613
Memo No. 241/SGH
Dated: 28/07/2026
E-TenderNotice
In reference to e-tender notice no 227/SGH dated 15/07/2026, Superintendent, Apanjan Old Age Home, South Garia is inviting e-Tender (2ndcall) for engagement of Security & House Keeping and Caregiving agency. Starting date for online submission of Bid is on 29.07.2026 & Last Date for online submission of Bid is on 19.08.2026 up to 2:00 PM. For details visit the website: http://tenders.wb.gov.in Sd/- Superintendent, Apanjan Home
ICA- T13663(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE/KNHED/PW Dte. invite online e-tender for the work "Annual Comprehensive maintenance with material & Servicing of 75KVA and 50KVA Diesel generator Sets (Make-Kirloskar) with AMF panels including Yearly B & C Check at the Panihati State General Hospital Hospital." e-NIQ No. :- WBPWD/EE/KNHED/NIQ-23/2026-27. Tender Id :2026_WBPWD_5016848_1. Submission Closing Date extended from 27/07/2026 to 05/08/2026. http://wbtenders.gov.in Sd/- S.Chakraborty/EE/KNHED/PW Dte.
ICA- T13662(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER
Due to non-availability of minimum bidders, the last date of Submission of Bids of this office e-Tender against Ref. no- WBPWD/EE-WKED/NIT-36/2026-27; Tender ID-2026_WBPWD_5016519_1 is hereby extended upto 04/08/2026 upto 1:00 PM. Website:- tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer-I, PWD, West Kolkata Electrical Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01
ICA- T13626(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER
Due to non-availability of minimum bidders, the last date of Submission of Bids of this office e-Tender against Ref. no- WBPWD/EE-WKED/NIT-41/2026-27; Tender ID-2026_WBPWD_5016587_1 is hereby extended up to 04/08/2026 upto 1:00 PM. Website:- tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer-I, PWD, West Kolkata Electrical Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01
ICA- T13628(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
eNIT No.: 11/WB of 2026–27 of The Assistant Engineer, Writers' Buildins Sub-Division, PWD. For Supplying and placing of 100 Nos PVC armless chair of Supreme/Swagath or similar brand and 4 Nos rectangle shaped PVC table of Supreme/Swagath or similar brand suitable for 4 to 6 person size of height 700 mm-750 mm, width 720 mm to 750 mm and length 1120 mm to 1140 mm at Writers Buildings during the year 2026-2027 are invited from bonafide bidders. Bid submission closing date (online) will be on 06.08.2026 at 16:00 hrs. Tender ID : 2026_WBPWD_5017421_1 Other details may be seen from the website : http://tenders.wb.gov.in & http://wbpwd.in Sd/- Assistant Engineer, PWD Writers' Buildings Sub-Division.
ICA- T13637(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Online bids are invited by the undersigned for the following work as details given below :
NIQ No. WBPWD/AE-HCESD/NIQ-29/2025-26; Tender ID: 2025_WBPWD_877614_1. Name of Work : Temporary Electrical Installation at Main Building, Centenary Building and Sesquicentenary Building of Hon'ble Calcutta High Court in connection with celebration of Independence Day on 15th August' 2025 (for 4 days w.e.f. 14-08-2025 to 17-08-2025). Bid Submission End Date: 24/07/2025 upto 14-00 hrs. Website:- https://etender.wb.nic.in or https://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., High Court Elecl Sub-Divn.
ICA- T13639(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
NIeT vide Tender Reference No: WBPWD/AE/KSD/NIeT-02/2026-27 of AE, PWD, Krishnagar Sub-Division has been invited through Online mode. ID : 2026_WBPWD_5017468_1. Name of work: Sl. 1: Repair and renovation work at Bungalow of the District Magistrate, Nadia for formation of a camp office under Nadia Division, P.W.Dte., during the year 2026-27. Bid submission start date (online): 01/08/2026 from 11:00 A.M. Bid submission end date (online): 08/08/2026 up to 11:00 A.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender document may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in
ICA- T13642(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
No. WBPWD/AE/NRSH/NIT-07/2026-27. Name of Work: NRS MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL - FORENSIC BUILDING - ORDINARY REPAIRING OF DAMAGED,LOOSENED WALL TILES IN CORRIDOR,LOBBY & COMMON PASSAGE WALL AREA AT 2ND TO 5TH FLOOR BY RENEWING THOROUGH PLASTERING AND PAINTING & ALLIED WORKS DURING THE FY-2026-2027. TENDER ID: 2026_WBPWD_5017466_1. Bid Submission start date: 30.07.2026. Bid submission end date: 07.08.2026. Name of Work: NRS MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL - BMS QUARTER(GR.FLOOR/QUARTER NO.2) - URGENT REPAIRING,PAINTING & OTHER ALLIED WORKS DURING THE FY. 2026-2027. TENDER ID: 2026_WBPWD_5017466_2. Bid Submission start date: 30.07.2026. Bid submission end date: 07.08.2026. Name of Work: NRS MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL -CRITICAL CARE UNIT(CCU) & RADIOLOGY DEPARTMENT- URGENT REPAIRING OF DAMAGED CEILING ALONG WITH PAINTING,REPLACEMENT OF SANITARY ,PLUMBINGS FITTINGS & OTHER ALLIED WORKS DURING THE FY. 2026-27. TENDER ID: 2026_WBPWD_5017466_3. Bid Submission start date: 30.07.2026. Bid submission end date: 07.08.2026. Name of Work: NRSMC&H- Radiotherapy Building- Repair and painting works on damaged wall at 3rd floor of Radiotherapy Department during the FY 2026-2027. TENDER ID: 2026_WBPWD_5017466_4. Bid Submission start date: 30.07.2026. Bid submission end date: 07.08.2026. Name of Work: NRSMC&H- Centenary Building Basement- Fixing of Joist under RCC beam to maintain the structural stability along with ordinary repair work of damaged ceiling, beam during FY 2026-2027. TENDER ID: 2026_WBPWD_5017466_5. Bid Submission start date: 30.07.2026. Bid submission end date: 07.08.2026. Name of Work: NRS MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL ---- Cleaning of rubbish from the backside areas, rooftops, and other uncovered areas, including jungle cutting around various buildings of this hospital, as a precautionary measure for the monsoon season during the Financial Year 2026–27. TENDER ID: 2026_WBPWD_5017466_6. Bid Submission start date: 30.07.2026. Bid submission end date: 07.08.2026. Name of Work: NRS MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL ---- Urgent repair works to the General Emergency at the Ground Floor of the UNB Building, including necessary civil repairs, painting, and its allied works, during the financial year 2026–2027. TENDER ID: 2026_WBPWD_5017466_7. Bid Submission start date: 30.07.2026. Bid submission end date: 07.08.2026. Name of Work: NRS MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL ---- Repair work to the damaged underground sewerage line, including the damaged waste line, at the rear side of the UNB Building within this campus during the F.Y 2026 -27. TENDER ID: 2026_WBPWD_5017466_8. Bid Submission start date: 30.07.2026. Bid submission end date: 07.08.2026. Name of Work: NRS MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL ---- Urgent repair works to the damaged flooring and collapsible gates from the Ground Floor to the 4th Floor of the UNB Building to ensure smooth movement of patient trolleys during the financial year 2026–2027.
TENDER ID: 2026_WBPWD_5017466_9. Bid Submission start date: 30.07.2026. Bid submission end date: 07.08.2026. Name of Work: NRS MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL ---- Urgent repair works to toilet blocks of General Surgery ward, MOG ward, FOG ward, MMD ward, MFC ward, Cardiology ward from 1st floor to 4th floor of UNB Building by repiring plumbing line, sanitary fiitings and its allied works, during the financial year 2026–2027. TENDER ID: 2026_WBPWD_5017466_10. Bid Submission start date: 30.07.2026. Bid submission end date: 07.08.2026. Sd/-Assistant Engineer, PWD NRS Hospital Sub-Division.
ICA- T13658(3)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com
Editor: Santosh Kumar Singh

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন ঘুরে ট্যুরে

সতোপন্থ স্বর্গারোহিণী যাত্রা

বলরাম মহান্ত

সতোপন্থ তালের তীরে ব'সে একাদশীর দ্বিপ্রহরে ঝলমলে সূর্যালোকের ছটায় যে দৃশ্যপট উপস্থাপিত হয় এবং সঙ্গে যে অনাবিল আনন্দময় অনুভূতি হয় যা অনেকটা স্বর্গের মতই। সামনে তুষার শুভ্র চৌখাম্বা পর্বত ও স্বর্গারোহিণী, বাম পাশে একদন্ত ও পার্বতী পর্বত, ডানদিকে সতপন্থ হিমবাহ, পিছন ফিরে যখন দৃষ্টি যায় তখন চোখে পরে একদিকে নীলকণ্ঠ ও অপর পাশে বালাকুন পর্বত। নির্জন-নিরালা এই পার্বত্য ভূমের পার্থিব নৈসর্গিক সৌন্দর্য যেন এক অপার্থিব আনন্দলহরির উন্মেষ ঘটায় আপন মনের মণিকোঠায়।

সতোপন্থ কথাটার অর্থ সত্যের পথ। পৌরাণিক কথন অনুসারে - বদ্রিনাথের কাছে আছে একটি ছোট্ট জনপদ যার নাম মানা গ্রাম; এই মানাগ্রামে সরস্বতী নদীর ভীমপুল পাড় হয়ে অলকানন্দা নদীর উৎস পথে দ্রোপদী সহ পঞ্চ-পান্ডব স্বর্গের পথে যাত্রা করেছিলেন। পথিমধ্যে যুধিষ্ঠির ব্যতিত বাকি সকলেই মৃত্যু বরণ করেন। একমাত্র সত্যনিষ্ঠ যুধিষ্ঠির সতোপন্থ পার হ'য়ে স্বর্গারোহিণী থেকে স্বর্গে পৌঁছেছিলেন।

এই যাত্রা পথের পর'তে পর'তে জরিয়ে রয়েছে নানান পৌরাণিক কাহিনী। আবার এই যাত্রাপথের ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও অতুলনীয়।

তখন ২০২৩ সালের মে মাস, স্কুলে গরমের ছুটি পড়েছে। জনা দশেক আমাদের বন্ধুবান্ধব সতোপন্থ স্বর্গারোহিণী যাত্রার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পরলাম। প্রথম হরিদ্বার হয়ে পৌঁছলাম বদ্রিনাথ। একদিন বদ্রিনাথ দর্শন ক'রলাম সঙ্গে পবিত্র উষ্ণ কুণ্ডে স্নান সেরে পরের দিন অর্থাৎ ২৮শে মে সকাল সকাল জয় বদ্রিবিশাল ধ্বনি দিয়ে বেরিয়ে পরলাম। আমাদের গাইড ছিলেন দেবেন্দ্র জী, উনি ওখানকার স্থানীয়। সতোপন্থ স্বর্গারোহিণী যাত্রার হাঁটা অর্থাৎ ট্রেকিং শুরু হয় মানা গ্রামের আই. টি. বি. পি. ক্যাম্পের কাছ থেকে। সেকারনে বদ্রিনাথ থেকে গাড়ি করে পৌছুলাম মানা। এখানেই সরস্বতী ও অলকানন্দা নদী মিলিত হয়েছে, যার নাম কেশবপ্রয়াগ।

সকাল তখন ৯ টা বাজে, মূল গাইড দেবেন্দ্র জী আমাদের সকলকে দশ মিনিটের একটি ক্লাস নিলেন। উপদেশ দিলেন যাত্রা পথে কোথায় কি করা উচিত কি উচিত নয়। পোর্টার যারা ছিলেন তারা মালপত্র নিয়ে চলতে শুরু করলেন।অলকানন্দা নদীকে ডানদিকে রেখে গাইড সহ আমরাও পিছু পিছু চলতে শুরু করলাম। মনে একরাশ রোমাঞ্চ, যেন এক নতুন কিছু আবিষ্কারের নেশায় ছুটে চলেছি।কিছুদুর যাবার পর দর্শন হল মাতা মূর্তি মন্দির। এখানে ভগবান বদ্রিবিশালের মাতা পূজিত হন এবং পাশেই আছে একটি ভৈরব মন্দির। স্কন্দ পুরাণে এই স্থানের উল্লেখ রয়েছে।এটি কেশবপ্রয়াগের দক্ষিণ অংশ যা ধর্মক্ষেত্র নামে পরিচিত। এটি মাতা মূর্তির সন্তান নর-নারায়ন ঋষির জন্মস্থলও বটে।কেশবপ্রয়াগের উত্তর দিকে ভীম পুলের অদূরেই বালা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির বা দ্রোপদি মন্দির। স্বর্গের পথে যাত্রা কালে এখানেই দ্রোপদি দেহত্যাগ করেন।

মাতা মূর্তি মন্দির পার করার পর আর কোন জনবসতি নেই। এই রাস্তা একেবারে ছোট ছোট গাছ গাছালি ও নানা পাহাড়ি ফুলে ভরা।আজ ৯ কিমি পার্বত্য হাঁটা পথ পেরিয়ে পৌছতে হবে লক্ষ্মীবন, ওখানেই হবে রাত্রি যাপনের তাঁবু খাটানো। সবুজ লতাগুল্ম যুক্ত বনানির মধ্য দিয়ে গুটি গুটি পায়ে আমরা হেঁটে চলেছি, পিঠে ব্যাগ, হাতে একটি লাঠি, চারিদিকের নয়নাভিরাম দৃশ্য উপলব্ধি করতে করতে এগিয়ে চলেছি। পাশেই শোঁ শোঁ শব্দে অলকানন্দা বহমান। বাঁ দিকে নর ও নারায়ণ পর্বত। এর ঠিক মাঝে অপর দিকে বদ্রিনাথ ধাম।

কিছুদুর চলার পরেই এক খোলা ময়দান যার নাম আনন্দবন।মৃদু মন্দ বাতাসে এখানকার গাছপালা দোদুল্যমান, যেন কোন এক খুশিতে তারা কেবলই নেচে চলেছে। মনে হয় একারনেই হয়ত এই স্থানের নাম আনন্দবন হয়েছে। আনন্দবনের পরের রাস্তা একেবারে আলকনন্দার গা ঘেঁসে, আমরাও মনের আনন্দে হেলতে দুলতে এগোতে থাকলাম।

আনন্দবনের পরেই শুরু হয় প্রথম চড়াই। হাঁটতে হাঁটতে শরীর ঘেমে উঠেছে, চড়াই ভেঙে উপরে ওঠা খুবই কষ্টের।এসময় শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি যেমন বেড়ে যায় তেমনই বাড়ে হৃদকম্পন। কিন্তু চারিপাশের সৌন্দর্য একনিমেশে ভুলিয়ে দেয় সব কিছু। অনেকটা চড়াই পার করে সামনে দৃশ্যমান হয় একটি গ্লেসিয়ার অর্থাৎ হিমবাহ, যার স্থানীয় নাম ধন গ্লেসিয়ার। বরফাবৃত বেশ ঢালু পিচ্ছিল এই পথ অতিক্রম করে আমাদের যেতে হবে। পা পিছলে পরলেই বিপদ, সোজা গিয়ে পরতে হবে অলকানন্দায়। গাইড সকলকে পায়ে ক্রামপর্ণ পরতে বললেন শক্ত বরফের এই রাস্তা আমরা ক্রামপর্ণ পরে ধিরে ধিরে বেশ কষ্টেই পার হলাম বাম পাশে দূরে তুষার শুভ্র পর্বত থেকে একটি খাড়াই উপত্যকা বরাবর নেমে এসে এই হিমবাহ মিশেছে অলকানন্দায়।

আরো আনুমানিক দেড় কিলোমিটার পথ অতিক্রম করার পর সবুজ ঘাসে ভরা একটি প্রায় সমতল ময়দান চোখে পড়ে। এই স্থানটির নাম চামতলী। ক্যাম্পিং করার জন্য এই স্থানটি বেশ উপযুক্ত। স্থানটির একদিকে নর পর্বত এবং অলকানন্দার ওই পারে বসুধারা ঝর্ণা। বসুধারা ঝর্ণা রেনকুট পর্বতের বিভিন্ন জলধারা মিলিত হয়ে তৈরি হয়েছে। বসুধারাকে পবিত্র ঝর্ণা বলে মনে করা হয়। এই ঝর্ণার জল নিচে পড়ার আগে বাতাসে বিভিন্ন দিকে ঘুরে যায়। কথিত আছে এই পবিত্র ঝর্ণার জল পাপীদের শরীরে পতিত হয় না।

লক্ষীবন পৌঁছাতে আরও ২ কিমি হাঁটতে হবে। পথমধ্যে চারিপাশের এতো সৌন্দর্য মনে নানা প্রশ্নের জন্ম দেয়। কি জানি, হয়তো একারণেই স্বর্গে যাওয়ার পথ হিসেবে পঞ্চপান্ডব এই পথকেই বেছে নিয়েছেলেন; তবে এটাও বর্ণিত যে; এই পথেই তাদের প্রাণের আহুতি দিতে হয়েছিল।

লীলাময় প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্যপট উপভোগ করতে করতে অদুরেই নজরে এলো দুইদিক সুউচ্চ পর্বতে ঘেরা এক সমতল মাঠ, হ্যাঁ এটাই লক্ষীবন। সতোপন্থ যাত্রায় এই স্থানের বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে। মা লক্ষ্মীর এই স্থানে ধ্যান করেছিলেন সেকারণে এই স্থানের নাম লক্ষীবন হয়েছে। আবার অনেকের মতে মা লক্ষ্মী এখানে প্রকৃতি রূপে বিরাজমান। পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে নকুল এখানে দেহত্যাগ করেন। লক্ষীবন ও অলকানন্দার মাঝে ভূজ বৃক্ষের ছোট্ট জঙ্গল।

এখানেই কুবের পর্বত থেকে নেমে এসেছে কেদার গঙ্গা, যা অলকানন্দার সঙ্গে মিলিত হয়েছে।সামনেই কুবের পর্বতের একটি শঙ্কু আকৃতির চূড়া যাকে কুবেরের মুকুট বলে। তুলসিদাসি রামায়ানের বালকাণ্ডের পংউক্তি অনুযায়ী এটাই সেই কুবের টপ যেখানে রাবন তার সৎ ভাই কুবেরের কাছ থেকে পুস্পক বিমান ছিনিয়ে নিয়েছিলেন।স্থানীয় মানুষজনের বিশ্বাস এই পর্বতের নিচে প্রচুর ধনরত্ন চাপা পরে আছে।

অদুরেই অলকাপুরী।লক্ষীবনের মখমলে ঘাসের উপর বসে বিকেল থেকে সন্ধা পর্যন্ত যেন নিমেষে কেটে গেলো।গাইড ও তার জনা-আষ্টেক সঙ্গী মিলে তাঁবু তৈরি করে আমাদের রাতের খাবার তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। রাত্রি আটটার দিকে আমাদের খাবার এসে গেলো। খেয়ে শোয়ার আগে গাইড বলে গেলেন কাল সকাল সকাল টিফিন সেরে আমরা রওনা দেবো পরবর্তী ক্যাম্পসাইড এর উদ্দেশ্যে।রাত পেরিয়ে সকাল হবে, তার আগেই আমাদের সকলের ঘুম ভেঙ্গে গেলো। ঊষার মৃদু আলোয় পর্বত চূড়া গুলো হালকা নজরে আসছে। রিন্টু ভাই ক্যামেরা হাতে রেডি, সূর্যদয়ের অপরূপ শোভা তুলে রাখার জন্য। অন্যদিকে আমাদের সবথেকে অভিজ্ঞ বয়োজ্যেষ্ঠ বিশ্বজিৎ-দা ওই দূরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। অলকাপুরীর বাঁক যেখানে ভাগীরথী খড়ক ও সতোপন্থ হিমবাহ একস্থানে মিলিত হয়েছে, তার ঠিক সামনে স্বন্দ পর্বতের একটি তুষার শুভ্র চূড়া যখন সকালের প্রথম সৌরকরণ পড়ল, সেই সোনালী আলোকচ্ছটার সঙ্গে মিলে অন্য চূড়াগুলো যখন একে একে দৃশ্যমান হচ্ছে, সেই অবিরাম অনবদ্য দৃশ্যমানতা অবলোকন করলে যেমন মনের ভিতরে প্রশান্তি আসে ঠিক তেমনই তাকে সহজে যে ভুলবে কার বা সাধ্যি।

গাড়োয়াল হিমালয়ের এই পার্বত্য অঞ্চলে হিমশীতল সকালে গরম চায়ে চুমুক দিয়ে শুরু হলো আজকের যাত্রা। আজ ১১ কিলোমিটার পার করে পরবর্তী ক্যাম্পসাইড চক্রতীর্থ। পোর্টার ভাইরা টেন্ট ও অন্যান্য লটবহর নিয়ে সামনে চলতে শুরু করলো। আমরাও পিছু নিলাম নতুন কিছু চিনবার ও জানবার লালায়িত মন নিয়ে। সামনে কিছুটা রাস্তা চলার বেশ উপযুক্ত। তারপর যেখানে অলকাপুরীর বাঁক নিয়েছে, যেখানে সতোপন্থ হিমবাহ ও ভাগীরথী খরক হিমবাহ মিলিত হয়েছে সেখান রাস্তা বেশ খারাপ। এরপর সতোপন্থ হিমবাহের গ্রাবরেখা বা মোরেন বরাবর পুরো হাঁটা রাস্তা। রাস্তা পুরোটাই বোল্ডার জোন। সামনে রামহরি দা ও লক্ষী দা পিছনে আমি ও শঙ্কর, বেশ সন্তর্পণেই হাঁটতে হচ্ছে। পা ফসকে গেলেই বিপদ। এখান থেকেই শুরু হ'ল স্লো-লাইন, রাস্তায় মাঝে মাঝে পাথরের সঙ্গে বরফ জমে আছে।

আজকের দৃশ্যপট আগের দিনের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সবুজ ছেড়ে আজ যেদিকেই তাকাই চারিদিক শুধুই সাদা। সঙ্গের সানগ্লাস টা পড়ে নিলাম, নাহলে এত আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যেতে পারে। চলতে চলতে বামহাতে নজরে পড়ল সামনেই একটি সাদা সুচলো পর্বত চূড়া যার নাম একদন্ত পর্বত। ভগবান গনেশের নামেই এর নামকরণ। লক্ষীবন থেকে তিন-চার কিলোমিটার আসার পর বাম দিকে একটি ঝর্ণা পরে, যার নাম বাঁধধারা অনেকটা এঁকে বেঁকে এই ঝর্না নেমে আসে সেকারনেই এর নাম বাঁধধারা।

এরপর কিছুদূর গেলেই নজরে আসে আরও এক অপরূপ শোভা অসংখ্য ছোট ছোট ধারা সামনের নীলকণ্ঠ পর্বত থেকে নেমে এসেছে। যাকে সকলে সহস্র ধারা নামে জানে আবহাওয়া অধিক শীতল হওয়ার কারনে সহস্র ধারার সকল ধারা বরফ হয়ে ঝুলে রয়েছে। পৌরাণিক মতে সহদেব এখানেই প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন। সহস্র ধরার সমস্ত জল যেন সহদেবের শোকে পর্বতের শোকাশ্রু, যা শুকিয়ে ও জমে শবদেহের মালার মতো ঝুলে রয়েছে। নিচের সাদা বরফের চাদরে যেন শায়িত রয়েছে সহদেবের নিথর দেহ। মুহ্যমান হয়ে নিস্তব্ধে দাঁড়িয়ে আছে হিমালয়ের সমস্ত পর্বত শৃঙ্খলা। হঠাৎ এক বিকট আওয়াজে পিছন ফিরে তাকালাম, যেন সহদেবের শোকে কেউ হঠাৎ চিৎকার করে উঠল। পিছন ফিরে দেখতে পেলাম ছোট্ট অ্যাভালাঞ্চ যাকে তুষার-ধস বলে, সহস্রধারার উপর থেকে বরফ ধারা ভেঙে ঝরে পড়ছে।এই স্থান পেরিয়ে জমে থাকা পাথরের লম্বা লেজাকৃতি মোরেনের চূড়া বরাবর হাঁটতে শুরু করলাম।

এটা আসলে হিমবাহের সঞ্চয়ের ফলে গঠিত গ্রাবরেখা। কিছুদূর হাঁটার পরেই পরে একটি ছোট্ট সমতল জলা মাঠ। এখানে সকলে মিলে একটু জিরিয়ে নেওয়া গেলো।গলা শুকিয়ে কাঠ, অধিক ঠাণ্ডার কারণে তেষ্টা পাচ্ছে না, কিন্তু জল খেতেই হবে। ঠান্ডা জল যখন মুখে দিচ্ছি গিলতে ইচ্ছে করছে না। গাইডের কথা মত কিছু সময় পর পর হালকা হালকা জল পান করতে হয়, কিন্তু মন চায় না। সামনে একটি উঁচু টিলা ওটা পেরিয়ে কিছুটা দুর গেলেই চক্রতীর্থ। আমরা আবার চলা শুরু করলাম, অধিক উচ্চতায় চড়াই চড়ার যে কষ্ট তা বেশ টের পাচ্ছি। বার বার থেমে থেমে অবশেষে টিলার উপরে পৌঁছে যখন পিছন ফিরে দেখলাম, সমস্ত সহস্র ধরার অপরূপ মনোমোহিনী রূপ নিমেষে কষ্ট ভুলিয়ে দিলো। সামনে আর মোটামুটি কিছুটা এগিয়ে এরপর ৫০০ মিটার মতো ঢালু রাস্তা পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম চক্রতীর্থ।

চক্রতীর্থ লক্ষীবনের থেকেও আয়তনে বড় ঘাসে ভরা মাঠ। মাঠের মাঝ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে স্ফটিক স্বচ্ছ ছোট ছোট জলের ধারা। এখানেই একটি বড় পাথরের উপর আমাদের আর এক কো-গাইড রঘু পূজা দিলেন। রঘু ছেলেটি খুবই ভালো, পাহাড়ি লোকজন আদতেই খুব ভালো হয়ে থাকে। আজ সারাদিন সে উপোস ছিল, ভগবানের পূজা দিয়ে দিন শেষে উনি জলগ্রহণ করলেন। এরপর আমাদের বললেন কাল আমরা সতপন্থ সর্গারোহিনী দর্শন করে আবার এই ক্যাম্পে ফিরে আসবো। রাস্তাতে দুপুরের খাবার ব্যবস্থা থাকবে।

চক্রতীর্থে পঞ্চপান্ডবের তিনজন অর্জুন, ভীম ও যুধিষ্ঠির ই পৌঁছাতে পেরেছিলেন। এখানেই অর্জুন দেহত্যাগ করেন। এই স্থানটি দুই দিক উঁচু পাথর ও বোল্ডারের বাঁধের মতো এবং একদিকে সুউচ্চ পর্বতের দেওয়াল দ্বারা ঘেরা। অনেকটা গ্যালারি গ্যালারী বেষ্টিত মাঠের ন্যায়। আজকের দিন ফুরিয়ে ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে আসছে এমন সময় শুরু হলো মৃদু তুষারপাত। ক্রমে বদল হতে থাকলো উচ্চ পার্বত্য প্রকৃতির রূপ। যখন চারিদিক অন্ধকার নেমে এলো আমরা সকলে তাঁবুতে ঢুকে পড়লাম। ভালই ঠান্ডা লাগছে, হাত পা স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে সকলে বসে রইলাম। পাণ্ডব বর্জিত এই নির্জন খোলা প্রান্তরে আমরা কয়েকটা প্রাণী তাঁবুর ভিতর গুটিসুটি মেরে পরে রয়েছি।

রাত্রি পেরিয়ে সকাল হলো মনে একরাশ প্রতীক্ষার আজ অবসান হবে। বহু প্রতীক্ষিত সেই সতোপন্থ তাল সর্গারোহিনী দর্শন হবে। সতোপন্থ তাল সেই ত্রিকোণ তাল যার তিনকোণে তিন কোনে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর একাদশীর দিন স্নান করে ধ্যান করেন। আজ সেই পবিত্র একাদশীর দিন। ক্ষণে ক্ষণে মনে শিহরণ ও আনন্দের বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলা করছে। সকালে তাঁবু ছেড়ে যখন বাইরে এলাম তখন দেখতে পেলাম চারিদিক কয়েক-ফুট সাদা বরফের চাদরে মুড়ে আছে সকলের চোখে মুখে শঙ্কার মেঘ। আমাদের কারোরই সাহস হচ্ছে না আজ এখান থেকে ট্রেক করব বলে। এতো বরফের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব বলে আমাদের মনে হতে থাকলো। আমাদের এক বাঁকুড়ার ভাই বাদশা তো বলেই বসলো - ' আজ তো কোনো মতে আমি যেতে পাইরবো না বো '। আমরাও ভাবছি তীরে এসে তরী ডুবলো বুঝি।

এমন সময় অনেকটা দেবদূতের মতো মনে আশার সঞ্চার করলেন গাইড দেবেন্দ্র জী। বললেন - ' দাদা, যাদা চিন্তা মত করো, হামলোগ হ্যায় না, চলো মৌসম আচ্ছা হ্যায় কুছ নেহি হোগা '। বাদশা বাদে আমরা সকলে এক বাক্যে রাজি হয়ে গেলাম, শঙ্করের শরীর একটু খারাপ তবুও ও একবাক্যে রাজি।

তাঁবু থেকে ছোট্ট একটি ব্যাগে জলের বোতল ও কিছু চকলেট নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম সতোপন্থের উদ্দেশ্যে। আজ আনুমানিক ১০ কিলোমিটার হাঁটতে হবে। সন্ধ্যা নামার আগেই ফিরতে হবে চক্রতীর্থ। সামনে ২০০ মিটার চলার পর এই ট্রেকের সবথেকে কঠিন খাড়া ৫০০ মিটারের চড়াই। উপরে একটি পতাকা লাগানো আছে ওখানেই পৌঁছাতে হবে। বেশ কয়েকবার থেমে থেমে অবশেষে পৌঁছালাম লক্ষ্যে। এই চড়াইটি বেশ লম্বা করাতের মত। এখানে বসে ৩৬০ ডিগ্রি খুব সুন্দর দেখায়। পিছনে চক্রতীর্থ, সামনে চৌখাম্বা ও সর্গারোহিনী, ডান পাশে বালাকুন পর্বত ও সতোপন্থ গ্লেসিয়ার, বাম দিকে পার্বতী চূড়া। এখান থেকে প্রায় লম্বা বরফে ঢাকা বোল্ডার জোন পেরিয়ে সতোপন্থ তাল। গাইড খুব সাবধানে পা ফেলে এগোতে বললেন, কারণ পাথরের ফাঁকে পা আটকে যাওয়ার ভয় থাকে।

এখানে কোনো নির্দিষ্ট রাস্তা নেই, কারণ প্রাকৃতিক কারণে এখানে রাস্তা বদলাতে থাকে। গাইড দেবেন্দ্র জি ও রঘু ভাই সামনে রাস্তা করে এগোচ্ছেন। আমরা পিঁপড়ের সারির মতো তাদের অনুসরণ করে এগিয়ে যাচ্ছি। আধ ঘন্টা হাঁটার পর একটা ঢালে গাইড নেমে গেলেন, এখানে আমরা কিছুক্ষণের জন্য শৈশবে ফিরে গেলাম। স্কুলে যেমন স্লিপারের ঢালে বসে নিচে পিছলে নেমে খেলা করতাম ঠিক তেমনি সকলে একে একে ওই বরফের ঢালে নিচে নেমে এলাম। কিছুটা এগিয়ে একটা রকফল জোন এখানে প্রায়শই পাথর পড়তে থাকে। এমনকি গাইড জোরে কথা বলতে নিষেধ করলেন, বললেন এর কারণেও রকফল হয়। এই স্থান যত তাড়াতাড়ি পেরিয়ে যাওয়া যায় ততই মঙ্গল। নরম বরফে মস মস শব্দে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেলাম উঁচু একটি টিলার মাথায় একটি পতাকা উড়ছে। গাইড বললেন ওটাই সতোপন্থ তাল। মনে আর তর সইছে না, আর এইতো ৫০০ মিটার পেরোলেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছুবো। কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাসের ও হৃদস্পন্দনের গতি জানান দিচ্ছে লক্ষ্যে পৌঁছনোর কষ্ট। যাই হোক বার দশেক থেমে থেমে অবশেষে পৌঁছে গেলাম কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে।

এইতো সেই ত্রিকোণ পবিত্র সতোপন্থ, এখানেই একাদশীর দিন ত্রিদেব স্নান করেন। মহাবলী ভীম সর্গারোহন কালে এই পবিত্র স্থানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ওই যে অদুরেই সর্গারোহিনী, কতকগুলি পাহাড়ি ধাপ যাকে স্বর্গের সিড়ি বলে। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির এই পথেই কুকুর রুপি ধর্মরাজের সঙ্গে স্বর্গে গেছিলেন। এই সমস্ত পৌরাণিক কাহিনী যখন বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখছি তার স্বর্গীয় অনুভূতি বলে বোঝানোর নয়। এই পবিত্র তালের পাশের একটি ছোট্ট ঝুপড়ি বছরের নির্দিষ্ট সময় একজন তপস্বী এখানে থাকেন, ওপর পারে ছোট্ট একটি পাকা ঘর, পুণ্যার্থীদের কিছু সময় কাটানোর জন্য। রঘু ভাই এর উদ্যোগে সামান্য পূজাপাঠ করে ত্রিদেব কে প্রণাম করলাম। সঙ্গে নিলাম এই স্থানের কিছুটা জল-মাটি এবং সঙ্গে হৃদয়ভরা অনুভূতি। এখন বেলা ২ টা বাজে এবার চক্রতীর্থ ফেরার পালা।

মৌসুনি

ঢেউয়ের ফাঁকে হারিয়ে যাওয়া এক শান্ত স্বর্গ দ্বীপ

হাফিজুর রহমান লস্কর

শহরের কোলাহল, ব্যস্ততার একঘেয়েমি আর যান্ত্রিক জীবনের ক্লান্তি থেকে মুক্তি পেতে মানুষ আজও খোঁজে এমন এক জায়গা, যেখানে সময় ধীরে চলে, প্রকৃতি কথা বলে, আর মন নিজে থেকেই শান্ত হয়ে আসে। ঠিক তেমনই এক অনাবিষ্কৃত স্বর্গ হলো মৌসুনি দ্বীপ। ঢেউয়ের ফাঁকে ফাঁকে লুকিয়ে থাকা এই দ্বীপ যেন শহুরে জীবনের বিপরীত এক নীরব কবিতা;যার প্রতিটি পংক্তি লেখা সমুদ্রের গর্জন, বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ আর মানুষের সহজ জীবনযাপনে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার এই দ্বীপটি এখনও পর্যটনের অতিরিক্ত আলোয় ঝলসে ওঠেনি। এখানকার রাস্তাঘাট কংক্রিটের নয়, মাটির; হোটেল নেই, আছে কুঁড়েঘর; কৃত্রিম আলো কম, অথচ আকাশভরা তারা। মৌসুনিতে পৌঁছানোর পথটাই যেন এক ভিন্ন অভিজ্ঞতা। নৌকা করে নদী পেরিয়ে, ধীরে ধীরে জনমানবহীনতার দিকে এগোতে এগোতে মনে হয়;এ যেন সভ্যতার সীমারেখা ছাড়িয়ে প্রকৃতির কাছে ফিরে যাওয়া। দ্বীপে পা রাখলেই প্রথম যে বিষয়টি মন ছুঁয়ে যায়, তা হলো নিস্তব্ধতা। এই নীরবতা শূন্য নয়, বরং জীবন্ত। দূরে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ার শব্দ, তাল-খেজুর গাছের পাতায় বাতাসের নড়াচড়া, কখনও জেলেদের নৌকার বৈঠার ছলাৎছল;সব মিলিয়ে এক স্বাভাবিক সুরের সৃষ্টি হয়। এখানে দাঁড়িয়ে মনে হয়, প্রকৃতি যেন নিজেই গান গাইছে, মানুষ শুধু শ্রোতা। মৌসুনি দ্বীপের সমুদ্রসৈকত অন্যরকম। এখানে ঝাঁ চকচকে রিসর্ট নেই, নেই ভিড় করা দোকানপাট। আছে খোলা আকাশ, বিস্তৃত বালুকাবেলা আর নিরবচ্ছিন্ন দিগন্ত। সূর্যাস্তের সময় সমুদ্রের রঙ বদলে যায়;নীল থেকে কমলা, কমলা থেকে লাল, আবার ধীরে ধীরে অন্ধকার। সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে মনে হয়, পৃথিবী থেমে গেছে, সময় একটু বিশ্রাম নিচ্ছে। এই দ্বীপের মানুষের জীবন প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করেই গড়ে উঠেছে। সমুদ্র যেমন জীবিকার উৎস, তেমনই বিপদের কারণ। জোয়ার-ভাটা, নদীভাঙন, ঘূর্ণিঝড়;

সবকিছুর সঙ্গেই নিত্যদিনের সহাবস্থান। তবু এখানকার মানুষ হাসতে জানে, অতিথিকে আপন করে নিতে জানে। পর্যটকদের জন্য গড়ে ওঠা হোমস্টেগুলোয় বিলাস নেই, আছে আন্তরিকতা। সাধারণ ভাত, ডাল, মাছের ঝোল;এই সামান্য খাবারই হয়ে ওঠে অমৃত, কারণ তার সঙ্গে মিশে থাকে মানুষের ভালোবাসা। মৌসুনি দ্বীপ শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্যের গল্প বলে না, বলে পরিবেশ রক্ষার কথাও। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এখানে স্পষ্ট। ক্রমশ গ্রাস করছে সমুদ্র, বদলে যাচ্ছে ভূমির মানচিত্র। তবুও এই দ্বীপ দাঁড়িয়ে আছে এক নিঃশব্দ প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে; যেখানে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করতে চায় না, বরং তার সঙ্গে বাঁচতে শেখে। এই শিক্ষা আজকের পৃথিবীর জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। পর্যটকের দৃষ্টিতে মৌসুনি কোনও তফাস্ট ট্যুরিজমদ স্পট নয়। এখানে এসে কেউ তাড়াহুড়ো করতে পারে না। মোবাইল নেটওয়ার্ক দুর্বল, ইন্টারনেট ধীর;কিন্তু তাতেই যেন এই জায়গার আসল সৌন্দর্য। এখানে মানুষ আবার কথা বলে, আকাশ দেখে, নিজের ভেতরের শব্দ শোনে। আধুনিক জীবনের অতিরিক্ত শব্দ থেকে দূরে, মৌসুনি শেখায় ধীরে চলতে। ঢেউয়ের ফাঁকে হারিয়ে যাওয়া এই দ্বীপ আসলে হারিয়ে যায়নি;সে অপেক্ষা করে। অপেক্ষা করে সেইসব মানুষের জন্য, যারা ভ্রমণে শুধু ছবি তুলতে নয়, অনুভব করতে চায়; যারা প্রকৃতিকে ব্যবহার করতে নয়, বুঝতে চায়। মৌসুনি দ্বীপ তাই নিছক এক পর্যটন কেন্দ্র নয়, এটি এক মানসিক আশ্রয়, এক শান্ত স্বর্গ; যেখানে পৌঁছলে মনে হয়, মানুষ হওয়াটা এখনও কতটা সহজ, কতটা সুন্দর। এই দ্বীপ আমাদের মনে করিয়ে দেয়;সবচেয়ে বড় বিলাসিতা হয়তো শান্তি, আর তার ঠিকানাই হলো মৌসুনি।

বাজারে আইকিউ জেড ১১ লাইট ৫জি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইকিউ ভারতে উন্মোচন করল আইকিউ জেড ১১ লাইট ৫জি। বিশেষভাবে শিক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে তৈরি এই স্মার্টফোনে রয়েছে উজ্জ্বল ডিসপ্লে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ফিচার, নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্স এবং দীর্ঘস্থায়ী ব্যাটারি। স্মার্টফোনটিতে রয়েছে ৬৫০০ এমএএইচ ব্লুভোল্ট ব্যাটারি, ৪৪ ওয়াট ফ্ল্যাশচার্জ প্রযুক্তি, ৫০ মেগাপিক্সেলের সনি প্রধান ক্যামেরা, ২০০ শতাংশ পর্যন্ত শব্দের তীব্রতা, ধুলো ও জল প্রতিরোধে আইপি৬৫ মানের সুরক্ষা এবং ডায়নামিক লাইটসহ প্রিমিয়াম মিনিমালিস্ট নকশা। আইকিউ -এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিপুণ মারিয়া বলেন, শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্স, ব্যবহারিক এআই ফিচার এবং সারাদিন নিরবচ্ছিন্ন স্মার্টফোন ব্যবহারের অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আইকিউ জেড ১১ লাইট -এর মাধ্যমে ব্র্যান্ডের অঙ্গীকার আরও সুদৃঢ় হয়েছে। অ্যামাজন ইন্ডিয়ার কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স বিভাগের পরিচালক জেবা খান বলেন, সহজলভ্য মূল্যে শক্তিশালী পারফরম্যান্স, এআই সক্ষমতা এবং দীর্ঘস্থায়ী ব্যাটারির সমন্বয়ে এই স্মার্টফোনটি দেশের গ্রাহকদের জন্য একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় বিকল্প।

৪০০ জন বিক্রেতাকে এবার নিজেদের প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করার পরিকল্পনা মিন্ত্রার

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ফ্যাশন, বিউটি ও লাইফস্টাইল ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম মিন্ত্রা কলকাতায় বিক্রেতাদের জন্য আয়োজিত অনুষ্ঠান 'সেলার গ্রোথ কানেক্ট'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ এবং একটি বিশেষ অনবোর্ডিং সেশনের আয়োজন করেছে। আসন্ন উৎসবের মরশুমের ঠিক আগেই, প্ল্যাটফর্মে প্রায় ৪০০ জন বর্তমান ও উদীয়মান বিক্রেতা, আঞ্চলিক উৎপাদক এবং ব্র্যান্ড মালিকদের যুক্ত করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি আরও গভীর করার উদ্দেশ্যে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে কলকাতা তথা সমগ্র পূর্ব ভারতের ফ্যাশন, লাইফস্টাইল, পোশাক, হস্তশিল্প এবং অ্যাক্সেসরিজ খাতের বিক্রেতারা একত্র হয়েছিলেন। গত মে মাসে অনুষ্ঠিত প্রথম সংস্করণের সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে, এই কর্মসূচিটি আঞ্চলিক MSME প্রযুক্তির সহায়তা, বাজার সংক্রান্ত তথ্য এবং সাপ্লাই চেইন প্রস্তুত করতে সাহায্য করবে, যাতে তারা আসন্ন উৎসবের মরশুমে দেশজুড়ে তৈরি হওয়া চাহিদা পূরণ করতে পারে।